আল-বিদ্‘আত

ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

اَلْبِدْعَةُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ وَالْمُحَدِّثِيْنَ

আল-বিদ্‌'আত

[ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে]

মূল

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

অনুবাদক

মাওলানা মীর জাবেদ ইকবাল

সম্পাদক

মুহাম্মদ মুরশেদুল হক

সহকারী অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সনজরী পাবলিকেশন

৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫

৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

আল-বিদ্'আত
মূল : শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

ভাষান্তর:
মাওলানা মীর জাবেদ ইকবাল

সম্পাদনায় :
মুহাম্মদ মুরশেদুল হক

প্রকাশক :
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত
© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে জান্নাত তৃষা

প্রকাশকাল :
১৩ ডিসেম্বর ২০১৬, ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ সাল।

প্রকাশনায় :
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা- ১২০৫, মোবাইল : ০১৮৪২-১৬০১১১
৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১

পরিবেশনায় : সনজরী বুক ডিপো

মূল্য : ১৪২ [একশত বিয়াল্লিশ] টাকা মাত্র

AL-Bid`aat, By: Shaikhul Islam Dr. Mohammad Taherul Kaderi, Translate By: Mowlana Mir Javed Iqbal, Edited By: Mohammad Morshedul Hoque. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 142/-

بسم الله الرحمن الرحيم

مَـوْلَايَ صَـلِّ وَسَـلِّمْ دَائِـمًا أَبَـدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَـيْرِ الْـخَلْقِ كُلِّـهِم
مُـحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَـوْنَيْـنِ وَالثَّقَـلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْـنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَـجَم

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ﴾

প্রকাশকের কথা

বিদ্'আত হলো– দ্বীনের পূর্ণতার পর নতুন কোন বিষয় উদ্ভব হওয়া অথবা সায়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আকীদা ও আমল সম্পর্কিত কোন বিষয় নতুন উদ্ভব হওয়া।

বিদ্'আতের ব্যাপারে কয়েক রকম হাদিস আছে। যেমন– ১) এক প্রকার হাদিস, যা বিদ্'আত শব্দের উল্লেখ আছে কিন্তু তা ভাল বিদ্'আত না-কি মন্দ বলা নেই। শুধু রাসূলের পরে সেগুলোর আবিষ্কার হবে বলা আছে। তা ভালোও হতে পারে খারাপও হতে হতে পারে। ২) স্পষ্টভাবে সেই সব বিদ্'আতে নিষিদ্ধ করা করা হয়েছে, ঘৃনা, লানত, শাস্তি, অভিশাপ ইত্যাদি বর্নিত আছে, তা কুরআন ও সুন্নাহর পরিবর্তন করবে বলা আছে, যা বিদ্'আতে সাইয়্যা এবং ৩) স্পষ্টভাবে এক প্রকার নতুন কিছুর প্রবর্তনকে সওয়াব ও কল্যানময় বলা হয়েছে যা কুরআন-সুন্নাহ-ইজমা-কিয়াস কোনটার বিপরীতে নয়, যা বিদ্'আতে হাসানা।

যেমন– ভাল কিছু বিদ্'আতের প্রচলন হল : ইটের তইরি মসজিদ-মাদ্রাসা, জুমা'আর ২ আজান → হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত কালে চালু হয়; কুরআন শরীফ একত্রিত করন → হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে করা হয়; তারাবিহ নামাজ জামায়াতে আদায়→ হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত কালে চালু হয় ইত্যাদি এরূপ অসংখ্য পূণ্যময়, কল্যাণময় ও ভালো কাজ।

মিশকাত শরীফের اَلْاِعْتِصَامُ অধ্যায়ের বর্ণিত হয়েছে– مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ –যেই ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে এমন কিছু আবিষ্কার করে, যা এর অন্তর্ভূক্ত নয়, সে গর্হিত। এটা সব সময়ই খারাপ। এমন বিদ্'আত সম্পর্কে যত হাদিস এসেছে অভিশাপ ও লানতের ব্যাপারে সেগুলো মন্দ বিদ্'আতকে বুঝানো হয়েছে।

যে কেউ ইসলামের মধ্যে ভাল রীতি প্রচলন করেন, তিনি এর জন্য সাওয়াব পাবেন; যারা এর উপর আমল করবেন, এর জন্যও সাওয়াব পাবেন, তবে তাঁদের সাওয়াবের মধ্যে কোন কমতি হবে না; এবং যারা ইসলামে মন্দরীতি প্রচলন করে, এর জন্য তাদের পাপ হবে এবং যারা এর উপর আমল করবে, তার জন্যও পাপের ভাগী হবে, তবে ওদের পাপের বেলায় কোন কমতি হবে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

–যে ব্যক্তি কল্যাণ ও সৎকাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি অকল্যাণ ও অসৎকাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকেও অংশ পাবে। আর আল্লাহ সব জিনিসের প্রতি নজর রাখেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

﴿ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ﴾.

–যখন কোন বিশেষজ্ঞ হুকুম দেয়, আর তাতে সে ইজতিহাদ করে তারপর সেটা সঠিক হয়, তাহলে তার জন্য রয়েছে দু'টি সওয়াব। আর যদি ইজতিহাদ করে ভুল করে তাহলে তার জন্য রয়েছে একটি সওয়াব।

উলামায়ে কিরামগণ বলেন– এসব কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ ইসলামের কানুন হিসেবে প্রযোজ্য। যে কেউ ইসলামে কোন মন্দ কাজের সূচনা করলো সে এর উপর সমস্ত আমলকারীদের গুনাহের ভাগী হবে; আর যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের প্রচলন করেন, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত আমলকারীদের সাওয়াবের ভাগী হবেন। এর থেকেও প্রমাণিত হলো ভালো বিদ্'আতে সাওয়াব আছে ও মন্দ বিদআতে গুনাহ হয়।

আশআতুল লুমআত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে اَلْاِعْتِصَامُ হাদীছটি وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ প্রসংগে উল্লেখিত আছে, যে বিদ্'আত ধর্মের মূলনীতি, নিয়ম-কানুন ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর সাথে কিয়াস করা হয়েছে, একে বিদ্'আতে হাসানা বলা হয়। আর যা বিপরীত, সেটাকে বিদআতে গুমরাহী বা বিদ্'আতে সায়্যিয়াহ বলা হয়।

ইমাম, মুজতাহিদগণ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বিদ্'আত ও এর প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিত দলীল-আদিল্লা সহ আলোচনা করেছেন। তাদের মূল্যবাণ আলোচনা ঠাই পেয়েছে 'আল-বিদ্'আত' নামক এই পুস্তকে।

'আল-বিদ্'আত' নামক গুরুত্বপূর্ণ এ পুস্তকটি অনুবাদ করতঃ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যারা সহযোগীতা করেছেন প্রত্যেকের শুকরিয়া আদায় করছি। কোথাও ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে বিজ্ঞ পাঠক আমাদেরকে অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনে সচেষ্ট থাকব, ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সনজরি পাবলিকেশন

উৎসর্গ

মাওলানা জাফর আহমদ সিদ্দিকী

বুড়িশ্চর জিয়াউল উলুম ফাযিল মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা, যিনি আমরণ আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন। তাঁরই উদ্দেশ্যে পুস্তকটি উৎসর্গীত।

সূচীপত্র

★ পেশ লফজ/ ০১

★ অবতরণিকা/ ০২

(১) ইমাম মোহাম্মদ বিন ইদরিস বিন আব্বাস শাফেঈ (ওফাত: ২০৪ হি.)/ ১২

(২) ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ বিন আহ্‌মদ আল-কুরতুবী (ওফাত: ৩৮০ হি.)/১৫

(৩) ইমাম আলী বিন আহ্‌মদ ইবনে হাযম আল উন্দুলুসী (৪৫৬ হি.)/ ১৭

(৪) ইমাম আবু বকর আহ্‌মদ বিন হোসাইন আল বায়হাকী (৪৫৮ হি.)/ ১৮

(৫) ইমাম আবু হামেদ মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ আল গাজ্জালী (ওফাত: ৫০৫হি)/১৯

(৬) ইমাম মোবারক বিন মোহাম্মদ ইবনে আছীর আল-জাযরী (ওফাত: ৬০৬হি)/২১

(৭) ইমাম ইয্‌যুদ্দীন আবদুল আযীয ইবনে আবদুস সালাম (৬৬০ হি.)/ ২৪

(৮) ইমাম আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইবনে শরফ আন্-নাওয়াওঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৬৭৬ হি.)/ ২৬

(৯) ইমাম শিহাবুদ্দীন আহমদ আল-ক্বিরানী আল-মালেকী (৬৮৪ হি.)/ ৩১

(১০) আল্লমা জামালুদ্দীন মোহাম্মদ বিন মুকার্‌রাম বিন মনযুর আল-আফ্রিকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্ (ওফাত: ৭১১ হি.)/ ৩৬

(১১) আল্লামা তকিউদ্দীন আহ্‌মদ বিন আবদুল হালীম ইবনে তাইমিয়া (ওফাত: ৭২৮ হি.)/ ৪০

(১২) ইমাম হাফেজ ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কছীর রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৭৭৪ হি.)/ ৪১

(১৩) ইমাম আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন মুসা আশ্-শাতেবী (ওফাত: ৭৯০হি.)/ ৪২

(১৪) ইমাম বদরুদ্দীন মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ আয-যারকাশী (ওফাত: ৭৯৪হি.)/ ৪৮

(১৫) ইমাম আবদুর রহমান বিন শিহাবুদ্দীন ইবনে রজব আল-হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৭৯৫ হি.)/ ৪৮

(১৬) আল্লামা শামসুদ্দীন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আল-কিরমানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৭৯৬ হি.)/ ৫৩

(১৭) আল্লামা আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ বিন খাল্‌ফা আল-ওশ্‌তানী আল-মালেকী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৮২৮ হি.)/ ৫৫

(১৮) ইমাম আবুল-ফযল আহ্‌মদ বিন আলী বিন মোহাম্মদ ইবনে হাজর আস্কালানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৮৫২ হি.)/ ৫৭

(১৯) ইমাম আবু মোহাম্মদ বদরুদ্দীন মাহমূদ আল-আইনী আল-হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্ (ওফাত: ৮৫৫ হি.)/ ৫৮

(২০) ইমাম মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান শমসুদ্দীন মাহমুদ আস-সাখাবী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৯০২ হি.)/ ৫৮

(২১) ইমাম জালালুদ্দীন আবদুর রহমান বিন আবু বকর আস-সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৯১১ হি.)/ ৫৯

(২২) ইমাম আবুল-আব্বাস আহমদ বিন মোহাম্মদ শিহাবুদ্দীন আল কাস্তুলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৯১১ হি.)/ ৬২
(২৩) ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালিহী আশ-শাফেঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৯৪২ হি.)/ ৬৪
(২৪) ইমাম আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আহমদ আল আশ্-শারানী (৯৭৩ হি.)/ ৬৪
(২৫) ইমাম আহমদ শিহাবুদ্দীন ইবনে-হাজর আল-মক্কী আল-হাইতমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৯৭৪ হি.)/ ৬৬
(২৬) শায়খ মোহাম্মদ শামসুদ্দীন আশ্-শারবীনী আল-খতীব (৯৭৭ হি.)/ ৬৭
(২৭) ইমাম মোল্লা আলী ইবনে সুলতান মোহাম্মদ আল-কারী (ওফাত: ১০১৪হি)/ ৬৯
★ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (সকল বিদ্'আতই গোমরাহী)-র ব্যাখ্যা/ ৭০
(২৮) শায়খ আবদুল হামিদ আশ্-শারওয়ানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্/ ৭১
(২৯) ইমাম মোহাম্মদ আবদুর রউফ যায়নুদ্দীন আল-মুনাবী আশ্-শাফেঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ১০৩১ হি.)/ ৭৩
(৩০) শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহ্লবী (ওফাত: ১০৫২ হি.)/ ৭৪
(৩১) আল্লামা আলাউদ্দীন মোহাম্মদ বিন আলী বিন মোহাম্মদ আল-হাছ্কাফী রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ১০৮৮ হি.)/ ৭৫
(৩২) ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ বিন আবদুল বাকী আয্-যারকানী আল-মালেকী রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ১১২২ হি.)/ ৭৫
(৩৩) আল্লামা মুরতাজা হোসাইনী আয্-যোবায়দী আল-হানাফী (ওফাত: ১২০৫হি)/৭৬
(৩৪) আল্লামা সাইয়েদ মোহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন আশ্-শামী (১২৫২ হি.)/ ৭৯
(৩৫) শায়খ মোহাম্মদ বিন আলী বিন মোহাম্মদ আশ্-শাওকানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ১২৫৫ হি.)/ ৮০
(৩৬) আল্লামা শিহাবুদ্দীন সাইয়েদ মাহমূদ আলূসী (ওফাত: ১২৭০ হি.)/ ৮০
(৩৭) মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (১২৯৭ হি.)/ ৮২
(৩৮) নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (ওফাত: ১৩০৭ হি.)/ ৮৪
(৩৯) মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান (ওফাত: ১৩২৭ হি.)/ ৮৪
(৪০) মাওলানা আবদুর রহমান মোবারকপুরী (১৩৫৩ হি.)/ ৮৬
(৪১) মাওলানা শব্বীর আহমদ ওসমানী (ওফাত: ১৩৬৯ হি.)/ ৮৭
(৪২) মাওলানা মোহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলবী (ওফাত: ১৪০২)/ ৮৯
(৪৩) শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ্ বিন বায (১৪২১ হি.)/ ৯০
(৪৪) মোহাম্মদ বিন আলবী আল-মালেকী আল-মক্কী (১৪২৫ হি.)/ ৯৩

পেশ লফজ

আপনার হাতের এই কিতাবটি যুগশ্রেষ্ঠ মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক শায়খুল ইসলাম প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী কুদ্দিসা সির্রুহুল আযীয কর্তৃক প্রদত্ত 'আল বিদ্'আতু ইন্দাল আয়িম্মাতি ওয়াল মুহাদ্দিসীন' এই একটি বক্তব্যেরই প্রামাণ্য ও সংকলিত রূপ মাত্র। যা তিনি দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটির (TMU) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্মুখে প্রদান করেছিলেন। তাছাড়াও শায়খুল ইসলাম দামাত বরকাতুহুমুল আলীয়া বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় 'বিদ্'আতের' বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে ধারাবাহিক জ্ঞানগর্ভ, গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী লেকচারও প্রদান করেন। যা তাঁর সুগভীর জ্ঞান, উন্নত গবেষণা এবং ইজতিহাদী সূক্ষ্ম দৃষ্টিরই জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

'বিদ্'আত' বিষয়ে সৃষ্ট সকল আপত্তির জবাব শায়খুল ইসলাম প্রফেসর ডক্টর তাহেরুল কাদেরী মাদ্দা যিল্লুহুল আলী কুরআন, সুন্নাত, সাহাবাগণের জীবনাদর্শ, ইমামগণের উক্তি ও মুহাদ্দিসগণের বক্তব্যের আলোকে এমন গবেষণাধর্মী ও ইজতিহাদী কায়দায় প্রদান করেন যে, বিদ্'আত বিষয়ে উত্থিত হতে থাকা সুদীর্ঘ কালের সকল সন্দেহ ও আপত্তি-বিপত্তি চিরতরে অবসান হয়ে যায়।

তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক বিদ্'আত বা নতুন বিষয় কেবল 'নতুন' হবার কারণে না-জায়েয বা হারাম নয়। বরং অসংখ্য 'নতুন' বিষয় কল্যাণ ও সুন্নাতের অনুসরণের ভিত্তিতে হওয়ার কারণে জায়েয ও মুবাহ্। সুতরাং, 'বিদ্'আতকে 'হাসানাহ্' ও 'সাইয়িআহ্' বলে বিভক্ত করা সঠিক নয়'– বলে যেই আপত্তিটি চলে আসছে তা একমাত্র অজ্ঞতা, স্বল্পবোধ এবং ইসলামী শিক্ষা না বুঝার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে।

আল্লাহ্ যেন আমাদের সবাইকে দ্বীনের সত্যিকার জ্ঞান দান করেন এবং তাঁর হাবীব সওয়রে-কায়েনাতের তোফায়লে মুসলিম উম্মাহ্কে ঐক্য ও একতার দৌলত দান করেন। আমীন! বিজাহি সায়্যিদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম!!

১৬.০৪.০৫

মোহাম্মদ আফযাল কাদেরী
(সিনিয়র রিসার্চ স্কলার)
ফরিদ মিল্লাত ইসলামিক রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট

অবতরণিকা

বিদ্'আত সংক্রান্ত ভুল বুঝাবুঝি নিরসনকল্পে কিতাবটিতে ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে বিদ্'আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের মহা মনিষীগণ কিতাব, সুন্নাত ও সাহাবায়ে-কেরামগণের জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সেই সূক্ষ্ম বাস্তবতাটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক বিদ্'আতই না-জায়েয বা হারাম নয়। বরং কেবল সেই বিদ্'আতই না-জায়েয যার কোন মূল, উপমা কিংবা তুলনা কিতাব ও সুন্নাতে বিদ্যমান নাই। আর যা প্রকাশ্য ও পরিষ্কার রূপে শরীয়তের কোন বিধানের বিরোধী কিংবা পরিপন্থী হয়। কিন্তু বিপরীতে যেসব নতুন বিষয় শরীয়তের বিধানের পরিপন্থী নয়, বরং এমন বিষয় হিসাবে পরিগণিত যা মূলতঃ কল্যাণ, মঙ্গল ও সৎ কর্মমূলক কর্মকাণ্ডের আওতাভূক্ত হয়ে যায়, এমন সব নতুন বিষয় কেবল আভিধানিক অর্থেই বিদ্'আত। কারণ, বিদ্'আতের আভিধানিক অর্থই নতুন বিষয়। অথচ তা শরীয়তের বিচারে বিদ্'আতও হবে না, নিন্দনীয়ও হবে না কিংবা গোমরাহীও হবে না। বরং কল্যাণ ও মঙ্গলের ভিত্তিতে হওয়ার কারণে তা 'হাসানাহ্' (উত্তম) বিষয় হিসাবেই পরিগণিত হবে।

বিদ্'আত বিষয়ে এই কথাটি মনে রাখা দরকার যে, কখনো কখনো কোন কাজ কেবল অভিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্'আত হয়; শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে হয় না। অনেকেই জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আভিধানিক বিদ্'আতকেই শরীয়ত ভিত্তিক বিদ্'আত মনে করে সেটিকে হারাম বলতে থাকে। তাই যে কোন নতুন কাজ বা বিষয়কে ভাল হোক, মন্দ হোক, শুদ্ধ হোক, অশুদ্ধ হোক, গ্রহণযোগ্য হোক, অগ্রহণযোগ্য হোক আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্'আত বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। সেই কারণেই ইসলামের মহা মনিষীগণ বিদ্'আতের নীতিসিদ্ধ প্রকারভেদ ব্যক্ত করেছেন। বিদ্'আতকে তাঁরা বুনিয়াদী ভিত্তিতে আভিধানিক বিদ্'আত এবং শরীয়ত ভিত্তিক বিদ্'আত এই দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন। এবং তাঁরা বিদ্'আতকে কোনরূপ পার্থক্য না করে এবং কোনরূপ বাছ-বিচার না করেই কেবল একটি একক বলে মনে করে যে কোন নতুন কাজ বা বিষয়কে, যেগুলো নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কালের কিংবা সাহাবাদের সময়কালের পরবর্তীতে আবিষ্কার হয়েছে কিংবা প্রচলিত হয়েছে, সেগুলোকে নিন্দনীয়, হারাম এবং গোমরাহীর কারণ হিসাবে স্বীকৃতি দেন নি। বরং কোন কোন নতুন কাজ বা বিষয়কে 'বিদ্'আতে-লুগাবিয়া' তথা আভিধানিক বিদ্'আতের পর্যায়ভূক্ত করে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। পক্ষান্তরে

কোন কোন নতুন কাজ বা বিষয়কে 'বিদ্'আতে-শরঈয়া' তথা শরীয়ত ভিত্তিক বিদ্'আতের পর্যায়ভূক্ত করে লিখে নিয়েছেন। আর কেবল বিদ্'আতে-শরঈয়াকেই গোমরাহীপূর্ণ বিদ্'আত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ বিদ্'আতে-লুগাবিয়াকে সাধারণতঃ বিদআতে-হাসানাহ্ তথা উত্তম বিদ্'আত বলেই ধরে নিয়েছেন।

বিদ্'আতের এই প্রকারভেদ ব্যক্তকারী অসংখ্য আয়িম্মায়ে-দীন ও ওলামায়ে-কেরামগণের মধ্যে ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কছীর, ইবনে রজব হাম্বলী, আল্লামা শাওকানী এবং আল্লামা ভূপালী থেকে শুরু করে শায়খ আবদুল আযীয বিন বায পর্যন্ত একান্ত বিশিষ্ট ও গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ওলামাগণও শামিল রয়েছেন। বিদ্'আত সম্পর্কিত তাঁদের সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আপনার হাতের এই কিতাবটিতে তুলে ধরা হয়েছে। তাই, যে কোন নতুন আমলের হালাল-হারাম সম্বন্ধে জানার জন্য সেটিকে দলিলাদির দিকে নিয়ে যেতে হবে। আমলটি যদি দলিলের অনুকুলে থাকে, তাহলে সেটিকে বিদ্'আতে-হাসানাহ্ তথা উত্তম বিদ্'আত বলা হবে আর যদি দলিলের প্রতিকুলে থাকে, তাহলে সেটিকে বলা হবে বিদ্'আতে-সাইয়িআহ্ বা বিদ্'আতে-মাযমূমা তথা দুষণীয় ও নিন্দনীয় বিদ্'আত।

সংক্ষিপ্ত কথা হল, মূলতঃ বিদ্'আতের দুইটি দিক রয়েছে। এক. শরঈ এবং দুই. লুগাবী (শরীয়ত ভিত্তিক এবং আভিধানিক)। শরঈ দিক থেকে বিদ্'আত 'مُحْدَثَاتُ الْأُمُوْرِ' নতুন কাজ বা নতুন বিষয়াদিকে শামিল করে। আর সেটিই হল বিদ্'আতে সাইয়িআহ্। অতএব, এই অর্থে 'كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ' "সকল বিদ্'আতই গোমরাহী" সঠিক। কেননা, এর মর্মার্থই হল 'كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ' "সকল বিদ্'আতে-সাইয়িআহ্ই গোমরাহী"। কিন্তু আভিধানিক দিক থেকে বিদ্'আতের প্রকারভেদ হবে। সেটি যদি শরীয়তের দলিলের প্রতিকুল, পরিপন্থী কিংবা সুন্নাতের বিপরীতে হয়, তাহলে তা আপনা আপনিই 'শরঈ-বিদ্'আত' (অর্থাৎ শরীয়ত ভিত্তিক বিদ্'আত) হয়ে যাবে। আর সেটিই হবে 'বিদ্'আতে-সাইয়িআহ্', 'বিদ্'আতে-মাযমূমাহ্' এবং 'বিদ্'আতে-দ্বালালাহ্'। পক্ষান্তরে সেটি যদি শরীয়তের দলিলের প্রতিকুল, পরিপন্থী কিংবা সুন্নাতের বিপরীতে না হয়, তাহলে তা হবে মুবাহ্ ও জায়েয। অত:পর সেটির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও কল্যাণমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে সেটির আরো কিছু স্তর ও ধাপ সৃষ্টি হবে। সুতরাং সেটি হয়ত কেবল 'বিদ্'আতে-মুবাহা' (মুবাহ-বিদ্'আত) হবে,

নয়ত বা হবে 'বিদ্'আতে-মানদূবা' (মুস্তাহাব-বিদ্'আত), নতুবা তা হবে 'বিদ্'আতে-ওয়াজিবাহ্' (ওয়াজিব-বিদ্'আত)। অর্থাৎ আকৃতি ও প্রকৃতিগত সেটি কোন নতুন কাজ হবে, কিন্তু মূলতঃ ও দলিলতঃ তা হবে কল্যাণকর, সৎ ও নৈতিক কাজ। যেটির পক্ষে ইসলামী শরীয়তের সাধারণ দলিল এবং বিধি-বিধানের নীতিসিদ্ধ পক্ষপাতিত্ব পরিলক্ষিত হবে। সেই কারণে সকল ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও গবেষকগণ প্রত্যেক যুগেই বিদ্'আতের এই প্রকারভেদের কথা ব্যক্ত করেছেন।

যদি সেসব নতুন কাজ বা বিষয়, যেগুলোর আমল নবী পাক এবং সাহাবায়ে-কেরামগণের সময়কালে করা হয় নি, কেবল নতুন হওয়ার কারণে না-জায়েয রূপে সাব্যস্ত হয়, তাহলে দীনের শিক্ষা এবং ইসলামী ফিকাহ্র অধিকাংশই না-জায়েযের পর্যায়ভূক্ত হয়ে যাবে। তদুপরি ইজতিহাদের সমস্ত রূপ, কেয়াস, ইস্তিহসান, মাসালিহ্ মুরসালা, ইস্তিছহাব, ইস্তিদলাল এবং ইস্তিস্বাতের সকল রূপকেই না-জায়েয বলতে হবে। অনুরূপ দীনি এলম ও বিষয়াদি যেমন, উসূলে-তাফসীর, উসূলে-হাদিস, ফিকাহ্, উসূলে-ফিকাহ্, সেগুলোর প্রণয়ন, তদুপরি সেগুলো বুঝার জন্য নাহু, ছরফ, বালাগত, মানতিক, মাআনি, দর্শনসহ অপরাপর সামাজিক ও জীবনদর্শন মূলক সকল ব্যবহারিক বিদ্যা যা দীন বুঝার জন্য অপরিহার্য এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী অত্যাবশ্যক, সেগুলোর শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রদানও হারাম হিসাবেই সাব্যস্ত হবে। কেননা, এসব বিদ্যা ও বিষয় বর্তমানকার রূপে না নবী পাকের সময়কালে বিদ্যমান ছিল, না সাহাবায়ে-কেরামগণের সময়কালে। এগুলো তো পরবর্তী সময়ে গণমানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব বিদ্যা ও বিষয় তো নিজ নিজ আকৃতি, প্রকৃতি, নীতিমালা, পরিভাষা, সংজ্ঞা, রীতি-নীতি ও পদ্ধতিগত দিক থেকে নতুন তথা নব আবিষ্কার। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদ্'আতের পর্যায়েই চলে আসে।

প্রতিটি নতুন কাজ বা বিষয় যদি বিদ্'আতে-শরঈ এবং গোমরাহী হিসাবে সাব্যস্ত হয়, তাহলে তো প্রচলিত নিয়মে দীনি মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পাঠপরিক্রমার সিংহভাগই গোমরাহী হিসাবেই সাব্যস্ত হবে। কেননা, বর্তমানকার দরসে-নেজামীর পাঠপরিক্রমা অনুযায়ী শিখণ-প্রশিক্ষণ না ছিল নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কালে আর না কোন সাহাবা এই নিয়মে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের শিখণ-প্রশিক্ষণের নিয়ম-নীতি ছিল অত্যন্ত সাদামাটা। কেবল কুরআন-হাদিসের শ্রবন ও বর্ণনা।

বরং বর্তমানকার রূপে পবিত্র কুরআনের ছাপানো কপি, রূপায়ন থেকে আরম্ভ করে কাবার হেরম শরীফ ও মসজিদ পাকা করা, সৌন্দর্যমণ্ডিত করা, সজ্জিত করা সহ বহু বহু বিষয় জায়েয হওয়াও বাধাগ্রস্ত এবং রহিত হয়ে যাবে।

অনুরূপ এই বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন সমস্যার সমাধান যদি পবিত্র কুরআন ও নবী-পাকের সুন্নাত উভয় থেকে না পাওয়া যায়, তাহলে 'ইজতিহাদ' করা, এটি হল নবী-পাকেরই নির্দেশ। আর এই নির্দেশ আপনা আপনি নতুন কাজটিকে, যা কুরআন ও সুন্নাতে ছিল না, মঙ্গলজনক, দীনি প্রয়োজনীয়তা এবং কল্যাণমূলক হওয়ার ভিত্তিতে কেবল জায়েয হওয়ার সুবিধাই প্রদান করে নি, বরং স্বয়ং এই ইজতিহাদী আমলটিকেও সুন্নাহ হিসাবে রূপদান করছে। এই মৌলিকতার পক্ষে হযরত মুয়ায বিন জবল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর হাদিসটি ন্যায়তঃ সাক্ষ্য প্রদান করে। হযরত মুয়ায বিন জবল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে ইয়ামেনের কাজী বানিয়ে প্রেরণ কালে হুজুর নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট প্রশ্ন করেছিলেন–

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يَرْضِي رَسُولَ اللهِ.

–(হে মুয়ায!) আপনার নিকট যখন কোন বিচার নিয়ে আসা হবে, তখন আপনি কীভাবে সেটির ফায়সালা করবেন? তিনি জবাবে বললেন, আমি আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করব। নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি যদি বিষয়টি আল্লাহ্র কিতাবে না পেয়ে থাকেন? হযরত মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু জবাব দিলেন, তখন আমি আল্লাহ্র রসুলের সুন্নাহ মোতাবেক ফায়সালা করব। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যদি সুন্নায়ও ফায়সালাটি না পেয়ে থাকেন? তিনি জবাব দিলেন, তখন আমি আমার মতামত অনুযায়ী ইজতিহাদ করব। কোনরূপ কার্পণ্য করব না। হযরত

মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলছেন, অত:পর তিনি (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর আদরমাখা হাত মোবারক দিয়ে আমার বক্ষে (আলতো ভাবে) আঘাত করলেন। আর বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌রই জন্য, যিনি তাঁর রসুলের প্রেরিত প্রতিনিধিকে এমন তাওফিক দান করলেন, যা তাঁর রসুলকে সন্তুষ্ট করে।[১]

হাদিসটিতে হযরত মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর উক্তি أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي 'আমি আমার মতামত অনুযায়ী ইজতিহাদ করব' এবং সেই উক্তির জবাবে নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরশাদ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌রই জন্য, যিনি তাঁর রসুলের প্রেরিত প্রতিনিধিকে এমন তাওফিক দান করলেন, যা তাঁর রসুলকে সন্তুষ্ট করে' দ্বারা এই বিষয়টি সাব্যস্ত হয় যে, যে বিষয়টি কুরআন এবং সুন্নায় বিদ্যমান না পাওয়া যায়, বরং ইজতিহাদ এবং গ্রহণযোগ্য মতামতের ভিত্তিতে সম্পাদন করতে হয়, তা কেবল মুস্তাহসান তথা উৎকৃষ্টই নয়, বরং তা নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই গৃহীত পন্থা। এই মূলনীতিটি সেই 'বিদ্'আতে-হাসানাহ্'টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যা এই হাদিসটি দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

এ দ্বারা একটি মূলনীতির সৃষ্টি হয় যে, নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয় কিংবা সেটির সমাধান স্বয়ং কুরআন ও সুন্নাতে বিদ্যমান না থাকলে, সেটির সমাধানের পন্থা যে 'মতামত ও ইজতিহাদ', তা সুন্নাত দ্বারাই স্বীকৃত। সুতরাং 'নির্দ্দিষ্ট বিষয়টি ও সেটির সমাধান' 'নতুন' হওয়ার ভিত্তিতে 'বিদ্'আত' হয়, কিন্তু সেই সমাধানের পন্থা শরীয়ত ভিত্তিক। তাই তা সুন্নাহ্‌রই আওতাভূক্ত হয়ে গেল। সুতরাং, 'নতুনত্ব' সেই আমলটিকে আভিধানিক অর্থে বিদ্'আত বানিয়েছিল, কিন্তু পন্থাগত শরীয়ত সেটিকে 'বিদ্'আতে-হাসানাহ্' বানিয়ে দিল। এটিই হল সেই স্থায়ী মূলনীতি যা দীন-ইসলামের শিক্ষাকে কাল ও সামাজিক পরিবর্তিত অবস্থা এবং মানবজীবনের নব নব চাহিদাদি পূরণের স্বার্থে স্থায়ী ভাবে কার্যকর রাখে। এই মূলনীতির সুবাদে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় স্থবিরতা ও জটিলতা

[১]. (ক) আবূ দাউদ : আস্ সুনান, বাবুল ইজতিহাদির রাইয়ি ফীল কদ্বা, ৯:৪৮৯, হাদিস নং- ৩১১৯।
(খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল আমলি ফীল কদ্বা, পৃ. ৩৫০।
(গ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ১০:১১৪।
(ঘ) তাহাবী : মুশকিলুল আসার, ৮:১১৮।

সৃষ্টি হতে না পায়। এই মূলনীতিই ইসলামী বিধি-বিধানের চিরন্তন, চলমান কার্যকরিতা এবং অবিনাশ আনুকুল্য সুদৃঢ় রেখেছে। যা দ্বারা সেই জীবন ব্যবস্থার সজীবতা সদা বিদ্যমান থাকে।

এই কারণেই যখন কোন মুজতাহিদ বিচারক খালেস অন্তরে শরীয়তের কোন বিধান ইস্তিম্বাত করেন, এবং সেই বিধান যদি সঠিক হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর জন্য দুইটি প্রতিদান অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে সেই বিধান যদি সঠিক না হয়ে বরং ভুল হয়, তাহলে সেই মুজতাহিদের পক্ষে অর্জিত হয় একটি প্রতিদান। হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

–কোন বিচারক যখন ইজতিহাদ দ্বারা বিচার করে, আর বিশুদ্ধ বিচার করে, তখন তার জন্য রয়েছে দুইটি প্রতিদান। আর যদি ইজতিহাদ সহকারে বিচার করে, কিন্তু তাতে ভুল হয়ে যায়, তাহলেও তার জন্য রয়েছে একটি প্রতিদান।[১]

প্রশ্ন আসতে পারে, এই ধরনের সুযোগ কেন থাকবে যে, ভুল-শুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিদান পাবে? তার কারণ কেবল এই যে, মুজতাহিদ এবং গবেষকগণ যদি শরীয়তের বিধি-বিধানের ব্যবস্থাপনাকে একমাত্র নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণের সময়কালের বিচার কিংবা উপমা ইত্যাদিতেই সীমিত রাখতেন, এবং নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করাকে বিদ্'আত মনে করে এড়িয়ে চলতেন, তাহলে প্রবীণ আর নবীনের পার্থক্য বরাবরই থেকেই যেত। ফলে সেই পার্থক্যের কারণে ইসলামী জীবনাচারে স্থবিরতার সৃষ্টি হতে পারত। যেহেতু মুজতাহিদ নতুন নতুন বিচারের মাধ্যমে স্থবিরতার সম্ভাবনাকে দূরীভূত করে দেন, শরীয়তের বিধি-বিধানের প্রচলন ও ধারাবাহিকা গতিশীল রাখেন, সেহেতু খালেস অন্তর ও

[১]. (ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ইযা হাকামাল হাকীমু..., ২২:৩৩৫, হাদিস নং- ৬৮০৫।
(খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু বয়ানি আজরুল হাকেম, ৯:১১৪, হাদিস নং- ৩২৪০।
(গ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা-জা'আ ফীল কুদ্বা..., ৫:১৬০, হাদিস নং- ১২৪৮।
(ঘ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবুল ইসাবা ফীল হুকমি, ১৬:২১২, হাদিস নং- ৫২৮৬।
(ঙ) আবু দাউদ: আস্ সুনান, বাবু ফীল কুদ্বা বিখতায়ি, ৯:৪৬৪, হাদিস নং- ৩১০৩।

নেক নিয়তের ভিত্তিতে করা তাঁর সেই উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইসের মাধ্যমে পরিষ্কার রূপে প্রতীয়মান হয় যে, বিষয়টি একটি 'নতুন উদ্যোগ'ই। পক্ষান্তরে কোন কাজ বা বিষয় যদি কোরানের নস্, সুন্নাহ্ কিংবা রসুলের সময়কাল বা সাহাবাগণের সময়কাল থেকে সাব্যস্ত হত, তাহলে সেটিকে ইজতিহাদ বলা হত না। বরং তাকে নস্‌সিদ্ধ হুকুমই বলা হত। এটি যেহেতু মূল উৎস থেকে কিংবা সুন্নাহ্ রূপায়নের সময়কালে স্বীকৃত হয় নি, সেহেতু তা হবে আভিধানিক অর্থে 'বিদ্'আত', ইজতিহাদের রূপে 'গ্রহণযোগ্য পন্থা', প্রয়োজনের কারণে 'কল্যাণধর্মী' এবং বিধানগত দিক থেকে 'হাসানাহ্' বা 'উত্তম'। এটিকে 'বিদ্'আতে-হাসানাহ্' বলা হয়। এটিই হল 'প্রতিদান-যোগ্য ইজতিহাদ'। তদুপরি এটি হল রসুলেরই নির্দেশ। আর বিধিগত ভাবে রসুলের সুন্নাতেরই অধীন।

বিদ্'আত সম্পর্কে এই ধরনের ধারণা ও প্রকারভেদের ভিত্তিও স্বয়ং নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামই প্রতিষ্ঠা করেছেন। যা নিচের হাদিসটি দ্বারা পরিষ্কার রূপেই প্রতীয়মান হয়,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

–যেই ব্যক্তি ইসলামে কোন নেক কাজের সূচনা করবে, সে তার কাজটিরও প্রতিদান পাবে এবং পরবর্তীতে সেই অনুযায়ী আমলকারীদের আমলেরও প্রতিদান পাবে। আর সেই আমলকারীদের প্রতিদানে কোনরূপ ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ কাজের সূচনা করল, কাজটি প্রচলনের গুনাহ্ এবং পরবর্তীতে সেই অনুযায়ী আমলকারীদের আমলের গুনাহ্ তার উপর বর্তাবে। আর সেই আমলকারীদের গুনাহে কোনরূপ ঘাটতি হবে না।[১]

[১]. (ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুল হাস্‌সি আলাস্ সদকাহ্..., ৫:১৯৮, হাদিস নং– ১৬৯১।
(খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবুত্ তাহরিদী আলাস্ সদকাহ্, ৮:৩২৯, হাদিস নং– ২৫০৭।
(গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩৯:১৬৬, হাদিস নং– ১৮৩৬৭।
(ঘ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ইলম, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৪৫।
(ঙ) ইবনে আবু শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৩:৪।

একটু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করে দেখলে এই বিষয়টি প্রতিভাত হয়ে যাবে যে, হাদিসটিতে 'سُنَّةً' (সুন্নাহ্) শব্দটি দ্বারা 'শরীয়তভিত্তিক সুন্নাহ্' উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি 'আভিধানিক অর্থেই সুন্নাহ্'।

তাহলে বলা যায়, 'বিদ্'আতে'র ন্যায় 'সুন্নাহ্' শব্দের ব্যবহারও দুই ধরনের। مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً 'যেই ব্যক্তি ইসলামে কোন নেক কাজের সূচনা করবে' দ্বারা যদি শরীয়তের পারিভাষিক অর্থ 'রসুলের সুন্নাহ্'ই বুঝানো হত, কিংবা 'সাহাবাগণের সুন্নাহ্'ই বুঝানো হত, তাহলে 'সেই সুন্নাহ্'কে কখনো سُنَّةً حَسَنَةً 'সুন্নাতে-হাসানাহ্' বা سُنَّةً سَيِّئَةً 'সুন্নাতে-সাইয়িআহ্'য় বিভক্ত করা যেত না। কেন না, রসুলের সুন্নাত তো সর্বদা 'হাসানাহ্'ই (উত্তমই) হয়ে থাকে। রাসুলের সুন্নাত 'সাইয়িআহ্' বা 'দুষ্ট' হওয়ার প্রশ্নই তো উঠতে পারে না। এখানে স্বয়ং রসুলই তো 'সুন্নাহ্' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সেটির ব্যাখ্যায় 'হাসানাহ্' ও 'সাইয়িআহ্' এই দুইটি প্রকার বর্ণনা করেছেন। একটির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে সওয়াব, পক্ষান্তরে অন্যটির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে গুনাহ্। সুতরাং, বুঝা গেল, এখানে 'সুন্নাহ্'র প্রকারভেদ তো প্রকাশ্য রূপেই 'হাসানাহ্' ও 'সাইয়িআহ্'য় করে দেওয়া হয়েছে। এটিকে অস্বীকার করারও তো কোন সুযোগ নাই। এবার সেটির কারণ খুঁজে বের করতে হবে। তবে এই ছাড়া আর কোনই কারণ নাই যে, এখানে 'সুন্নাহ্' শব্দটি আভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে; শরীয়তের পারিভাষিক অর্থে নয়। উক্তিটির মর্মার্থ হল 'নতুন কোন পন্থা' আবিষ্কার করা।

এবার একটু ভেবে দেখুন তো, 'সুন্নাহ্' শব্দটিও যেক্ষেত্রে আভিধানিক ও শরীয়ত ভিত্তিক প্রকারভেদ সহকারে 'হাসানাহ্' ও 'সাইয়িআহ্'র দুইটি প্রকারে স্বয়ং হাদিস দ্বারাই স্বীকৃত হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে সেই মূলনীতিরই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্'আত শব্দটিকে 'হাসানাহ্' ও 'সাইয়িআহ্'র দুইটি প্রকারে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে বাধা কোথায়? তবে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে একমাত্র জেদ, গোয়ার্তুমি, বিদ্বেষ, অজ্ঞতা ও বিদ্যাহীনতা। তারপরও এই মূলনীতিটির ব্যাখ্যা হযরত ফারূকে-আযম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু আপন উক্তির মাধ্যমে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। যা ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ তাঁর 'আল-জামিউস-সহীহ্' কিতাবে রেওয়ায়ত করেছেন।

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

–হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর সাথে রমজানের কোন একটি রাতে আমি মসজিদের দিকে গমন করলাম। লোকজন ছিল বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। এক ব্যক্তি একা একা নামাজ পড়ছিল। আর কতগুলো ব্যক্তি জামাতে নামাজ পড়ছিল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বললেন, আমার মনে হয়, এদেরকে কোন একজন ক্বারি (ইমাম) সাহেবের পেছনে জড়ো করে দিলে ভাল হয়। অতএব, তিনি সবাইকে হযরত ওবাই বিন কাআব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর পেছনে জড়ো করে দিলেন। পরের রাতেও আমি তাঁর সাথে বের হলাম। দেখতে পেলাম, সবাই তাঁদের ক্বারি (ইমাম) সাহেবের পেছনেই নামাজ পড়ছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বললেন, এ কতই উত্তম বিদ্'আত! রাতের যেই অংশে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তা থেকে সেই অংশই উত্তম, যেই অংশে এরা নামাজ পড়ে। উদ্দেশ্য ছিল রাতের শেষাংশ। অথচ সবাই প্রথমাংশেই নামাজ পড়ছিল।[১]

আপনারা অনুধাবন করলেন যে, হযরত ফারূকে-আযম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু তারাবীহ্র নামাজের পর জামাত সহকারে নামাজ পড়াকে 'বিদ্'আতও বললেন, এবং 'نِعْمَ' অর্থাৎ 'حَسَنَةٌ' (হাসানাহ্)ও বললেন। কারণ এই ছিল যে,

[১]. (ক) বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবু সালাতিত্ তারাবীহ, বাবু ফযলি মান ক্বামা রমযান, ২:৭০৭, হাদিস নং– ১৯০৬; ৭:১৩৫, হাদিস নং– ১৮৭১।
(খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ক্বিয়ামি শাহরি রমযান, ১:২৯০, হাদিস নং– ১৩০১।
(গ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ২:৪৯৩।
(ঘ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, বাবু লাও জাম'আতু হা-উলায়ি..., ৭:২৭১, হাদিস নং– ৩১২২।

এই কাজটি বাহ্যিক আকৃতি ও প্রকৃতিগত দিক থেকে 'নতুন' ছিল। নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজটি করেন নি। তাই সেটিকে 'বিদ্'আত' বলা হল। কিন্তু কাজটি ছিল মঙ্গলদায়ক ও কল্যাণমূলক। তাই সেটিকে 'সুন্দর' তথা 'উত্তম' বলা হল।

সুতরাং, বিদ্'আতের এই প্রকারভেদের ভিত্তি মোটেও পরবর্তী ইমাম, মুহাদ্দিস, ওলামা ও ফকীহ্গণ রচনা করেন নি। তাঁরা বরং নবী-পাকের বাণী ও খোলাফায়ে-রাশেদীনগণের সুন্নাহ্রই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। আর সেটিকেই দীনি এলমের বিশেষ ধারার সাথে গেঁথে দিয়েছেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য হল, এলমের দাবীদার কিছু লোক মতামত, মনোভাব, জল্পনা-কল্পনা সহ নিজস্ব মতবাদ ও মতাদর্শকে প্রথম থেকেই স্থির করে রাখে। তারপর সেগুলোর অধীনে অবস্থান নিয়েই কুরআন-হাদিসের অধ্যয়ন করে। তাই তারা নিরেট কোন মাস্আলার বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ পরিচিতি লাভ করতে পারে না। ওসব এলমের দাবীদার ব্যক্তিরা যদি নিজস্ব মতবাদকে মন-মগজ থেকে শূণ্য করে অর্থাৎ পূর্ব থেকে সেগুলো চর্চা না করে প্রাথমিক মঙ্গলটিও কুরআন-হাদিস ও সাহাবাগণের জীবনাদর্শ থেকে গ্রহণ করে, তাহলে তাদের ধ্যান-ধারণায়ও পরিবর্তন আসবে। অধম 'কিতাবুল-বিদ্'আতে' এই বাস্তবতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আপনার হাতের এই পুস্তকটি সেই কিতাবটিরই একটি পর্ব মাত্র। 'আল-বিদ্'আত' নামের এই পর্বটিতে বিদ্'আতের প্রকারভেদকে ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ কীভাবে বর্ণনা করেছেন সেটি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এটিই যদি বুঝে আসে, তাহলে অন্তত পক্ষে মুসলমানদের উপর 'বিদ্'আতের ফাতোয়া'র আধিক্য হ্রাস পেয়ে যাবে, যা মুসলমানদের পরস্পর কাছাকাছি আসার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

খাদিমুল ইলমি ওয়াল ওলামা
ডক্টর মোহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

(১) ইমাম মোহাম্মদ বিন ইদরিস বিন আব্বাস শাফেঈ (ওফাত: ২০৪ হি.)

ইমাম বায়হাকী (ওফাত: ৪৫৮হি.) স্বীয় সনদ সহকারে 'মানাকিবে-শাফেঈ'তে রেওয়ায়ত করেন, ইমাম শাফেঈ বিদ্'আতের প্রকারভেদ এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

٢. اَلْمُحْدَثَاتُ مِنَ الْأُمُورِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهَذِهِ لَبِدْعَةُ الضَّلَالَةِ. وَالثَّانِيَةُ: مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَا خِلَافَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا فَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ: ﴿نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ﴾ يَعْنِي أَنَّهَا مُحْدَثَةٌ لَمْ تَكُنْ وَإِنْ كَانَتْ فَلَيْسَ فِيهَا رَدٌّ لِمَا مَضَى.

১. যে কোন নতুন কাজ বা বিষয় দুই ধরনের। প্রথম প্রকার হল, সেসব নতুন কাজ বা বিষয় যা কুরআন, সুন্নাহ্, সাহাবাগণের জীবনাদর্শ এবং ইজমায়ে-উম্মতের পরিপন্থী। আর তা হল 'বিদ্'আতে-দ্বালালাহ্' তথা গোমরাহীপূর্ণ বিদ্'আত। দ্বিতীয় প্রকার হল, সেসব নতুন কাজ বা বিষয় যেগুলো মঙ্গল কিংবা কল্যাণের স্বার্থে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কুরআন, সুন্নাহ্, সাহাবাগণের জীবনাদর্শ এবং ইজমায়ে-উম্মতের কোন একটির পরিপন্থী নয়। সুতরাং, এই ধরনের নতুন কাজ বা বিষয় 'গাইরে-মাযমূমাহ্' তথা নিন্দনীয় নয়। তাই তো হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রমজানের তারাবীহ্র নামাজের ব্যাপারে বলেছিলেন, 'এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত'।[১] অর্থাৎ এ এমন এক নতুন কাজ যা পূর্বে ছিল না। পক্ষান্তরে তা যদি পূর্ব থেকে থাকত, তাহলেও অগ্রাহ্য হত না।[২]

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫হি.) স্বীয় কিতাব 'জামেউল-উলূমি ওয়াল-হিকাম'-এ বিদ্'আতের প্রকারভেদ বিষয়ে ইমাম শাফেঈর বরাত দিয়ে লিখছেন,

---

১. (ক) মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী ক্বিয়ামি রমযান, , ১:১১৪, হাদিস : ২৫০।
(খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৩:১১৭, হাদিস : ৩২৬৬।
(গ) সুয়ূতী : তানভীরুল হাওয়ালেক শরহে মুয়াত্তায়ে মালেক, ১:১০৫, হাদিস : ২৫০।
(ঘ) ইবনে রযব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১:২৬৬।
(ঙ) যুরকানী : শরহে যুরকানী আলা মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ১:৩৪০।

২. (ক) বায়হাকী : আল মাদ্খাল ইলা সুনানিল কুবরা, ১:২০৬।
(খ) যাহাবী : সিয়রে আ'লামিন্ নুবালা, ৮:৪০৮।
(গ) নববী : তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত, ৩:২১।

٣. وَقَدْ رَوَى الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ بِإِسْنَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْجُنَيْدِ، ﴿حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى﴾ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ: بِدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ، وَبِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ، فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُودٌ، وَمَا خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَذْمُومٌ. وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ عُمَرَ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هِيَ. وَمُرَادُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ: أَنَّ الْبِدْعَةَ الْمَذْمُومَةَ مَا لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَهِيَ الْبِدْعَةُ فِي إِطْلَاقِ الشَّرْعِ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْمَحْمُودَةُ فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ، يَعْنِي: مَا كَانَ لَهَا أَصْلٌ مِنَ السُّنَّةِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا هِيَ بِدْعَةٌ لُغَةً لَا شَرْعًا، لِمُوَافَقَتِهَا السُّنَّةَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ كَلَامٌ آخَرُ يُفَسِّرُ هَذَا، وَأَنَّهُ قَالَ: وَالْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ: مَا أُحْدِثَ مِمَّا يُخَالِفُ كِتَابًا، أَوْ سُنَّةً، أَوْ أَثَرًا، أَوْ إِجْمَاعًا، فَهَذِهِ الْبِدْعَةُ الضَّلَالُ، وَمَا أُحْدِثَ فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ، لَا خِلَافَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا، وَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ. وَكَثِيرٌ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي حَدَثَتْ وَلَمْ يَكُنْ قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّهَا بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى السُّنَّةِ أَمْ لَا؟ فَمِنْهَا كِتَابَةُ الْحَدِيثِ، نَهَى عَنْهُ عُمَرُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَرَخَّصَ فِيهَا الْأَكْثَرُونَ، وَاسْتَدَلُّوا لَهُ بِأَحَادِيثَ مِنَ السُّنَّةِ. وَمِنْهَا كِتَابَةُ تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ وَالْقُرْآنِ، كَرِهَهُ قَوْمٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَرَخَّصَ فِيهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي كِتَابَةِ الرَّأْيِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَنَحْوِهِ، وَفِي تَوْسِعَةِ الْكَلَامِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَأَعْمَالِ الْقُلُوبِ الَّتِي لَمْ تُنْقَلْ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

২. ইবরাহীম বিন জোনাইদীর সনদে হাফেজ আবু নাঈম রেওয়ায়ত করছেন। তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফেঈকে এই কথা বলতে শুনেছি যে, বিদ্'আত দুই প্রকার। ১. বিদ্'আতে মাহমুদা (নন্দিত বিদ্'আত) এবং ২. বিদ্'আতে-মাযমূমাহ্ (নিন্দিত বিদ্'আত)। যেই বিদ্'আত সুন্নাহ্র অনুকূলে এবং সুন্নাহ্র

অনুসরণে হবে, সেটি মাহমুদা তথা নন্দিত। পক্ষান্তরে যেই বিদ্'আত সুন্নাহ্র বিপরীতে এবং সুন্নাহ্র পরিপন্থী হবে, সেটি মাযমূমাহ্ তথা নিন্দিত। তিনি হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর বাণী 'نِعْمَ الْبِدْعَةِ هَذِهِ' (এটি কতই যে উত্তম বিদ্'আত[১])-টিকে দলিল রূপে গ্রহণ করেছেন। এদিকে ইমাম শাফেঈর উদ্দেশ্যও একই। যা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। 'বিদ্'আতে-মাযমূমাহ্' বা নিন্দিত বিদ্'আত বলতে সেটিকেই বুঝায় যার কোন মূল ভিত্তি কিংবা দলিল শরীয়তে নাই, যেদিকে এটি ধাবিত হয়। এবং সেটিকেই 'বিদ্'আতে-শরঈ' তথা শরীয়ত ভিত্তিক বিদ্'আত বলা হয়। পক্ষান্তরে বিদ্'আতে-মাহমূদাহ্' হল সেই বিদ্'আত যা সুন্নাহ্র অনুকুল ও সুন্নাহ্র অনুসরণে হয়ে থাকে। অর্থাৎ সেটির মূল ভিত্তি শরীয়তে বিদ্যমান রয়েছে, যেদিকে এটি ধাবিত হয়। আর এটিই হল 'বিদ্'আতে-লুগাবী' তথা আভিধানিক অর্থে বিদ্'আত; এটি শরঈ বিদ্'আত নয়। অর্থাৎ এটিকে শরীয়ত ভিত্তিক বিদ্'আত বলা যায় না। এরই ব্যাখ্যায় ইমাম শাফেঈর দ্বিতীয় দলিল তাঁর এই উক্তি যে, নব-আবিষ্কৃত বিষয়াদি দুই ধরনের। প্রথম. সেসব বিদ্'আত যা কিতাব, সুন্নাহ্, সাহাবাগণের জীবনাদর্শ এবং উম্মতগণের ইজমার পরিপন্থী হবে। এটি হল 'বিদ্'আতে-দ্বালালাহ্' তথা গোমরাহীপূর্ণ বিদ্'আত। পক্ষান্তরে এমন আবিষ্কার যাতে মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে, আর ওসবের (কিতাব, সুন্নাহ্, সাহাবাগণের জাবনাদর্শ ও ইজমার) পরিপন্থী নয়, সেটি 'বিদ্'আতে-গাইরে-মাযমূমাহ্' তথা অনিন্দনীয় বিদ্'আত। আর বহু বিষয় এমন রয়েছে যে, যেগুলো আবিষ্কার হয়েছে, পূর্বে ছিল না। যেগুলোতে ওলামাদের মতবিরোধ রয়েছে যে, এগুলো বিদ্'আতে-হাসানাহ্ কি না। এমনিক এগুলো সুন্নাহ্র দিকে ধাবিত হয় কি হয় না। আর সেসবের মধ্যে রয়েছে হাদিস লেখার বিষয়টিও; যে সম্পর্কে হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু এবং সাহাবাদের একটি দল নিষেধও করেছেন। অথচ অধিকাংশ সাহাবা অনুমতিও প্রদান করেছেন এবং দলিল হিসাবে তাঁরা সুন্নাহ্ হতে কিছু হাদিসও পেশ করেছেন। আর সেসবের মধ্যে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের তাফসীর তথা ব্যাখ্যা করাও রয়েছে; যেটিকে কোন কোন ওলামা অপছন্দ করেছেন। আবার সেসব

[১]. (ক) মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী ক্বিয়ামি রমযান, , ১:১১৪, হাদিস : ২৫০।
(খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৩:১১৭, হাদিস : ৩২৬৯।
(গ) সুয়ূতী : তানভীরুল হাওয়ালেক শরহে মুয়াত্তায়ে মালেক, ১:১০৫, হাদিস : ২৫০।
(ঘ) ইবনে রযব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১:২৬৬।
(ঙ) যুরকানী : শরহে যুরকানী আলা মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ১:৩৪০।

ওলামাগণের অধিকাংশ সেটির অনুমতিও দিয়েছেন। অনুরূপ হারাম-হালাল সহ এই ধরনের অপরাপর ব্যাপারগুলোতেও নিজের মতামত ব্যক্ত করার বিষয়ে ওলামাদের মতবিরোধ রয়েছে। অনুরূপ বিভিন্ন ব্যাপার এবং অন্তরের কথা, যা সাহাবা ও তাবেঈদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পায় নি, সেগুলো সম্পর্কে কথাবার্তা বলার ব্যাপারেও ওলামাদের মতবিরোধ রয়েছে।[১]

(২) ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ বিন আহ্মদ আল-কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৩৮০ হি.)

সুপ্রসিদ্ধ মুফাস্সিরে-কুরআন ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী বিদ্'আতের বিভিন্ন ধরনের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরই বিখ্যাত তাফসীর 'আল জামিউ লি আহ্কামিল কুরআন'-এ লিখছেন,

٤. كُلُّ بِدْعَةٍ صَدَرَتْ مِنْ مَخْلُوْقٍ فَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ لَهَا أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ أَوَّلًا، فَإِنْ كَانَ لَهَا أَصْلٌ كَانَتْ وَاقِعَةً تَحْتَ عُمُوْمِ مَا نَدَبَ اللهُ إِلَيْهِ وَحَضَّ رَسُوْلُ عَلَيْهِ، فَهِيَ فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ. وَإِنْ لَمْ يُكُنْ مِثَالُهُ مَوْجُوْدًا كَنُوْعٍ مِنَ الْجُوْدِ وَالسَّخَاءِ وَفِعْلِ الْمَعْرُوْفِ، فَهَذَا فِعْلُهُ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمَحْمُوْدَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْفَاعِلُ قَدْ سُبِقَ إِلَيْهِ. وَيَعْضُدُ هَذَا قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ، لَمَا كَانَتْ مِنْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ دَاخِلَةً فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ، وَهِيَ وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّاهَا إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَهَا وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، وَلَا جَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهَا، فَمُحَافِظَةُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهَا، وَجَمْعُ النَّاسِ لَهَا، وَنَدْبُهُمْ إِلَيْهَا بِدْعَةٌ لَكِنَّهَا بِدْعَةٌ مَحْمُوْدَةٌ مَمْدُوْحَةٌ. وَإِنْ كَانَتْ فِي خِلَافِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُوْلُهُ فَهِيَ فِي حَيِّزِ الذَّمِّ وَالْإِنْكَارِ، قَالَ مَعْنَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ. قُلْتُ: وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ: ﴿وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ﴾. يُرِيْدُ مَا لَمْ يُوَافِقْ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً، أَوْ عَمَلَ

[১]. ইবনে রজব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ৪:২৫৩।

الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا بِقَوْلِهِ: ﴿مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ﴾. وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى مَا ابْتُدِعَ مِنْ قَبِيحٍ وَحَسَنٍ،

৩. মানুষ থেকে প্রকাশিত বিদ্'আত দুই ধরনের; হয়ত সেটির ভিত্তি শরীয়তে বিদ্যমান থাকে, নতুবা থাকে না। সেটির ভিত্তি যদি শরীয়তে বিদ্যমান থাকে, তাহলে তা আবার অপরিহার্য রূপে 'উমূম'-এর আওতায় চলে আসে। যেটিকে আল্লাহ্ তা'আলা মুস্তাহাব ঘোষণা করেছেন। আর নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেটির প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। সুতরাং এই ধরনের বিদ্'আত নন্দিত হবে। সেটির উপমা যদি পূর্ব থেকে বিদ্যমান না থাকে, যেমন দান-দক্ষিণা ও বদান্যতা ইত্যাদির প্রকারভেদ এবং সৎকর্মাদি, তাহলে এমনসব কর্ম সম্পাদন করা নন্দিত কাজ হিসাবে বিবেচ্য। যদিও এই কাজটি পূর্বে কেউ না করেও থাকে। এই ধরনের কর্ম হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর উক্তি 'এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত'-কেই শক্তি যোগায়; যা ছিল ভাল কাজেরই পর্যায়ভূক্ত। আর তা নন্দিত কর্মের মধ্যেই শামিল। আর তা হল, নিশ্চয় নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারাবীহ্র নামাজ পড়েছিলেন। কিন্তু তা জামাত সহকারে পড়েন নি এবং সেটির মুহাফাজাত করেন নি অর্থাৎ লাগাতার করেন নি। লোকজনকেও সেটির জন্য একত্রিত করেন নি। (পরবর্তীতে যুগের চাহিদা ও কল্যাণের আওতায়) হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু সেই (তারাবীহ্র) নামাজের মুহাফাজাত করলেন। এবং লোকজনকে সেটির জন্য একত্রিত করলেন। তিনি লোকজনকে সেটির প্রতি উদ্বুদ্ধও করেন। তখন তাঁর সেই কাজটি বিদ্'আত হল। কিন্তু তা হল 'বিদ্'আতে-মাহমূদা' ও 'বিদ্'আতে-মামদূহা' তথা প্রশংসনীয় ও নন্দিত বিদ্'আত। সেই বিদ্'আত যদি আল্লাহ্ ও তদীয় রসুলের বিধানের পরিপন্থী হয়ে থাকে, তাহলে তা হবে নিন্দিত বিদ্'আত। এই অর্থটি খাত্তাবী ও অন্যান্যরাও করেছেন। তবে ইমাম কুরতুবী বলছেন, আমি বলব, অর্থটি নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোতবা থেকেও সাব্যস্ত হয়।

যেমন তিনি এরশাদ করেন, وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "নিকৃষ্ট কর্ম হল নতুন কর্মসমূহ আর সব ধরনের বিদ্'আত গোমরাহী"।[১] আর এ দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব কাজ যা কিতাব, সুন্নাহ্ এবং সাহাবাগণের আমলের অনুকূলে কিংবা অনুযায়ী নয়। একই কথাটি নবী-পাকের সেই উক্তি দ্বারাও পরিষ্কার হয় যে, "যেই ব্যক্তি ইসলামে কোন নেক কাজের সূচনা করবে, সে তার কাজটিরও প্রতিদান পাবে, এবং পরবর্তীতে সেই অনুযায়ী আমলকারীদের আমলেরও প্রতিদান পাবে। আর সেই আমলকারীদের প্রতিদানে কোনরূপ কমতি হবে না।[২] পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি ইসলামে কোন বদ আমলের সূচনা করল, তার সেই আমলটিরও গুনাহ্ হবে, এবং পরবর্তীতে সেই অনুযায়ী আমলকারীদের আমলের গুনাহ্ও হবে। আর সেই আমলকারীদের গুনাহে কোনরূপ কমতি হবে না"। এই ইঙ্গিতটি সেই ব্যক্তির দিকেই হয়, যেই ব্যক্তি কোন ভাল বা মন্দ কাজের সূচনা করল।[৩]

(৩) ইমাম আলী বিন আহ্মদ ইবনে হাযম আল উন্দুলুসী (৪৫৬ হি.)

ইমাম ইবনে হাযম উন্দুলুসী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ তাঁরই কিতাব 'আল-আহ্কাম ফি উসূলিল-আহ্কাম'-এ বিদ্'আতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন,

٥. وَالْبِدْعَةُ كُلُّ مَا قِيلَ أَوْ فُعِلَ مِمَّا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِيمَا نُسِبَ إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الدِّيْنِ كُلُّ مَا لَمْ يَأْتِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّ مِنْهَا مَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَيُعْذَرُ بِمَا قُصِدَ إِلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ وَمِنْهَا مَا يُؤَجَّرُ عَلَيْهِ

---

১. (ক) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ইজতিনাবিল বদঈল জাদলি, ১:১৮, হাদিস : ৪৬।
(খ) ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ১:১৮৪, হাদিস : ১০।
(গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৯:৯৬, হাদিস : ৮৫১৮।
(ঘ) আবু ইয়ালা : আল মুসনাদ, ৪:৮৫, হাদিস : ২১১১।
(ঙ) দায়লামী : আল মুসনাদুল ফিরদাউস, ১:৩৮০, হাদিস : ১৫২৯।

২. (ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুল হাস্সি আলাস্ সদকাহ, ২:৭০৫, হাদিস : ১০১৭।
(খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুত্ তাহরিদ্বী আলাস্ সদকাহ, ৫:৫৫, ৫৬, হাদিস : ২৫৫৪।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুহাদ্দামাহ, বাবু সান্না সানাতান হাসানাতান আওর সাইয়্যিরাতান, ১:৭৪, হাদিস : ২০৩।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:৩৫৭-৩৫৯।
(ঙ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ৮:১০১, ১০২, হাদিস : ৩৩০৮।

৩. কুরতুবী : আল জা'মে লি আহকামিল কুরআন, ২:৮৭।

صَاحِبُهُ وَيَكُوْنُ حسْنًا وَهُوَ مَا كَانَ أَصْلُهُ الْإِبَاحَةُ كَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَهُوَ مَا كَانَ فِعْلَ خَيْرٍ جَاءَ النَّصُّ بِعُمُوْمِ اسْتِحْبَابِهِ وَإِنْ لَمْ يُقَرَّرْ عَمَلُهُ فِي النَّصِّ وَمِنْهَا مَا يَكُوْنُ مَذْمُوْمًا وَلَا يُعْذَرُ صَاحِبُهُ وَهُوَ مَا قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَى فَسَادِهِ فَتَمَادَى عَلَيْهِ الْقَائِلُ بِهِ.

৪. এমন প্রত্যেক উক্তি বা কাজকে বিদ্'আত বলে, যার ব্যাপারে দ্বীনে এমন কোন ধরনের ভিত্তি বা দলিল নেই, যেটিকে হুজুর-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে করা হয়। সুতরাং, দীনে যেসব বিষয় বিদ্'আত, যেটির মূল ভিত্তি কিতাব ও সুন্নাহ্র উপর হবে না। তবে যেই নতুন কাজটির ভিত্তি মঙ্গল ও কল্যাণের উপর হয়ে থাকবে, সেই কাজটির সম্পাদনকারীকে কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য নিহিত থাকার কারণে প্রতিদান দেওয়া হয়। আর সেটি 'বিদ্'আতে-হাসানাহ্'র তথা নন্দিত বিদ্'আতের পর্যায়ভূক্ত হয়ে যায়। এটি এমন এক ধরনের বিদ্'আত, যার ভিত্তি মুবাহ্। যেমন হযরত ফারূকে আযম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর 'এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত'[১] উক্তিটি। আর সেটি এমন ভাল কাজই ছিল, যা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে নস্ তথা শরীয়তের দলিল রয়েছে। যদিও প্রথমে সেটির ব্যাপারে সরাসরি শরীয়তের দলিল ছিল না। আবার বিদ্'আতের মধ্য থেকে কিছু কিছু কাজ নিন্দনীয়ও হয়ে থাকে। সুতরাং, এমন ধরনের কাজের আমলকারীকে 'মাজুর' বা ওজরসম্পন্ন বলে মনে করা যাবে না। আর তা এমন কাজ হয়ে থাকে, যা না-জায়েয হওয়ার উপর দলিল প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং যার প্রবক্তা সেটির উপর কঠোর ভাবে আমলকারী হয়।[২]

(৪) ইমাম আবু বকর আহ্মদ বিন হোসাইন আল বায়হাকী (৪৫৮ হি.)

ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন আল বায়হাকী তাঁরই কিতাব 'আল মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা'য় রবী বিন সোলায়মান থেকে রেওয়ায়ত করছেন,

[১]. (ক) মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী ক্বিয়ামি রমযান, , ১:১১৪, হাদিস : ২৫০।
(খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৩:১১৭, হাদিস : ৩২৬৯।
(গ) সুয়ূতী : তানভীরুল হাওয়ালেক শরহে মুয়াত্তায়ে মালেক, ১:১০৫, হাদিস : ২৫০।
(ঘ) ইবনে রযব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১:২৬৬।
(ঙ) যুরকানী : শরহে যুরকানী আলা মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ১:৩৪০।

[২]. ইবনে হাযম আন্দুলুসী : আল আহকাম ফী উসূলিল আহকাম, ১:৪৭।

٦. اَلْمُحْدَثَاتُ مِنَ الْأُمُوْرِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهَذِهِ لَبِدْعَةُ الضَّلَالَةِ. وَالثَّانِيَةُ: مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَا خِلَافَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا فَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ: ﴿نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ﴾ يَعْنِي أَنَّهَا مُحْدَثَةٌ لَمْ تَكُنْ، وَإِنْ كَانَتْ فَلَيْسَ فِيهَا رَدٌّ لِمَا مَضَى.

৫. নতুন সৃষ্ট কাজগুলো দুই ধরনের। একটি হলো যা কুরআন, সুন্নাহ্, সাহাবাগণের জীবনাদর্শ কিংবা ইজমায়ে-উম্মতের পরিপন্থী। এগুলো 'বিদ্'আতে-দ্বালালাহ্' তথা গোমরাহীপূর্ণ বিদ্'আত। অপরটি হলো যা কল্যাণের উদ্দেশ্য সম্পাদন করা হয় এবং যেগুলো ওসব (শরীয়তের উৎসমূলের) কোনটিরই পরিপন্থী নয়। সুতরাং, এসব নতুন কাজ 'গাইরে-মাযমূমাহ্' তথা অনিন্দনীয়। আর তাই হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু রমজানে তারাবীহ্র নামাজের ব্যাপারে উক্তি করেছিলেন, 'এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত'।[১] অর্থাৎ এটি এমন এক নতুন কাজ যা পূর্বে ছিল না। আর এটি যদি পূর্বেও বিদ্যমান থাকত, তবু তা প্রত্যাখিত হত না।[২]

(৫) ইমাম আবু হামেদ মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ আল গাজ্জালী (ওফাত: ৫০৫হি.)

ইমাম আবু হামেদ মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ গাজ্জালী স্বীয় কিতাব 'ইহিয়াউ উলূমিদ্দীন'-এ বিদ্'আত সম্পর্কে লিখছেন,

٧. فَلَيْسَ كُلُّ مَا أُبْدِعَ مَنْهِيًّا بَلِ الْمَنْهِيُّ بِدْعَةٌ تُضَادُّ سُنَّةً ثَابِتَةً وَتَرْفَعُ أَمْرًا مِنَ الشَّرْعِ مَعَ بَقَاءِ عِلَّتِهِ بَلِ الْإِبْدَاعُ قَدْ يَجِبُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ إِذَا تَغَيَّرَتِ الْأَسْبَابُ وَلَيْسَ فِي الْمَائِدَةِ إِلَّا رَفْعُ الطَّعَامِ عَنِ الْأَرْضِ لِتَيَسُّرِ الْأَكْلِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِمَّا لَا كَرَاهَةَ فِيهِ. وَالْأَرْبَعُ الَّتِي جُمِعَتْ فِي أَنَّهَا مُبْدَعَةٌ لَيْسَتْ مُتَسَاوِيَةً بَلِ

[১]. (ক) মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী ক্বিয়ামি রমযান, , ১:১১৪, হাদিস : ২৫০।
(খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৩:১১৭, হাদিস : ৩২৬৯।
(গ) সুয়ূতী : তানভীরুল হাওয়ালেক শরহে মুয়াত্তায়ে মালেক, ১:১০৫, হাদিস : ২৫০।
(ঘ) ইবনে রযব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১:২৬৬।
(ঙ) যুরকানী : শরহে যুরকানী আলা মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ১:৩৪০।

[২]. (ক) বায়হাকী : আল মাদখাল ইলা সুনানিল কুবরা, ১:২০৬।
(খ) যাহাবী : সিয়ারে আ'লামিন নুবালা, ৮:৪০৮।
(গ) নববী : তাহযীবিল আসমায়ি ওয়াল লুগাত, ৩:২১।

الْأَشْنَانُ حَسَنٌ لِمَا فِيْهِ مِنَ النَّظَافَةِ فَإِنَّ الْغَسْلَ مُسْتَحَبٌّ لِلنَّظَافَةِ وَالْأَشْنَانِ أَتَمُّ فِيْ التَّنْظِيْفِ وَكَانُوْا لَا يَسْتَعْمِلُوْنَهُ لِأَنَّهُ رُبَمَا كَانَ لَا يَعْتَادُ عِنْدَهُمْ أَوْ لَا يَتَيَسَّرُ- أَوْ كَانُوْا مَشْغُوْلِيْنَ بِأُمُوْرٍ أَهَمَّ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِيْ النَّظَافَةِ فَقَدْ كَانُوْا لَا يَغْسِلُوْنَ الْيَدَ أَيْضاً وَكَانَتْ مَنَادِيلُهُمْ أَخْمَصَ أَقْدَامِهِمْ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ كَوْنَ الْغَسْلِ مُسْتَحَباً وَأَمَّا الْمُنْخُلُ فَالْمَقْصُوْدُ مِنْهُ تَطْيِيْبُ الطَّعَامِ وَذَلِكَ مُبَاحٌ مَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى التَّنَعُّمِ الْمُفْرِطِ وَأَمَّا الْمَائِدَةُ فَتَيْسِيْرٌ لِلْأَكْلِ وَهُوَ أَيْضاً مُبَاحٌ مَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى الْكِبْرِ وَالتَّعَاظُمِ وَأَمَّا الشِّبْعُ فَهُوَ أَشَدُّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنَّهُ يَدْعُوْ إِلَى تَهْيِيْجِ الشَّهَوَاتِ وَتَحْرِيْكِ الْأَدْوَاءِ فِيْ الْبَدَنِ فَلْتُدْرَكِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ هَذِهِ الْمُبْدَعَاتِ.

৬. সকল বিদ্'আতই নিষিদ্ধ নয়। বরং কেবল সেই বিদ্'আতই নিষিদ্ধ, যা প্রমাণিত সুন্নাহ্র বিপরীত ও পরিপন্থী হয়। এবং সেই সুন্নাহ্র কারণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় শরীয়তের বিধান উধাও করে দেয়। (তাছাড়া) কোন কোন অবস্থায় কারণ যখন পরিবর্তন হয়ে যায়, তখন বিদ্'আত ওয়াজিব (অপরিহার্য) হয়ে যায়। আর উঁচু দস্তারখানায় এই কথাটি তো অবশ্য রয়েছে যে, আহারের সুবিধার জন্য সেটিকে মাটি থেকে উঁচুতে স্থাপন করা হয়। অথচ এ ধরনের কাজে কোনই কারাহাত (মাকরূহ) নেই। যেই চারটি বিষয়কে একত্র করা হয়েছে যে, এগুলো বিদ্'আত, সেগুলো তো সমতুল্যও নয়, বরং উশনান (যা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হয়) একটি ভাল জিনিস। কেন না, তাতে পরিচ্ছন্নতার গুণাগুণ রয়েছে। কারণ, পরিছন্নতা অর্জনের জন্য ধৌত করা মুস্তাহাব। সেই ধৌতকরণে বা পবিত্রতায় উশনান তো সহায়ক বস্তুই। মানুষ তা এ জন্য ব্যবহার করত না যে, তাতে তাদের অভ্যাস ছিল না কিংবা তাদের কাছে তা সুলভ ছিল না কিংবা তারা পরিচ্ছন্নতার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকত। কখনো কখনো তারা হাতও ধৌত করত না এবং তাদের পায়ের তালুই হয়ত তাদের জন্য রুমাল। (অর্থাৎ পায়ের তালু দিয়েই তারা রুমালের কাজ সারত)। এই কাজটি ধৌত করা মুস্তাহাব হওয়ার পরিপন্থী নয়। চালুন ব্যবহারের উদ্দেশ্য শস্যকে পরিষ্কার করা। এটি জায়েয যে পর্যন্ত সীমা অতিক্রম করে অতি বিলাসিতার পর্যায়ে নিয়ে না যাওয়া হয়। উঁচু দস্তারখানায় করে

যেহেতু আহার গ্রহণে সুবিধা হয়, সেহেতু সেটিও জায়েয। যেই পর্যন্ত অহংকার ও অহমভাব না সৃষ্টি হয়। ক্ষন্নিবৃত্তি এই চারটির চেয়ে জঘন্য। কেন না, তা দ্বারা মনের বাসনা জাগ্রত হয়। শরীরে রোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং, এই চার ধরনের বিদ্'আতের পার্থক্যগুলো ভালভাবে বুঝা দরকার।[১]

(৬) ইমাম মোবারক বিন মোহাম্মদ ইবনে আছীর আল-জাযরী (ওফাত: ৬০৬হি.)

আল্লামা ইবনে আছীর জাযরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর হাদিস 'এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত' এর টীকায় বিদ্'আতের প্রকারভেদ এবং তার শরীয়ত ভিত্তিক মর্মার্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখছেন,

٨. الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ: بِدْعَةُ هُدًى، وَبِدْعَةُ ضَلَالٍ، فَمَا كَانَ فِي خِلَافِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ فِي حَيِّزِ الذَّمِّ وَالْإِنْكَارِ، وَمَا كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُمُوْمِ مَا نَدَبَ اللهُ إِلَيْهِ وحَضَّ عَلَيْهِ اللهُ أَوْ رَسُولُهُ فَهُوَ فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثَالٌ مَوْجُودٌ كَنَوْعٍ مِنَ الْجُوْدِ وَالسَّخَاءِ وفِعْلِ الْمَعْرُوفِ فَهُوَ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمَحْمُودَةِ، وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي خِلَافِ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَعَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ثَوَابًا فَقَالَ «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وأجرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا» وَقَالَ فِي ضِدِّهِ ﴿وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُها وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا﴾ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي خِلَافِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ قولُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ. لَمَّا كَانَتْ مِنْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ وَدَاخِلَةً فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ سَمَّاهَا بِدْعَةً ومَدَحَهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهَا لَهُمْ، وَإِنَّمَا صَلَّاهَا لَيَالِيَ ثُمَّ تَرَكَهَا وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، وَلَا جَمَعَ النَّاسَ لَهَا، وَلَا كَانَتْ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهَا ونَدَبَهُمْ إِلَيْهَا، فَبِهَذَا سَمَّاهَا بِدْعَةً، وَهِيَ عَلَى الْحَقِيقَةِ سُنَّةٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ

[১]. পাদ্যাদী : ইহইয়ারিদ্ দ্বীন, ২:৩।

الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ﴾ وَقَوْلِهِ ﴿اقْتَدُوْا بِاللَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ﴾ وعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ ﴿كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدعَةٌ﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ مَا خَالَفَ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ وَلَمْ يُوَافِقِ السُّنَّةَ.

৭. বিদ্'আত দুই প্রকার। বিদ্'আতে-হাসানাহ্ (নন্দিত বিদ্'আত) এবং বিদ্'আতে-সাইয়িআহ্ (নিন্দিত বিদ্'আত)। যেই কাজ আল্লাহ্ ও তদীয় রসুলের বিধানের পরিপন্থী, সেটি নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে যে কাজটি সাধারণ কোন বিধানের অংশবিশেষ, যেটিকে আল্লাহ্ তা'আলা মুস্তাহাব ঘোষণা দিয়েছেন কিংবা আল্লাহ্ ও তদীয় রসুল যেই বিধানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন, সেই কাজটি করা প্রশংসনীয়। আর যেসব কাজের পূর্ব সূত্রে কোন উপমা বিদ্যমান নেই, যেমন দান-দক্ষিণার প্রকারভেদ এবং অন্যান্য নেক আমল, সেগুলো ভাল কাজ হিসাবে গণ্য। তবে শর্ত হল সেগুলো যদি শরীয়ত-পরিপন্থী না হয়ে থাকে। কেন না, নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব কাজের বিপরীতে সওয়াবের সুসংবাদ দান করেছেন। তিনি এরশাদ করেন, 'যেই ব্যক্তি ভাল কোন কাজের সূচনা করল, সে নিজের সওয়াবও পাবে এবং যে সমস্ত মানুষ সেই কাজটি করবে, তাদের কাজের সওয়াবও পাবে।' পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি মন্দ কোন কাজের সূচনা করবে, তার ব্যাপারে তিনি এরশাদ করেন, 'যেই ব্যক্তি মন্দ কাজের সূচনা করল, সেই কাজে তার মন্দের আপদও আসবে আর যে সমস্ত মানুষ সেই মন্দ কাজটি করবে, তাদের আপদও তার উপর আসবে।[১]' আর এটি সেই অবস্থাতেই, যখন সেই কাজটি আল্লাহ্ ও তদীয় রসুলের বিধানের পরিপন্থী হয়। আর সেই প্রকারের অর্থাৎ 'বিদ্'আতে-হাসানাহ্'র ব্যাপারে সাইয়েদুনা ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর উক্তি 'এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত[২]' বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং, কোন কাজ যখন

[১]. (ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, ২:৭০৫, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুল হাস্সি আলাস্ সদকাহ, হাদিস : ১০১৭।
(খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, ৫:৫৫, ৫৬, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুত্ তাহরিদ্বী আলাস্ সদকাহ, হাদিস : ২৫৫৪।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, ১:৭৪, মুকাদ্দামাহ, বাবু সান্না সুন্নাতান হাসানাতান..., হাদিস : ২০৩।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:৩৫৭-৩৫৯।
(ঙ) দারেমী : আস্ সুনান, ১:১৪১, হাদিস : ৫১৪।

[২]. (ক) মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী ক্বিয়ামি রমযান, , ১:১১৪, হাদিস : ২৫০।
(খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৩:১১৭, হাদিস : ৩২৬৯।
(গ) সুয়ূতী : তানভীরুল হাওয়ালেক শরহে মুয়াত্তায়ে মালেক, ১:১০৫, হাদিস : ২৫০।
(ঘ) ইবনে রযব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১:২৬৬।

মঙ্গলজনক হয়ে থাকবে এবং প্রশংসনীয় হিসাবে বিবেচিত হবে, তখন সেই কাজটিকে আভিধানিক অর্থে 'বিদ্'আত' বলা হবে। কিন্তু সেটিকে 'হাসানাহ্' বলা হবে। কেন না, নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাত সহকারে তারাবীহ্র নামাজকে তাঁদের জন্য সুন্নাত বলে ঘোষণা দেন নি। তিনি কয়েক রাত তারাবীহ্ পড়েন। অত:পর জামাত সহকারে পড়া পরিহার করলেন। তিনি তারাবীহ্র নামাজের মুহাফাজাতও করেন নি। লোকজনকে সেটি পড়ার জন্য একত্রিতও করেন নি। পরবর্তীতে হযরত সিদ্দীকে-আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর জামানয়ও এই নামাজ জামাত সহকারে পড়া হয় নি। পরে কিন্তু হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু এই নামাজ পড়ার জন্য লোকজন একত্রিত করেন। এবং সবাইকে এই নামাজটির দিকে ধাবিত করেন। তাই তাঁর সেই উদ্যোগকে 'বিদ্'আত' বলা হল। অথচ এটি হুজুর-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الراشِدِين مِـنْ بعْـدِي 'তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তীতে আমার খুলাফায়ে-রাশেদীনগণের সুন্নাত অপরিহার্য' এবং اقتدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ 'তোমরা আমার পরবর্তীতে আবু বকর ও ওমরকে অনুসরণ করবে[২]' উক্তিগুলোর কারণে বাস্তবেও সুন্নাত। অতএব, এই ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে كُلُّ مُحْدَثَة بدعـةٌ 'সকল নতুন কাজই বিদ্'আত'-কে শরীয়তের উৎসমূলের পরিপন্থী এবং সুন্নাহ্র অনুকুল নয় বলে ধরে নেওয়া হবে।[৩]

(ঙ) যুরকানী : শরহে যুরকানী আলা মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ১:৩৪০।

[১]. (ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, ৪:২০০, কিতাবুস্ সুন্নাহ, বাবু ফী লুযুমিস্ সুন্নাহ, হাদিস : ৪৬০৭।
(খ) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, ৫:৪৪, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জা'আ ফীল আখযি বিস্ সুন্নাহ, হাদিস : ২৬৭৬।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুকাদ্দামাহ, বাবু ইত্তিবায়িস্ সুন্নাতিল খোলাফায়ির রাশেদীনা, ১:১৫, হাদিস : ৪২।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:১২৬।

[২]. (ক) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, কিতাবুল মানাক্বিবি আনির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বাবু মানাক্বিবি আবী বকর ওয়া ওমর, ৫:৬০৯, হাদিস : ৩৬৬২।
(খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফী ফযলি আসহাবি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ১:৩৭, হাদিস : ৯৭।
(গ) হাকেম : আল মুসতাদ্রাক, ৩:৭৯, হাদিস : ৪৪৫১।

[৩]. ইবনে আসীর জযরী : আন্ নিহাইয়া ফী গরীবিল হাদিস ওয়াল আসার, ১:১০৬।

(৭) ইমাম ইয্যুদ্দীন আবদুল আযীয ইবনে আবদুস সালাম (৬৬০ হি.)

সুলতানুল-ওলামা ইমাম ইয্যুদ্দীন আবদুল আযীয ইবনে আবদুস সালাম আস সালামী আশ শাফেঈ 'কাওয়ায়িদুল আহকাম ফি ইসলাহিল আনাম' কিতাবে বিদ্'আতের পাঁচ প্রকার বর্ণনা করেছেন। এবং সেগুলো ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন,

٩. الْبِدْعَةُ فِعْلُ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى: بِدْعَةٍ وَاجِبَةٍ، وَبِدْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ، وَبِدْعَةٍ مَنْدُوبَةٍ، وَبِدْعَةٍ مَكْرُوهَةٍ، وَبِدْعَةٍ مُبَاحَةٍ، وَالطَّرِيقُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ: فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمَنْدُوبِ فَهِيَ مَنْدُوبَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمَكْرُوهِ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمُبَاحِ فَهِيَ مُبَاحَةٌ، وَلِلْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ أَمْثِلَةٌ. أَحَدُهَا: الِاشْتِغَالُ بِعِلْمِ النَّحْوِ الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللهِ وَكَلَامُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ وَاجِبٌ لِأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ وَاجِبٌ وَلَا يَتَأَتَّى حِفْظُهَا إِلَّا بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. الْمِثَالُ الثَّانِي: حِفْظُ غَرِيبِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ اللُّغَةِ. وَلِلْبِدَعِ الْمَنْدُوبَةِ أَمْثِلَةٌ. مِنْهَا: إِحْدَاثُ الرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ وَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ، وَمِنْهَا كُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، وَمِنْهَا: صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ، وَمِنْهَا الْكَلَامُ فِي دَقَائِقِ التَّصَوُّفِ، وَمِنْهَا الْكَلَامُ فِي الْجَدَلِ فِي جَمْعِ الْمَحَافِلِ لِلِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَسَائِلِ إِذَا قُصِدَ بِذَلِكَ وَجْهُ اللهِ سُبْحَانَهُ. وَلِلْبِدَعِ الْمَكْرُوهَةِ أَمْثِلَةٌ. مِنْهَا: زَخْرَفَةُ الْمَسَاجِدِ، وَمِنْهَا تَزْوِيقُ الْمَصَاحِفِ، وَأَمَّا تَلْحِينُ الْقُرْآنِ بِحَيْثُ تَتَغَيَّرُ أَلْفَاظُهُ عَنِ الْوَضْعِ الْعَرَبِيِّ، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ. وَلِلْبِدَعِ الْمُبَاحَةِ أَمْثِلَةٌ. مِنْهَا: الْمُصَافَحَةُ عَقِيبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، وَمِنْهَا التَّوَسُّعُ فِي اللَّذِيذِ مِنَ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ وَالْمَسَاكِنِ، وَلُبْسِ الطَّيَالِسَةِ، وَتَوْسِيعُ الْأَكْمَامِ. وَقَدْ يُخْتَلَفُ فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَيَجْعَلُهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْبِدَعِ

الْمَكْرُوهَةِ، وَيَجْعَلُهُ آخَرُونَ مِنَ السُّنَنِ الْمَفْعُولَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا بَعْدَهُ، وَذَلِكَ كَالِاسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْبَسْمَلَةِ.

৮. বিদ্'আত বলতে সেই কাজকেই বুঝায়, যা হুজুর-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমনায় করা হয় নি। বিদ্'আত নিচের কতিপয় শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা, ওয়াজিব, হারাম, মুস্তাহাব, মাকরূহ্ এবং মুবাহ্। তা জানার পদ্ধতি হল, বিদ্'আতকে শরীয়তের কায়িদা বা নীতিমালার সাথে মিলাতে হবে। সেই বিদ্'আতটি যদি ওয়াজিবকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়, তাহলে তা ওয়াজিব। আর যদি হারামকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়, তাহলে তা হারাম। যদি মুস্তাহাবকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়, তাহলে মুস্তাহাব। আর যদি কারাহাতের (মাকরূহ হওনের) নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়, তাহলে মাকরূহ। যদি ইবাহাতের (মুবাহ হওনের) নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়, তাহলে মুবাহ।

'বিদ্'আতে-ওয়াজিবা' তথা ওয়াজিব-বিদ্'আতের কতিপয় উদাহরণ হল এলমে-নাহু অধ্যয়ন করা, যেই এলমের উপর কুরআন-হাদিস বুঝা নির্ভর করে। তা এ কারণেই ওয়াজিব যে, শরীয়তের এলম অর্জন করা ওয়াজিব। আর কুরআন-হাদিস ব্যতীত শরীয়তের এলম অর্জন করা সম্ভব নয়। যেই বস্তুটির উপর কোন ওয়াজিব বিষয় নির্ভর করে, সেটিও ওয়াজিব হয়ে যায়। দ্বিতীয় উদাহরণ, কুরআন-হাদিসের অর্থ জানার জন্য ভাষাজ্ঞান অর্জন করা। তৃতীয় উদাহরণ, দীন-ইসলামের নীতিমালা এবং উসূলে-ফিকাহ্ প্রণয়ন করা। চতুর্থ উদাহরণ, হাদিসের সনদে 'জরাহ্' ও 'তাদীলে'র এলম অর্জন করা। যাতে করে 'সহীহ্' এবং 'দ্বয়ীফ' হাদিসের পার্থক্য করা সম্ভব হয়। আর শরীয়তের নীতিমালা বলতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এলম অর্জন করা ফরজে-কিফায়া। এই এলম উপর্যুক্ত এলমগুলো ব্যতীত অর্জন করা যায় না।

'বিদ্'আতে-মুহাররামা' তথা হারাম-বিদ্'আতের কতিপয় উদাহরণ হল কদরিয়া, জবরিয়া, মর্জিয়া ও মুজাস্সামাদের মতবাদ। আর তাদের সেই মতবাদকে খণ্ডন করা ওয়াজিব-বিদ্'আতের পর্যায়ভূক্ত।

'বিদ্'আতে-মুস্তাহাব্বা' তথা মুস্তাহাব-বিদ্'আতের কতিপয় উদাহরণ হল সরাইখানা, মাদ্রাসা এবং সুউচ্চ দালান ইত্যাদি নির্মাণ করা। আর এমনসব গঠনমূলক, কল্যাণমূলক ও জনসেবামূলক কাজ যেগুলো নবী-পাক সাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানায় ছিল না। (পুরো রমজান মাস যাবৎ) তারাবীহ্র নামাজ, তাসাওউফের সূক্ষ্ম তত্ত্ব, বদ-আকীদা ফির্কার সাথে তর্কযুদ্ধ, এবং সেই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। শর্ত হল তা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে হতে হবে।

'বিদ্'আতে-মাকরূহা' তথা মাকরূহ্-বিদ্'আতের কতিপয় উদাহরণ হল মসজিদে সাজ-সজ্জা করা (পরবর্তী ফকীহ্গণ এটিকে জায়েয ঘোষণা দিয়েছেন), পবিত্র কুরআন শরীফকে সাজ-সজ্জা করা (এও পরবর্তী ফকীহ্গণের দৃষ্টিতে জায়েয) এবং এমন সুর দিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা যে, কোরানের শব্দগুলোর আরবি গঠণ পরিবর্তন হয়ে যায়। বিশুদ্ধ মতামত হল এটি 'বিদ্'আতে-মুহার্‌রামা'।

'বিদ্'আতে-মুবাহ্' তথা মুবাহ্-বিদ্'আতের কতিপয় উদাহরণ হল ফজর ও আসরের নামাজের পর মুসল্লিদের পরস্পর মুসাফাহা করা, পানাহার, পোষাক-আশাক এবং বসবাসের ব্যাপারে উদারনীতি অবলম্বন করা, সবুজ চাদর গায়ে দেওয়া, খোলা আস্তিনবিশিষ্ট জামা পরিধান করা। এসব বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন ওলামা এসব বিষয়কে 'বিদ্'আতে-মাকরূহা' বলেছেন। আবার কেউ কেউ এগুলোকে রসুল ও সাহাবাদের জমানার সুন্নাতের মধ্যে শামিল করেছেন। যেমন, নামাজে 'তাআওউয' ও 'তাসমিয়া' বড় আওয়াজে পড়া সুন্নাত হওয়া-না হওয়া নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।[১]

(৮) ইমাম আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইবনে শরফ আন্-নাওয়াওঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৬৭৬ হি.)

ইমাম আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইবনে শরফ নাওয়াওঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ বিদ্'আতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁরই কিতাব 'তাহ্যীবুল আসমা ওয়াল লুগাত'-এ লিখছেন,

9. اَلْبِدْعَةُ بِكَسْرِ الْبَاءِ فِي الشَّرْعِ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى: حَسَنَةٍ وَقَبِيْحَةٍ. قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُجْمَعِ عَلَى

১. (ক) আযীযুদ্দিন : কাওয়ায়িদুল আহকাম ফী ইসলাহিল আনাম, ২:৩৩৭।
(খ) নববী : তাহযিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত, ৩:২১।
(গ) সুয়ূতী : শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ, ১:৬।
(ঘ) ইবনে হাজর মক্কী : আল ফতোয়ায়ে হাদীসিয়্যাহ, পৃ. ১৩০।

إِمَامَتِهِ وَجَلَالَتِهِ وَتَمَكُّنِهِ فِيْ أَنْوَاعِ الْعُلُوْمِ وَبَرَاعَتِهِ أَبُوْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ رَحِمَهُ اللهُ وَرَضِيَ عَنْهُ فِيْ آخِرِ كِتَابِ ﴿اَلْقَوَاعِدُ﴾: اَلْبِدْعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى: وَاجِبَةٍ، وَمُحَرَّمَةٍ، وَمَنْدُوْبَةٍ، وَمَكْرُوْهَةٍ، وَمُبَاحَةٍ. قَالَ: وَالطَّرِيْقُ فِيْ ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيْعَةِ، فَإِنْ دَخَلَتْ فِيْ قَوَاعِدِ الْإِيْجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، أَوْ فِيْ قَوَاعِدِ التَّحْرِيْمِ فَمُحَرَّمَةٌ، أَوِ النَّدْبِ فَمَنْدُوْبَةٌ، أَوِ الْمَكْرُوْهِ فَمَكْرُوْهَةٌ، أَوِ الْمُبَاحِ فَمُبَاحَةٌ، وَلِلْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ أَمْثِلَةٌ مِنْهَا: الْاِشْتِغَالُ بِعِلْمِ النَّحْوِ الَّذِيْ يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى وَكَلَامُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيْعَةِ وَاجِبٌ، وَلَا يَتَأَتَّى حِفْظُهَا إِلَّا بِذَلِكَ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ، فَهُوَ وَاجِبٌ، اَلثَّانِيْ حِفْظُ غَرِيْبِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِيْ اللُّغَةِ، اَلثَّالِثُ تَدْوِيْنُ أُصُوْلِ الدِّيْنِ وَأُصُوْلِ الْفِقْهِ، اَلرَّابِعُ اَلْكَلَامُ فِيْ اَلْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ، وَتَمْيِيْزُ الصَّحِيْحِ مِنَ السَّقِيْمِ، وَقَدْ دَلَّتْ قَوَاعِدُ الشَّرِيْعَةِ عَلَى أَنَّ حِفْظَ الشَّرِيْعَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِيْمَا زَادَ عَلَى الْمُتَعَيَّنِ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلَّا بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلِلْبِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ أَمْثِلَةٌ مِنْهَا: مَذَاهِبُ الْقَدَرِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْمُجَسِّمَةِ وَالرَّدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنَ الْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ، وَالْبِدَعِ الْمَنْدُوْبَةِ أَمْثِلَةٌ مِنْهَا إِحْدَاثُ الرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ، وَكُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِيْ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، وَمِنْهَا التَّرَاوِيْحُ، وَالْكَلَامُ فِيْ دَقَائِقِ التَّصَوُّفِ، وَفِيْ الْجِدَلِ، وَمِنْهَا جَمْعُ الْمَحَافِلِ لِلْاِسْتِدْلَالِ إِنْ قُصِدَ بِذَلِكَ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى. وَ لِلْبِدَعِ الْمَكْرُوْهَةِ أَمْثِلَةٌ: كَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ، وَتَزْوِيْقُ الْمَصَاحِفِ، وَلِلْبِدَعِ الْمُبَاحَةِ أَمْثِلَةٌ: مِنْهَا الْمُصَافَحَةِ عَقِبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، وَمِنْهَا: التَّوَسُّعُ فِيْ اللَّذِيْذِ مِنَ الْمَآكِلِ، وَالْمَشَارِبِ، وَالْمَلَابِسِ، وَالْمَسَاكِنِ، وَلُبْسُ الطَّيَالِسَةِ، وَتَوْسِيْعُ الْأَكْمَامِ. وَقَدْ يُخْتَلَفُ فِيْ بَعْضِ ذَلِكَ فَيَجْعَلُهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْبِدَعِ الْمَكْرُوْهَةِ، وَيَجْعَلُهُ آخَرُوْنَ مِنَ السُّنَنِ الْمَفْعُوْلَةِ فِيْ

الْبِدْعَةُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ وَمُبَاحَةٌ فَمِنَ الْوَاجِبَةِ نَظْمُ أَدِلَّةِ الْمُتَكَلِّمِيْنَ لِلرَّدِّ عَلَى الْمَلَاحِدَةِ وَالْمُبْتَدِعِينَ وَشِبْهُ ذَلِكَ وَمِنَ الْمَنْدُوبَةِ تَصْنِيفُ كُتُبِ الْعِلْمِ وَبِنَاءُ الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَمِنَ الْمُبَاحِ التَّبَسُّطُ فِي أَلْوَانِ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ ظَاهِرَانِ وَقَدْ أَوْضَحْتُ الْمَسْأَلَةَ بِأَدِلَّتِهَا الْمَبْسُوطَةِ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ فَإِذَا عُرِفَ مَا ذَكَرْتُهُ عُلِمَ أَنَّ الْحَدِيثَ مِنَ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي التَّرَاوِيحِ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِ الْحَدِيثِ عَامًّا مَخْصُوصًا قَوْلُهُ كُلُّ بِدْعَةٍ مُؤَكَّدًا بِكُلٍّ بَلْ يَدْخُلُهُ التَّخْصِيصُ مَعَ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ (الأحقاف، ٤٦:٢٥).

১০. হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'সকল বিদ্'আতই গোমরাহী[১]' উক্তিটি আম-মাখসূস্। সাধারণত: এই উক্তিটি দ্বারা 'বিদ্'আতে-সাইয়িআহ্' বুঝানো হয়ে থাকে। ভাষাবিদদের উক্তি হল, যেই নতুন বিষয়টি পূর্বের কোন উদাহরণ ব্যতিরেকেই আমল করা হয়, সেটি বিদ্'আতই। ওলামাগণ বিদ্'আতের পাঁচটি প্রকার ব্যক্ত করেছেন। যথা, ওয়াজিবাহ্, মানদূবাহ্, মুহাররামা, মাকরূহা এবং মুবাহা। বিদ্'আতে-ওয়াজিবার উদাহরণ হল নাস্তিক, বিদ্'আতকারী এবং ইত্যাকার অপরাপর বিষয়কে খণ্ডন করার জন্য ইসলামের তত্ত্বজ্ঞানীদের দলিলাদি ব্যবহার করা। বিদ্'আতে-মুস্তাহিব্বার উদাহরণ হল ইসলামী কিতাব প্রণয়ন করা, মাদ্রাসা, সরাইখানা এবং এই ধরনের বিভিন্ন কিছু নির্মাণ করা। বিদ্'আতে-মুবাহ্র উদাহরণ হল বিভিন্ন

[১]. (ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, ৪:২০০, কিতাবুস্ সুন্নাত, বাবু ফী লুযুমিস্ সুন্নাহ, হাদিস : ৪৬০।
(খ) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, ৫:৪৪, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জা'আ ফীল আখযি বিস্ সুন্নাতি, হাদিস : ২৬৭৬।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুকাদ্দামাহ, বাবু ই'তবায়ি সুন্নাতি খোলাফায়ির রাশেদীন, ১:১৫, হাদিস : ৪২।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:১৬২।
(ঙ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ১:১৭৮, হাদিস : ৫।
(চ) দারেমী : আস্ সুনান, ১:৫৭, হাদিস : ৯৫।

রকমের আহার্য এবং সেই ধরনের অন্য কিছুতে অভ্যস্থ হওয়া। পক্ষান্তরে হারাম-বিদ্'আত ও মাকরূহ্-বিদ্'আতের উদাহরণ সকলের কাছেই প্রকাশ্য। এই মাস্আলাটি আমি বিশদ দলিলাদি সহকারে 'তাহ্যীবুল আসমা ওয়াল লুগাত' কিতাবে পরিষ্কার আলোচনায় এনেছি। আমি যা আলোচনা করেছি, সেগুলো যদি বুঝে আসে, তাহলে এই কথাটি খুবই সহজ হয়ে যাবে যে, এই হাদিসটি সহ অনুরূপ অপরাপর হাদিসাদি ছিল 'আম-মাখ্সূস' পর্যায়ের। আর আমার উক্তির পক্ষে সত্যায়ন করে হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর 'এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত' উক্তিটি। আর এই কথা হাদিসটিকে 'আম-মাখসূসে'র নীতি থেকে বহিষ্কার করে না। كُلُّ بِدْعَةٍ (সকল বিদ্'আত) উক্তিটি كُلُّ (সকল) শব্দটি দ্বারা مُؤَكَّدٌ। তা সত্ত্বেও এতে تَخْصِيْصٌ (বিশেষিত হওয়ার গুণ) শামিল রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ (তিনি সবকিছু উপড়িয়ে ফেলবেন) এই বাণীতে تَخْصِيْصٌ (বিশেষিত হওয়ার গুণ) শামিল রয়েছে।[১]

(৯) ইমাম শিহাবুদ্দীন আহমদ আল-ক্বিরানী আল-মালেকী (৬৮৪ হি.)

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিকাহ্শাস্ত্রবিদ ইমাম শিহাবুদ্দীন আহ্মদ বিন ইদরিস আল-ক্বিরানী বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে বিদ্'আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁরই 'আল-ফুরূক' কিতাবে লিখছেন,

٢٢. وَأَنَّهَا خَمْسَةُ أَقْسَامٍ (قِسْمٌ) وَاجِبٌ، وَهُوَ مَا تَتَنَاوَلُهُ قَوَاعِدُ الْوُجُوبِ وَأَدِلَّتُهُ مِنَ الشَّرْعِ كَتَدْوِينِ الْقُرْآنِ وَالشَّرَائِعِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا الضَّيَاعُ فَإِنَّ التَّبْلِيغَ لِمَنْ بَعْدَنَا مِنَ الْقُرُونِ وَاجِبٌ إِجْمَاعًا، وَإِهْمَالُ ذَلِكَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا فَمِثْلُ هَذَا النَّوْعِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِي وُجُوبِهِ (الْقِسْمُ الثَّانِي) : مُحَرَّمٌ، وَهُوَ بِدْعَةٌ تَنَاوَلَتْهَا قَوَاعِدُ التَّحْرِيمِ وَأَدِلَّتُهُ مِنَ الشَّرِيعَةِ كَالْمُكُوسِ وَالْمُحْدَثَاتِ مِنَ الْمَظَالِمِ الْمُنَافِيَةِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ كَتَقْدِيمِ الْجُهَّالِ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَتَوْلِيَةِ الْمَنَاصِبِ الشَّرْعِيَّةِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لَهَا بِطَرِيقِ التَّوَارُثِ وَجَعْلِ الْمُسْتَنَدِ لِذَلِكَ كَوْنُ

[১]. নববী : শরহে সহীহ মুসলিম, ৬:১৫৪।

عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بَعْدَهُ، وَذَلِكَ كَالْإِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْبَسْمَلَةِ.

৯. বিদ'আত দ্বারা শরীয়তে সেসব বিষয় উদ্দেশ্য যেগুলো নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানায় ছিল না। বিদ'আতকে 'বিদআতে-হাসানাহ্' তথা নন্দিত বিদ'আত এবং 'বিদ'আতে-কবীহা' তথা দুষ্ট বিদ'আতে বিভক্ত করা হয়েছে। 'কিতাবুল-কাওয়ায়িদ'-এ শায়খ আবদুল আযীয ইবনে আবদুস সালাম বলছেন, বিদ'আতকে 'বিদ'আতে-ওয়াজিবা', 'মুহার্‌রামাহ্', 'মানদূবাহ্', 'মাকরূহা' এবং 'মুবাহা'য় বিভক্ত করা যায়। তিনি বলেন, সেগুলো বুঝার নিয়ম হল, বিদ'আতকে শরীয়তের নীতিমালার সাথে তুলনা করতে হবে। বিদ'আতটি যদি ওয়াজিবকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তা ওয়াজিব হবে। আর যদি হারামকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়ে থাকে, তাহলে হারাম। যদি মুস্তাহাবকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়ে থাকে, তাহলে মুস্তাহাব। যদি কারাহাতের নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়ে থাকে, তাহলে মাকরূহ। আর যদি মুবাহকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তা মুবাহ।

'বিদ'আতে-ওয়াজিবা' তথা ওয়াজিব-বিদ'আতের কতিপয় উদাহরণ হল এলমে-নাহ্ অধ্যয়ন করা, যেই এলমের উপর কুরআন-হাদিস বুঝা নির্ভর করে। তা এ কারণেই ওয়াজিব যে, শরীয়তের এলম অর্জন করা ওয়াজিব। আর কুরআন-হাদিস ব্যতীত শরীয়তের এলম অর্জন করা সম্ভব নয়। যেই বস্তুটির উপর কোন ওয়াজিব বিষয় নির্ভর করে, সেটিও ওয়াজিব হয়ে যায়। দ্বিতীয় উদাহরণ, কুরআন-হাদিসের অর্থ জানার জন্য ভাষাজ্ঞান অর্জন করা। তৃতীয় উদাহরণ, দীন-ইসলামের নীতিমালা এবং উসূলে-ফিকাহ্ প্রণয়ন করা। চতুর্থ উদাহরণ, হাদিসের সনদে 'জরাহ্' ও 'তাদীলে'র এলম অর্জন করা। যাতে করে 'সহীহ্' এবং 'দ্বয়ীফ' হাদিসের পার্থক্য করা সম্ভব হয়। আর শরীয়তের নীতিমালা বলতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এলম অর্জন করা ফরজে-কিফায়া। এই এলম উপর্যুক্ত এলমগুলো ব্যতীত অর্জন করা যায় না।

'বিদ'আতে-মুহার্‌রামা' তথা হারাম-বিদ'আতের কতিপয় উদাহরণ হল কদরিয়া, জবরিয়া, মর্জিয়া ও মুজাস্‌সামাদের মতবাদ। আর তাদের সেই মতবাদকে খণ্ডন করা ওয়াজিব-বিদ'আতের পর্যায়ভূক্ত।

'বিদ'আতে-মুস্তাহাব্বা' তথা মুস্তাহাব-বিদ'আতের কতিপয় উদাহরণ হল সরাইখানা, মাদ্‌রাসা এবং সুউচ্চ দালান ইত্যাদি নির্মাণ করা। আর এমনসব গঠনমূলক, কল্যাণমূলক ও জনসেবামূলক কাজ যেগুলো নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানায় ছিল না। (পুরো রমজান মাস যাবৎ) তারাবীহ্‌র নামাজ, তাসাওউফের সূক্ষ্ম তত্ত্ব, বদ-আকীদা ফির্কার সাথে তর্কযুদ্ধ, এবং সেই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। শর্ত হল তা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে হতে হবে।

'বিদ'আতে-মাকরূহা' তথা মাকরূহ্-বিদ'আতের কতিপয় উদাহরণ হল মসজিদে সাজ-সজ্জা করা (পরবর্তী ফকীহ্‌গণ এটিকে জায়েয ঘোষণা দিয়েছেন), পবিত্র কুরআন শরীফকে সাজ-সজ্জা করা (এও পরবর্তী ফকীহ্‌গণের দৃষ্টিতে জায়েয) এবং এমন সুর দিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা যে, কোরানের শব্দগুলোর আরবি গঠণ পরিবর্তন হয়ে যায়। বিশুদ্ধ মতামত হল এটি 'বিদ'আতে-মুহরিমা'।

'বিদ'আতে-মুবাহা' তথা মুবাহ্-বিদ'আতের কতিপয় উদাহরণ হল ফজর ও আসরের নামাজের পর মুসল্লিদের পরস্পর মুসাফাহা করা, পানাহার, পোষাক-আশাক এবং বসবাসের ব্যাপারে উদারনীতি অবলম্বন করা, সবুজ চাদর গায়ে দেওয়া, খোলা আস্তিনবিশিষ্ট জামা পরিধান করা। এসব বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন ওলামা এসব বিষয়কে 'বিদ'আতে-মাকরূহা' বলেছেন। আবার কেউ কেউ এগুলোকে রসুল ও সাহাবাদের জমানার সুন্নাতের মধ্যে শামিল করেছেন। যেমন, নামাজে 'তাআওউয' ও 'তাসমিয়া' বড় আওয়াজে পড়া সুন্নাত হওয়া-না হওয়া নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।[১]

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ শরহে-সহীহ্ মুসলিমে বিদ'আতের প্রকারভেদসহ প্রত্যেকটির প্রকার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

٢١. قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ﴿ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ﴾ هَذَا عَامٌّ مَخْصُوْصٌ وَالْمُرَادُ غَالِبُ الْبِدَعِ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ هِيَ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ قَالَ الْعُلَمَاءُ

[১]. (ক) নববী : তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত, ৩:২২।
(খ) নববী : শরহে সহীহ মুসলিম, ১:২৮৬।
(গ) সুয়ূতী : বাযুল হুসনিল মাকসূদ ফী আমলিল মাওলূদ, পৃ. ৫১।
(ঘ) সালেহী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, ১:৩৭০।

وَقَوَاعِدُهَا كَتَخْصِيصِ الْأَيَّامِ الْفَاضِلَةِ أَوْ غَيْرِهَا بِنَوْعٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَمِنْ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ مَا خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿نَهَى عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ أَوْ لَيْلَتِهِ﴾ بِقِيَامٍ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الزِّيَادَةُ فِي الْمَنْدُوبَاتِ الْمَحْدُودَاتِ كَمَا وَرَدَ فِي التَّسْبِيحِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ فَيُفْعَلُ مِائَةٌ وَوَرَدَ صَاعٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَيُجْعَلُ عَشَرَةُ آصُعٍ بِسَبَبِ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهَا إِظْهَارُ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى الشَّارِعِ، وَقِلَّةُ أَدَبٍ مَعَهُ بَلْ شَأْنُ الْعُظَمَاءِ إِذَا حَدَّدُوا شَيْئًا وُقِفَ عِنْدَهُ، وَالْخُرُوجُ عَنْهُ قِلَّةُ أَدَبٍ وَالزِّيَادَةُ فِي الْوَاجِبِ أَوْ عَلَيْهِ أَشَدُّ فِي الْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْأَصْلُ، وَالْمَزِيدُ عَلَيْهِ؛ وَلِذَلِكَ نَهَى مَالِكٌ عَنْ إِيصَالِ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ لِئَلَّا يُعْتَقَدَ أَنَّهَا مِنْ رَمَضَانَ وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ ﴿أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَصَلَّى الْفَرْضَ وَقَامَ لِيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اجْلِسْ حَتَّى تَفْصِلَ بَيْنَ فَرْضِكَ وَنَفْلِكَ فَبِهَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَصَابَ اللهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ﴾ يُرِيدُ عُمَرُ أَنَّ مَنْ قَبْلَنَا وَصَلُوا النَّوَافِلَ بِالْفَرَائِضِ فَاعْتَقَدُوا الْجَمِيعَ وَاجِبًا، وَذَلِكَ تَغْيِيرٌ لِلشَّرَائِعِ، وَهُوَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا (الْقِسْمُ الْخَامِسُ) الْبِدَعُ الْمُبَاحَةُ، وَهِيَ مَا تَنَاوَلَتْهُ أَدِلَّةُ الْإِبَاحَةِ وَقَوَاعِدُهَا مِنَ الشَّرِيعَةِ كَاتِّخَاذِ الْمَنَاخِلِ لِلدَّقِيقِ فَفِي الْآثَارِ أَوَّلُ شَيْءٍ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّخَاذُ الْمَنَاخِلِ لِلدَّقِيقِ؛ لِأَنَّ تَلْيِينَ الْعَيْشِ وَإِصْلَاحَهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ فَوَسَائِلُهُ مُبَاحَةٌ.

১১. বিদ'আত পাঁচ প্রকার। তন্মধ্য থেকে প্রথম প্রকারের বিদ'আত হল ওয়াজিব-বিদ'আত। আর তা হল যা ওয়াজিবকারী নীতিমালার আওতাভুক্ত।

الْمَنْصِبِ كَانَ لِأَبِيهِ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ بِأَهْلٍ (الْقِسْمُ الثَّالِثُ) مِنَ الْبِدَعِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَهُوَ مَا تَنَاوَلَتْهُ قَوَاعِدُ النَّدْبِ وَأَدِلَّتُهُ مِنَ الشَّرِيعَةِ كَصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَإِقَامَةِ صُوَرِ الْأَئِمَّةِ وَالْقُضَاةِ وَوُلَاةِ الْأُمُورِ عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَمْرُ الصَّحَابَةِ بِسَبَبِ أَنَّ الْمَصَالِحَ وَالْمَقَاصِدَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِعَظَمَةِ الْوُلَاةِ فِي نُفُوسِ النَّاسِ، وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ مُعْظَمُ تَعْظِيمِهِمْ إِنَّمَا هُوَ بِالدِّينِ وَسَابِقِ الْهِجْرَةِ ثُمَّ اخْتَلَّ النِّظَامُ وَذَهَبَ ذَلِكَ الْقَرْنُ وَحَدَثَ قَرْنٌ آخَرُ لَا يُعَظِّمُونَ إِلَّا بِالصُّوَرِ فَيَتَعَيَّنُ تَفْخِيمُ الصُّوَرِ حَتَّى تَحْصُلَ الْمَصَالِحُ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ يَأْكُلُ خُبْزَ الشَّعِيرِ وَالْمِلْحَ وَيَفْرِضُ لِعَامِلِهِ نِصْفَ شَاةٍ كُلَّ يَوْمٍ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا لَوْ عَمِلَهَا غَيْرُهُ لَهَانَ فِي نُفُوسِ النَّاسِ، وَلَمْ يَحْتَرِمُوهُ وَتَجَاسَرُوا عَلَيْهِ بِالْمُخَالَفَةِ فَاحْتَاجَ إِلَى أَنْ يَضَعَ غَيْرَهُ فِي صُورَةٍ أُخْرَى لِحِفْظِ النِّظَامِ؛ وَلِذَلِكَ لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ وَوَجَدَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَدِ اتَّخَذَ الْحُجَّابَ وَأَرْخَى الْحِجَابَ، وَاتَّخَذَ الْمَرَاكِبَ النَّفِيسَةَ وَالثِّيَابَ الْهَائِلَةَ الْعَلِيَّةَ، وَسَلَكَ مَا يَسْلُكُهُ الْمُلُوكُ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّا بِأَرْضٍ نَحْنُ فِيهَا مُحْتَاجُونَ لِهَذَا فَقَالَ لَهُ لَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ وَمَعْنَاهُ أَنْتَ أَعْلَمُ بِحَالِكَ هَلْ أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَى هَذَا فَيَكُونُ حَسَنًا أَوْ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ فَدَلَّ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ أَحْوَالَ الْأَئِمَّةِ وَوُلَاةِ الْأُمُورِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ وَالْقُرُونِ وَالْأَحْوَالِ فَلِذَلِكَ يَحْتَاجُونَ إِلَى تَجْدِيدِ زَخَارِفَ وَسِيَاسَاتٍ لَمْ تَكُنْ قَدِيمًا وَرُبَّمَا وَجَبَتْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ (الْقِسْمُ الرَّابِعُ) بِدَعٌ مَكْرُوهَةٌ، وَهِيَ مَا تَنَاوَلَتْهُ أَدِلَّةُ الْكَرَاهَةِ مِنَ الشَّرِيعَةِ

এবং যেটির দলিল শরীয়তে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পবিত্র কোরানের সংকলন এবং শরীয়তের প্রণয়ন। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ইসলামের তাবলীগ করা ইজমা মতে নি:সন্দেহে ওয়াজিব কাজ। পক্ষান্তরে তা পরিহার করে চলা ইজমা মতে হারাম কাজ। এই ধরনের বিষয়াদির ওয়াজিব-হওন নিয়ে মতানৈক্যের অবতারণা করা জায়েয নাই।

দ্বিতীয় প্রকারের বিদ্'আত হল হারাম-বিদ্'আত। হারাম-বিদ্'আত হল যার দলিল শরীয়তে হারামের নীতিমালার আওতাভূক্ত। যেমন, টেক্স এবং ইত্যাকার নতুনসব অত্যাচারমূলক বিষয়াদি, যেগুলো শরীয়তের নীতিমালার পরিপন্থী। যথা, অজ্ঞকে আলেমের উপর প্রাধান্য দেওয়া। কাউকে শরীয়তের এমন কোন পদ দান করা, যা ওয়ারিশ সূত্রে তার জন্য সিদ্ধ নয়। কোন পদ এমন কারো জন্য সিদ্ধ বলে স্বীকৃতি দেওয়া, যা তার পিতার পদ ছিল, অথচ সে সেই পদের জন্য স্বয়ং উপযুক্ত নয়।

তৃতীয় প্রকারের বিদ্'আত হল মুস্তাহাব-বিদ্'আত। এটি সেই বিদ্'আত যা মুস্তাহাবকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত। এবং শরীয়তে যেটির পক্ষে দলিল বিদ্যমান থাকে। যেমন, তারাবীহ্র নামাজ এবং সাহাবাগণের কর্মের পরিপন্থী (মঙ্গল ও কল্যাণের স্বার্থে) রাষ্ট্র-পরিচালক, বিচারক এবং এই ধরনের পদের লোকদের ছবি টাঙ্গানে। এই কাজের পেছনে যে কারণটি রয়েছে, তা হল, জনগণের মন-মানসিকতায় রাষ্ট্র-পরিচালকদের মহত্ব ঢুকিয়ে না দিতে পারলে কল্যাণ ও মঙ্গল আশা করা যায় না। সাহাবাগণের জমানায় তাঁদের দীনদারি ও পূর্বতন হিজরতের কারণে জনগণের মন-মানসিকতায় তাঁদের অটুট সম্মান বিরাজিত ছিল। পরবর্তীতে কিন্তু তাতে ভাটা পড়ে। সেই জমানাও অতিবাহিত হয়ে যায়। নতুন যুগের সূচনা হয়। সেই জমানাগুলোতে ছবি না থাকলে জনগণ কাউকে মর্যাদা দিতে চাইত না। তাই ছবি টাঙ্গানোকে মেনে নেওয়া হয়। তাতে করে সম্পৃক্ত কল্যাণ সাধিত হয়। আর অনুরূপ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু স্বয়ং যবের রুটি খেয়ে থাকতেন। পক্ষান্তরে তাঁর কর্মচারীদের জন্য দৈনিক অর্ধেক ছাগল নির্ধারণ করে দেন। কেন না, অপরাপর কর্মচারীরাও যদি তাঁর পন্থা অবলম্বন করতেন, তাহলে তাঁরা জনগণের সম্মানবোধ হারিয়ে ফেলতেন। কেউ তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা দিত না। বরং তাঁদের বিরোধিতায় ফেটে পড়ত। তাই, এই প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা হয় যে, অপর কাউকে অন্য কোন রূপে রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্বে তৈরি করতে হবে। অনুরূপ তিনি যখন সিরিয়া গমন করলেন, তখন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানকে রাদিয়াল্লাহু

তা'আলা আন্হুকে তিনি পর্দার আড়ালে অবস্থানরত অবস্থায় দেখলেন। তাঁর সামনে পর্দা টাঙ্গানো ছিল। অথচ তাঁর কাছে ছিল আকর্ষণীয় বাহন এবং উন্নত রাজকীয় পোষাক। আর তিনি সেভাবেই চলতেন, যেভাবে রাজা-বাদশারা চলাফেরা করেন। তাঁর যখন পর্দার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি তখন জবাবে বলেছিলেন, আমি এমন জায়গায় রয়েছি, যেখানে আমার পর্দার প্রয়োজন। সুতরাং, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু তাঁকে বললেন, আমি আপনাকে এটির আদেশও দিচ্ছিনা, এটি থেকে নিষেধও করছি না। তাঁর উক্তিটির অর্থ এই যে, এর প্রয়োজনীয়তা আপনার আছে কি নাই, সে বিষয়ে আপনিই ভাল জানেন। আর যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে তো উত্তমই। অতএব, হযরত ওমর এবং অন্যান্যদের দৃষ্টিভঙ্গি (Precedents) থেকে এই প্রমাণ মিলে যে, ইমামগণের অবস্থা ও রাষ্ট্রপরিচালনার ধরণ যুগ, নগরী ও কালের আবর্তের প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। অনুরূপ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু রাজনীতিতে তাঁদের বৈচিত্রের প্রয়োজন হয়। যাতে করে এসব অবস্থাদি পুরাতন না হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো এই ধরনের কল্যাণমূলক উদ্যোগ ওয়াজিবও হয়ে পড়ে।

চতুর্থ প্রকারের বিদ্'আত হল মাকরূহ্-বিদ্'আত। তা হল সেই বিদ্'আত, যা মাকরূহ্ সাব্যস্তকারী দলিলাদির আওতাভূক্ত। যেমন, ফজিলতপূর্ণ ও বরকতময় দিবসগুলোকে এবাদত করার জন্য বিশেষিত করা। উদাহরণ স্বরূপ সেই রেওয়ায়তটি আনা যেতে পারে, যা ইমাম মুসলিম এবং অন্যরা নিজেদের 'সহীহ্' কিতাবাদিতে বর্ণনা করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার দিনটিকে রোজা রাখার এবং সেই রাতটিকে নামাজ পড়ার জন্য বিশেষিত করাকে নিষেধ করেছেন। অনুরূপ ইত্যাকার মাহদূদ-মানদূবাত অধিক হারে করা। যেমন, নামাজান্তে তেত্রিশ বার তাসবীহ্ পাঠ করার নিয়ম হাদিসে এসেছে, সেটিকে একশ বার করা। অনুরূপ ফিতরা এক সা' পরিমাণ এসেছে, সেটিতে দশ সা' করে ফেলা। এগুলো মাকরূহ হওয়ার কারণ এই যে, এসব বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা হলে শরীয়ত-প্রণেতা (নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর দু:সাহসিকতা দেখানো হয় এবং তাঁর প্রতি বেয়াদবি হয়। তাই, মহান ব্যক্তিবর্গের কাজ হল, তাঁদেরকে যখন কোন বিষয়ে নিষেধ করা হয়, তখন তাঁরা বিরত হয়ে যান। কেন না, সেই নির্দেশের অন্যথা করা বেয়াদবি। তাই, ওয়াজিবের ভেতরে বাড়ানো কিংবা ওয়াজিব বাড়ানো কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। কেন না, এভাবে এই মতবাদ সৃষ্টি হয় যে, ওয়াজিব ও

ওয়াজিবের উপর বাড়াবাড়ি করা উভয় ওয়াজিব। যথা, ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ শাওয়ালের ছয়টি (রোজা)কে রমজানের সাথে মিলাতে নিষেধ করেছেন। যাতে করে এই কথা বুঝে না আসে যে, এইগুলোও রমজানের রোজাতেই শামিল। অনুরূপ ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ তাঁর সুনানে উল্লেখ করেন যে, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে-নববীতে প্রবেশে করলেন। তারপর তিনি ফরজ নামাজ আদায় করলেন। এবং সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যান, দুই রাকাত (নফল) নামাজ পড়ার জন্য। তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বসে পড়ুন। আপনি আপনার ফরজ এবং নফল নামাজের মাঝখানে (পার্থক্যসূচক) সময় দিন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন, এই কারণেই তো আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের লোকজন ধ্বংস হয়ে গেছে। এই কথায় নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ্র দৃষ্টিতে আপনি সঠিক। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর মনোভাব এই ছিল যে, তাঁদের পূর্ববর্তী মানুষজন নফলকে ফরজের সাথে মিলিয়ে ফেলত। তারা মনে করত, এগুলোও ওয়াজিব কাজ। অথচ এ হল শরীয়তে পরিবর্তন সাধন, যা ইজমা অনুযায়ী হারাম।

পঞ্চম প্রকারের বিদ্'আত হল মুবাহ্-বিদ্'আত। তা হল সেই বিদ্'আত, যা শরীয়তের নীতিমালায় মুবাহ্ সাব্যস্তকারী বিধানেরই পর্যায়ভূক্ত। যেমন, আটা চালার জন্য চালুনির ব্যবহার। আর সাহাবায়ে কেরামগণের জীবনে যেই জিনিসটি নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানার পরে আবিষ্কৃত হয়, তা ছিল اتِّخَاذُ الْمَنَاخِلِ لِلدَّقِيقِ আটা চালার কাজে চালুনির ব্যবহার। কেন না, জীবনোপকরণ সহজসাধ্য হওয়া এবং সংশোধিত রূপে উন্নত হওয়া মুবাহেরই পর্যায়ভূক্ত। এবং এই উদ্দেশ্যে সব ধরনের উপায়-উপকরণ মুবাহেরই আওতাভূক্ত।[১]

(১০) আল্লামা জামালুদ্দীন মোহাম্মদ বিন মুকাররাম বিন মনযুর আল-আফ্রিকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্ (ওফাত: ৭১১ হি.)

আল্লামা জামালুদ্দীন ইবনে মনযুর আফ্রিকী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ স্বীয় কিতাব 'লিসানুল আরব'-এ আল্লামা ইবনে আছীর জাযরীর বরাতে বর্ণনা

[১]. আল কুরাফী : আনওয়ারুল বুরুক ফী আনওয়ারিল ফুরুক, ৪:২০২-২০৫।

করছেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ 'সকল বিদ্'আতই গোমরাহী' এই হাদিসটি দ্বারা কেবল সেই সব কাজ বা বিষয়ই উদ্দেশ্য, যেগুলো পবিত্র শরীয়তের পরিপন্থী হয়। পক্ষান্তরে যেসব বিদ্'আত শরীয়তের বিপরীত নয়, সেগুলো জায়েয। তিনি লিখছেন,

٢٣. والبِدْعةُ: الحَدَث وَمَا ابْتُدِعَ مِنَ الدِّينِ بَعْدَ الإِكمال. ابْنُ السِّكِّيتِ: البِدْعةُ كلُّ مُحْدَثةٍ. وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ، رَضِيَ الله عنه، فِي قِيام رمضانَ: نِعْمتِ البِدْعةُ هَذِهِ. ابْنُ الأَثير: البِدْعةُ بِدْعتان: بدعةُ هُدى، وبدْعة ضَلَالٍ، فَمَا كَانَ فِي خِلَافِ مَا أَمر اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ فِي حَيِّزِ الذَّمِّ والإِنكار، وَمَا كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُموم مَا نَدَب اللهُ إِليه وحَضَّ عَلَيْهِ أَو رَسُولُهُ فَهُوَ فِي حَيِّزِ المَدْحِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثالٌ مَوْجُودٌ كنَوْعٍ مِنَ الجُودِ وَالسَّخَاءِ وفِعْلِ المَعْرُوفِ فَهُوَ مِنَ الأَفْعَالِ المَحْمُودَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ فِي خِلَافِ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ لأَن النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ جَعَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ثَوَابًا فَقَالَ: مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجرُهَا وأَجرُ مَن عَمِلَ بِهَا، وَقَالَ فِي ضِدِّهِ: مَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ووِزْرُ مَن عَمِلَ بِهَ، وَذَلِكَ إِذا كَانَ فِي خِلَافِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ، قَالَ: وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ قَوْلُ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نِعْمَتِ البِدْعَةُ هَذِهِ، لَمَّا كَانَتْ مِنْ أَفْعَالِ الخَيْرِ وَدَاخِلَةً فِي حَيِّزِ المَدْحِ سَمَّاهَا بِدْعَةً ومدَحَهَا لأَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَسُنَّهَا لَهُمْ، وإِنَّمَا صَلَّاهَا لَيَالِيَ ثُمَّ تَرَكَهَا وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا وَلَا جَمَعَ النَّاسَ لَهَا وَلَا كَانَتْ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وإِنَّمَا عُمَرُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، جَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهَا وَنَدَبَهُمْ إِلَيْهَا فَبِهَذَا سَمَّاهَا بِدْعَةً، وَهِيَ عَلَى الحَقِيقَةِ سُنَّةٌ لِقَوْلِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي، وَقَوْلِهِ، صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنَ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الآخَرُ: كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، إِنَّمَا يُرِيدُ مَا خَالَفَ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ وَلَمْ يُوَافِقِ السُّنَّةَ،

১২. বিদ্'আত মানে নতুন কিছুর উদ্ভাবন। কিংবা সেই কাজ বা বিষয় যা দীন পরিপূর্ণ হওয়া পর কোন দীনি কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রচলিত হয়। ইবনে সাকীত বলছেন, যে কোন নতুন কাজ বলতেই বিদ্'আত। যেমন, রজমান মাসের নামাজের ব্যাপারে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর উক্তি 'এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত'[১]! ইবনে আছীর বলছেন, বিদ্'আত দুই প্রকার। বিদ্'আতে-হাসানাহ্ (নন্দিত-বিদ্'আত) এবং বিদ্'আতে-সাইয়িআহ্ (নিন্দিত-বিদ্'আত)। যেই কাজ বা বিষয়টি আল্লাহ্ ও তদীয় রসুলের বিধানের পরিপন্থী, সেটি 'মাযমূম' (নিন্দনীয়) ও 'মামনূ' (নিষিদ্ধ)। পক্ষান্তরে যেই কাজ বা বিষয়টি এমন কোন সাধারণ বিধানের অংশ-বিশেষ হবে, যেটিকে আল্লাহ্ তা'আলা মুস্তাহাব ঘোষণা করেছেন, কিংবা আল্লাহ্ ও তদীয় রসুল যেটির প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন, সেটি 'মাহমূদ' (প্রশংসনীয়)। আর যেসব কাজ বা বিষয়ের পক্ষে পূর্বতন কোন উপমা বিদ্যমান না থাকে, যথা দান-দক্ষিণার ধরন ও প্রকার এবং অপরাপর সৎ কার্যাদি। সেগুলো ভাল কাজ হিসাবে স্বীকৃত। তবে শর্ত হল সেগুলো শরীয়ত-পরিপন্থী হতে পারবে না। কেন না, নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব কাজের জন্য সওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যেই ব্যক্তি ভাল কোন কাজের সূচনা করল, সে নিজের সওয়াবও পাবে এবং যে সমস্ত মানুষ সেই কাজটি করবে, তাদের কাজের সওয়াবও পাবে।' পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি মন্দ কোন কাজের সূচনা করবে, তার ব্যাপারে তিনি এরশাদ করেন, 'যেই ব্যক্তি মন্দ কাজের সূচনা করল, সেই কাজে তার মন্দের আপদও আসবে আর যে সমস্ত মানুষ সেই মন্দ কাজটি করবে, তাদের আপদও তার উপর আসবে।'[২] আর এটি সেই

[১]. (ক) মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী ক্বিয়ামি রমযান, , ১:১১৪, হাদিস : ২৫০।
(খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৩:১১৭, হাদিস : ৩২৬৯।
(গ) সুয়ূতী : তানভীরুল হাওয়ালেক শরহে মুয়াত্তায়ে মালেক, ১:১০৫, হাদিস : ২৫০।
(ঘ) ইবনে রযব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১:২৬৬।
(ঙ) যুরকানী : শরহে যুরকানী আলা মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ১:৩৪০।

[২]. (ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, ২:৭০৫, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুল হাস্সি আলাস্ সদকাহ, হাদিস : ১০১৭।
(খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, ৫:৫৫, ৫৬, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুত্ তাহরিযী আলাস্ সদকাহ, হাদিস : ২৫৫৪।

অবস্থাতেই, যখন সেই কাজটি আল্লাহ্ ও তদীয় রসুলের বিধানের পরিপন্থী হয়। আর সেই প্রকারের অর্থাৎ 'বিদ্'আতে-হাসানাহ্'র ব্যাপারে সাইয়েদুনা ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর উক্তি 'এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত' বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং, কোন কাজ যখন মঙ্গলজনক হয়ে থাকবে এবং প্রশংসনীয় হিসাবে বিবেচিত হবে, তখন সেই কাজটিকে আভিধানিক অর্থে 'বিদ্'আত' বলা হবে। কিন্তু সেটিকে 'হাসানাহ্' বলা হবে। কেন না, নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাত সহকারে তারাবীহ্র নামাজকে তাঁদের জন্য সুন্নাত বলে ঘোষণা দেন নি। তিনি কয়েক রাত তারাবীহ্ পড়েন। অত:পর জামাত সহকারে পড়া পরিহার করলেন। তিনি তারাবীহ্র নামাজের মুহাফাজাতও করেন নি। লোকজনকে সেটি পড়ার জন্য একত্রিতও করেন নি। পরবর্তীতে হযরত সিদ্দীকে-আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর জামানয়ও এই নামাজ জামাত সহকারে পড়া হয় নি। পরে কিন্তু হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু এই নামাজ পড়ার জন্য লোকজন একত্রিত করেন। এবং সবাইকে এই নামাজটির দিকে ধাবিত করেন। তাই তাঁর সেই উদ্যোগকে 'বিদ্'আত' বলা হল। অথচ এটি হুজুর-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ 'তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তীতে আমার খুলাফায়ে-রাশেদীনগণের সুন্নাত অপরিহার্য' এবং إِقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ أَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ 'তোমরা আমার পরবর্তীতে আবু বকর ও ওমরকে অনুসরণ করবে'[২] উক্তিগুলোর কারণে বাস্তবেও সুন্নাত। অতএব, এই ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ 'সকল

(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, ১:৭৪, মুকাদ্দামাহ, বাবু সাল্লা সুন্নাতান হাসানাতান ওয়া সায়্যিয়াতান, হাদিস : ২০৩।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:৩৫৭-৩৫৯।

[১]. (ক) আবু দাউদ : আস্ সনান, ৪:২০০, কিতাবুস্ সুন্নাহ, বাবু ফী লুযুমিস্ সুন্নাহ, হাদিস : ৪৬০৭।
(খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুকাদ্দামাহ, বাবু ইত্তাবেয়িস্ সুন্নাতাল খোলাফায়ির রাশেদীনা, ১:১৫, হাদিস : ২৪।
(গ) তিরমিযী : আল জা'মিউস্ সহীহ, ৫:৪৪, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জা'আ ফীল আখযি বিস্ সুন্নাহ, হাদিস : ২৬৭৬।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:১২৬।

[২]. (ক) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, কিতাবুল মানাক্বিব আন রাসূলিল্লাহ..., বাবু মানাক্বিবি আবী বকর ওয়া ওমর, ৫:৬০৯, হাদিস : ৩৬৬২।
(খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফী ফযলি আসহাবি রাসূলিল্লাহ..., ১:৩৭, হাদিস : ৯৭।
(গ) হাকেম : আল মুসতাদ্রাক, ৩:৭৯, হাদিস : ৪৪৫১।
(ঘ) বায়হাকী : সুনানুল কোবরা, ৫:২১২, হাদিস : ৯৮৩৬।

নতুন কাজই বিদ্'আত'-কে শরীয়তের উৎসমূলের পরিপন্থী এবং সুন্নাহ্র অনুকূল নয় বলে ধরে নেওয়া হবে।[১]

(১১) আল্লামা তকিউদ্দীন আহ্মদ বিন আবদুল হালীম ইবনে তাইমিয়া (ওফাত: ৭২৮ হি.)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া স্বীয় 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ্' কিতাবে আভিধানিক বিদ্'আত ও শরীয়ত-ভিত্তিক বিদ্'আতকে পরিষ্কার করতে গিয়ে نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ 'এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত' উক্তিটির আওতায় বলছেন,

٢٤. سَمَّاهُ بِدْعَةً لِأَنَّ مَا فُعِلَ ابْتِدَاءً يُسَمَّى بِدْعَةً فِي اللُّغَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِدْعَةً شَرْعِيَّةً، فَإِنَّ الْبِدْعَةَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي هِيَ ضَلَالَةٌ هِيَ مَا فُعِلَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ.

১৩. সেটিকে এই কারণেই বিদ্'আত বলা হয়েছে যে, আমলটি ইতোপূর্বে এই নিয়মে হয় নি। তাই এটি আভিধানিক অর্থে বিদ্'আত। তবে শরীয়তের ভিত্তিতে বিদ্'আত নয়। কেন না, শরীয়ত-ভিত্তিক বিদ্'আত সেই গোমরাহীকেই বলা হয়, যা শরীয়তের দলিল ব্যতিরেকেই প্রচলিত হয়।[২]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া 'বিদ্'আতে-হাসানাহ্' ও 'বিদ্'আতে-দ্বালালাহ্' সম্পর্কীয় ধারণাকে আরো পরিষ্কার করতে গিয়ে বলছেন,

٢٥. وَمِنْ هُنَا يُعْرَفُ ضَلَالُ مَنِ ابْتَدَعَ طَرِيقًا أَوِ اعْتِقَادًا زَعِمَ أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَمَا خَالَفَ النُّصُوصَ فَهُوَ بِدْعَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ خَالَفَهَا فَقَدْ لَا يُسَمَّى بِدْعَةً قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ اَلْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ بِدْعَةٌ خَالَفَتْ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا وَأَثَرًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذِهِ بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ وَبِدْعَةٌ لَمْ تُخَالِفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهَذِهِ قَدْ تَكُونُ حَسَنَةً لِقَوْلِ عُمَرَ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ هَذَا الْكَلَامُ أَوْ نَحْوُهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ فِي الْمَدْخَلِ.

[১]. ইবনে মনযুর : লিসানুল আরব, ৮:৬।
[২]. ইবনে তাইমিয়্যাহ : মিনহাজুস্ সুন্নাহ, ৪:২২৪।

১৪. এই উক্তিটি থেকে ضَلَالٌ শব্দটির অর্থ বুঝা যেতে পারে। যেমন, কেউ যদি এই কথা জেনে যে, নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্তিটি করেন নি, কোন পন্থা কিংবা কোন মতবাদের সূচনা এই ধারণা থেকে করে যে, নিশ্চয় এটিকে বাদ দিয়ে কখনো ঈমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, তাহলে তা ضَلَالٌ (গোমরাহী)। আর যেই বিষয়টি নসের (শরীয়তের দলিলের) পরিপন্থী, সেটি মুসলমানদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে বিদ্'আত। আবার যেই বিষয়টির ব্যাপারে এই কথা জানা যাবে না যে, এটি কিতাব-সুন্নাহ্র পরিপন্থী, এমন কিছুকে বিদ্'আত নাম দেওয়া যাবে না। ইমাম শাফেঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ বিদ্'আতকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক. সেই বিদ্'আত, যা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও সাহাবায়ে কেরামগনের উক্তির পরিপন্থী, সেটি বিদ্'আতে-দ্বালালাহ্ (গোমরাহীপূর্ণ বিদ্'আত)। পক্ষান্তরে যেই বিদ্'আতটি এসবের (অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও সাহাবাগণের জীবনাদর্শ) কোনটিরই পরিপন্থী নয়, সেটি বিদ্'আতে-হাসানাহ্ (উত্তম বিদ্'আত)। যথা, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর উক্তি 'এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত[১]' কিংবা তদনরূপ অপরাপর বিবৃতি। ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ সহীহ্ ইসনাদ সহকারে স্বীয় 'আল-মাদ্খাল' কিতাবে এই বর্ণনাটি এনেছেন।[২]

(১২) ইমাম হাফেজ ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কছীর রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৭৭৪ হি.)

হাফেজ ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কছীর স্বীয় তাফসীর 'তাফসীরুল কুরআনিল আযীম'-এ বিদ্'আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন,

٢٦. وَالْبِدْعَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ: تَارَةً تَكُونُ بِدْعَةً شَرْعِيَّةً كَقَوْلِهِ: ﴿فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ﴾ وَتَارَةً تَكُونُ بِدْعَةً لُغَوِيَّةً كَقَوْلِ أَمِيرِ

[১]. (ক) মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী ক্বিয়ামি রমযান, , ১:১১৪, হাদিস : ২৫০।
(খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৩:১১৭, হাদিস : ৩২৬৯।
(গ) সুয়ূতী : তানভীরুল হাওয়ালেক শরহে মুয়াত্তায়ে মালেক, ১:১০৫, হাদিস : ২৫০।
(ঘ) ইবনে রযব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১:২৬৬।
(ঙ) যুরকানী : শরহে যুরকানী আলা মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ১:৩৪০।
[২]. ইবনে তাইমিয়্যাহ : কুতুব, ওয়া রাসায়েল, ওয়া ফতোয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ফীল ফিক্বহি, ২০:১৬।

الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ جَمْعِهِ إِيَّاهُمْ عَلَى صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ وَاسْتِمْرَارِهِمْ: ﴿نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ﴾.

১৫. বিদ'আত দুই প্রকার। সময়ে সময়ে এই বিদ'আত শরীয়ত-ভিত্তিক হয়ে থাকে। যেমন, নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ 'প্রত্যেক নতুন কাজ বা বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহি'। আবার কখনো কখনো এই বিদ'আত আভিধানিক অর্থে হয়ে থাকে। যেমন, তারাবীহ্র নামাজে সবাইকে একত্রিত করার সময় এবং সার্বক্ষণিক এই নামাজের প্রতি যত্নবান থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করার সময় আমীরুল-মুমিনীন সাইয়েদুনা ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর উক্তি نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ 'এ কতই যে উত্তম বিদ'আত'।[১]

(১৩) ইমাম আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন মুসা আশ-শাতেবী (ওফাত: ৭৯০হি.)

আল্লামা আবু ইসহাক শাতেবী তাঁরই সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-ইতিসাম'-এ বিদ'আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

٢٧. هَذَا الْبَابُ يُضْطَرُّ إِلَى الْكَلَامِ فِيهِ عِنْدَ النَّظَرِ فِيمَا هُوَ بِدْعَةٌ وَمَا لَيْسَ بِبِدْعَةٍ؛ فإن كثيراً من النَّاسِ عَدُّوا أَكْثَرَ (صور) (٢) الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ (٣) بِدَعًا، وَنَسَبُوهَا إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَجَعَلُوهَا حُجَّةً فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ (٤) اخْتِرَاعِ الْعِبَادَاتِ. وَقَوْمٌ جَعَلُوا الْبِدَعَ تَنْقَسِمُ بِأَقْسَامِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ؛ فَقَالُوا: إِنَّ مِنْهَا مَا هُوَ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ، وعَدُّوا مِنَ الْوَاجِبِ كَتْبَ الْمُصْحَفِ وَغَيْرَهُ، وَمِنَ الْمَنْدُوبِ الِاجْتِمَاعُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمَصَالِحَ الْمُرْسَلَةَ يَرْجِعُ مَعْنَاهَا إِلَى اعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ (٥) الَّذِي لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى هَذَا شَاهِدٌ شَرْعِيٌّ عَلَى الْخُصُوصِ، ولَا كَوْنُهُ مُنَاسِباً (٢) بِحَيْثُ إِذَا عُرِضَ عَلَى الْعُقُولِ تَلَقَّتْهُ بِالْقَبُولِ. وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي الْبِدَعِ الْمُسْتَحْسَنَةِ؛ فَإِنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى أُمُورٍ فِي الدِّينِ مَصْلَحِيَّةٍ - فِي زَعْمِ

[১]. ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ১:১৬১।

وَاضِعِيهَا - فِي الشَّرْعِ عَلَى الْخُصُوصِ. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنْ كَانَ اعْتِبَارُ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ حَقًّا، فَاعْتِبَارُ الْبِدَعِ الْمُسْتَحْسَنَةِ حَقٌّ، لِأَنَّهُمَا يَجْرِيَانِ مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ. وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اعْتِبَارُ الْبِدَعِ حَقًّا، لَمْ يَصِحَّ اعْتِبَارُ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ.

১৬. এ পর্যায়ে এই আলোচনাটি অবশ্যই করতে হয় যে, কোন্ কোন্ বিষয় বিদ'আত এবং কোন্ কোন্ বিষয় বিদ'আত নয়। কেন না, অধিকাংশ লোকই অনেক অনেক প্রচলিত কল্যাণধর্মী বিষয়কে বিদ'আত বলে। আর সেসব বিদ'আতকে সাহাবা ও তাবেঈদের দিকে সম্পর্কিতও করে। তাছাড়া সেগুলো তারা তাদের মনগড়া এবাদতে দলিল রূপেও পেশ করে। আরেক দল মুসলমান বিদ'আতকে শরীয়তের বিধি-বিধানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, কোন কোন বিদ'আত ওয়াজিবও রয়েছে। আবার কোন কোন বিদ'আত মুস্তাহাবও। ওয়াজিব বিদ'আত স্বরূপ তাঁরা পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করাকে উদাহরণ পেশ করছন। আর মুস্তাহাব বিদ'আত স্বরূপ তারাবীহ্র নামাজ এক ইমামের পেছনে জামাত সহকারে পড়াকে। প্রচলিত কল্যাণধর্মী বিষয়াবলিকে এই বিবেচনায় বিচার করতে হবে। যেটির পক্ষে বিশেষ কোন মূলনীতি সাক্ষ্য স্বরূপ থাকবে না, সেই দিক থেকে সেটির পক্ষে শরীয়তের কোন দলিল বিশেষভাবে হয় না। আর না তা কোন কেয়াস দ্বারা স্বীকৃত যে, যখন সেটিকে আকলের কাছে পেশ করা হয়, তখন তা তাকে গ্রহণ করে। আর এই বিষয়টি হুবহু বিদ'আতে-হাসানাতেও পাওয়া যায়। কেন না, প্রবর্তনকারীদের দৃষ্টিতে বিদ'আতে-হাসানার ভিত্তি দীন এবং বিশেষ করে শরীয়তের কোন কল্যাণকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। এই কথা যখন সাব্যস্ত হয়ে গেল, তখন স্বীকৃত হয়ে গেল যে, প্রচলিত কল্যাণধর্মী কর্মকাণ্ড এবং বিদ'আতে-হাসানা উভয়ের ব্যাপার একই এবং উভয়ই বাস্তবসিদ্ধ। আর যদি বিদ'আতে-হাসনার গুরুত্বই না থেকে থাকে, তাহলে প্রচলিত কল্যাণধর্মী কর্মকাণ্ডগুলোরও কোন গুরুত্ব থাকবে না।[১]

আল্লামা শাতেবী বিদ'আতে-হাসানা জায়েয হওয়া বিষয়ে দলিল পেশ করতে গিয়ে আরো বলছেন,

[১]. শাতাবী : আল-ই'তিসাম, ২:১১১।

٢٨. إنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّفَقُوا عَلَى جَمْعِ الْمُصْحَفِ، وَلَيْسَ ثَمَّ نَصٌّ عَلَى جَمْعِهِ وَكَتْبِهِ أَيْضًا، بَلْ قَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: كَيْفَ نَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، وَإِذَا عِنْدَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لِي: هُوَ - وَاللهِ - خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لَهُ، وَرَأَيْتُ فِيهِ الَّذِي رَأَى عُمَرُ. قَالَ زَيْدٌ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ. قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ صَدْرَيْهِمَا فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاقِ وَالْعُسُبِ وَاللِّخَافِ، وَمِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ. فَهَذَا عَمَلٌ لَمْ يُنْقَلْ فِيهِ خِلَافٌ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. ثُمَّ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ، فَأَفْزَعَهُ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ كَمَا اخْتَلَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ: أَرْسِلِي إِلَيَّ بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا عَلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ

حَفْصَةُ بِهَا إِلَى عُثْمَانَ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَإِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ: مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ. قَالَ: فَفَعَلُوا، حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ، بَعَثَ عُثْمَانُ فِي كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِنْ تِلْكَ الْمَصَاحِفِ الَّتِي نَسَخُوهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ. فَهَذَا أَيْضًا إِجْمَاعٌ آخَرُ فِي كَتْبِهِ وَجَمْعِ النَّاسِ عَلَى قِرَاءَةٍ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا فِي الْغَالِبِ اخْتِلَافٌ. لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا إِلَّا فِي الْقِرَاءَاتِ - حَسْبَمَا نَقَلَهُ الْعُلَمَاءُ الْمُعْتَنُونَ بِهَذَا الشَّأْنِ - فَلَمْ يُخَالِفْ فِي الْمَسْأَلَةِ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ طَرْحِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ الْمُخَالِفَةِ لِمَصَاحِفِ عُثْمَانَ، وَقَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! وَيَا أَهْلَ الْكُوفَةِ: اكْتُمُوا الْمَصَاحِفَ الَّتِي عِنْدَكُمْ وَغُلُّوهَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: [وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] ﴿آل عمران: ٢٧٢﴾ وَأَلْقَوْا إِلَيْهِ بِالْمَصَاحِفِ. فَتَأَمَّلْ كَلَامَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ فِي جَمْعِهِ، وَإِنَّمَا خَالَفَ أَمْرًا آخَرَ؛ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: بَلَغَنِي أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رِجَالٌ مِنْ أَفَاضِلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا صَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُمْ رَأَوْهُ مَصْلَحَةً تُنَاسِبُ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ قَطْعًا، فَإِنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى حِفْظِ الشَّرِيعَةِ، وَالْأَمْرُ بِحِفْظِهَا مَعْلُومٌ، وَإِلَى مَنْعِ الذَّرِيعَةِ لِلِاخْتِلَافِ فِي أَصْلِهَا الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ، وَقَدْ عُلِمَ النَّهْيُ عَنِ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ. وَإِذَا اسْتَقَامَ هَذَا الْأَصْلُ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ كَتْبَ

الْعِلْمِ مِنَ السُّنَنِ وَغَيْرِهَا، إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا الِانْدِرَاسُ، زِيَادَةً عَلَى مَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ مِنَ الْأَمْرِ بِكَتْبِ الْعِلْمِ.

১৭. আল্লাহ্‌র রসুলের সাহাবাগণ পবিত্র কুরআনকে একটি গ্রন্থাকারে সংকলিত করার জন্য একমত পোষণ করলেন। অথচ পবিত্র কুরআন সংকল করা কিংবা লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁদের কাছে প্রকাশ্য কোন নির্দেশনা ছিল না। তাই কেউ কেউ বললেন, আমরা এমন কাজ কীভাবে করতে পারি, যা স্বয়ং আল্লাহ্‌র রসুল করেন নি। হযরত যায়দ বিন ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বর্ণনা করছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু আমাকে ডাকলেন, তখন ইয়ামামাবাসীদের সাথে যুদ্ধ চলছিল। সেই মুহূর্তে হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুও তাঁর নিকট ছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বললেন, হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু আমার নিকট এসে আমাকে বললেন, ইয়ামামার যুদ্ধে কোরানের বিস্তর ক্বারী শহীদ হয়ে গেছেন। আমার আশঙ্কা হয় যে, জায়গায় জায়গায় এভাবে কুরআন শরীফের ক্বারীগণ শহীদ হয়ে যাওয়াতে পবিত্র কোরানের অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমার মতামত হল, আপনি কুরআন শরীফকে গ্রন্থাকারে সংকল করার জন্য নির্দেশ দিন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলছেন, আমি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে বললাম, এমন একটি কাজ আমি কীভাবে করতে পারি, যা স্বয়ং আল্লাহ্‌র রসুল করেন নি? তখন তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহ্‌র দোহাই, কাজটি অবশ্যই মঙ্গলজনক। তারপর হযরত ওমর এই ব্যাপারে আমার সাথে কথাকাটাকাটি করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়টিতে আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিলেন। আমিও সেসবকিছু দেখতে পেলাম, যা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু দেখতে পান। হযরত যায়দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলছেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু আমাকে বললেন, আপনি যুবক মানুষ। তার ওপর জ্ঞান আর বিচক্ষণতাও আপনার যথেষ্ট রয়েছে। কুরআন বোধনে আপনার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমতও নাই। আপনি নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওহীও লিখে দিতেন। আপনি সম্পূর্ণ কুরআন-শরীফটি গ্রন্থাকারে সংকলন করে দিন। হযরত যায়দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আপনি যদি আমাকে কোন একটি পর্বতকে স্বস্থান থেকে সরিয়ে দেবার জন্য হুকুম করুন,

তবে সেটিই আমার পক্ষে এই কাজটির চেয়ে সবদিক থেকে সহজতর হবে। আমি বললাম, আপনি এমন একটি কাজ কেন করতে যাচ্ছেন, যে কাজ রসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং করেন নি? তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, এতে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। তখন আমি বরাবরই হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর সাথে কথাকাটাকাটি করতে থাকি। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিলেন। যেভাবে তিনি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন। অত:পর আমি খেজুরের পাতা, কাপড়ের টুকরা, পাথরের খণ্ড এবং মানুষজনের বক্ষ থেকে খুঁজে খুঁজে পবিত্র কুরআন-শরীফ সংকলন করে দিলাম। এটি এমন একটি কাজ, যেটির ব্যাপারে সাহাবাদের কারো পক্ষ থেকে কোনরূপ মতানৈক্য পাওয়া যায় নি।[১] ...এমনকি তিনি যখন (কোরাইশ ভাষা অনুযায়ী) গ্রন্থাকারে কুরআন লিপিবদ্ধ করে ফেললেন, তখন হযরত ওসমান গনী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু শহরে শহরে সংকলিত কপিগুলো পাঠিয়ে দিলেন। আর হুকুম জারি করে দিলেন, এই ভাষা ব্যতীত বাকিসব ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলো পুড়ে ফেলা হোক। অথচ সেই বিষয়ে রসুলের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি কোনই নির্দেশ ছিল না। কিন্তু তিনি সেই উদ্যোগে এমন এক কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলেন, যা শরীয়তের প্রচলনে একেবারেই অনুকুল ছিল। কেন না, পবিত্র কুরআনকে গ্রন্থাকারে রূপ দেওয়া শরীয়তকে সংরক্ষণ করার মানসেই ছিল। আর এই বিষয়টি স্বত:সিদ্ধ যে, আমাদেরকে শরীয়ত অনুযায়ী চলার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তদুপরি এক ভাষায় কুরআন-শরীফ সংকলন করার কারণ এই ছিল যে, মুসলমানরা যেন একে অপরের ক্বেরাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সুযোগ না পায়। আর যেন তাদের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্যের সৃষ্টি না হয়। আর এই কথাও স্বত:সিদ্ধ যে, মতানৈক্য সৃষ্টি করা আমাদেরকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। কায়িদাটি যখন জানা হয়ে গেল, এবার জানা দরকার যে, হাদিস ও

---

[১]. (ক) বুখারী : আস্ সহীহ, ৪:১৭২০, কিতাবুত্ তাফসীর, বাবু কাওলিহি লা-কুল জা-আকুম রাসূল, হাদিস : ৪৪০২।
(খ) বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুল আহকাম, বাবু ইয়াস্তাহিব্বু লিল কিতাব..., হাদিস : ৬৭৬৮।
(গ) তিরমিযী : আল জা'মিউস্ সহীহ, ৫:২৮৩, কিতাবুত্ তাফসীর, বাবু মিন সুরাতিত্ তাওবা, হাদিস : ৩১০৩।
(ঘ) নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৫:৭, হাদিস : ২২০২।
(ঙ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ১:১৩, হাদিস : ৭৬।
(চ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ১০:৩৬০, হাদিস : ৪৫০৬।

ফিকাহর কিতাবাদি সংকলন করাও সেই একই কারণে যে, শরীয়ত যেন সংরক্ষিত থাকে। তাছাড়া হাদিসাদিতে এলমের কথাগুলো লিখার নির্দেশও স্বীকৃত।[১]

(১৪) ইমাম বদরুদ্দীন মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ আয-যারকাশী (ওফাত: ৭৯৪হি.)

ইমাম বদরুদ্দীন মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ যারকাশী স্বীয় 'আল-মানছূরু ফিল-কাওয়ায়িদ' কিতাবে আভিধানিক-বিদ্'আত এবং শরঈ-বিদ্'আতের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন,

٢٩. فَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَمَوْضُوعَةٌ لِلْحَادِثِ الْمَذْمُومِ، وَإِذَا أُرِيدَ الْمَمْدُوحُ قُيِّدَتْ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَجَازًا شَرْعِيًّا حَقِيقَةً لُغَوِيَّةً،

১৮. বিদ্'আত শব্দটি শরীয়তে সাধারণত: 'মুহদিছা-মাযমূমাহ্' তথা নিন্দনীয় নতুন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু তা দ্বারা যখনই 'মুহাদিছা-মামদূহা' তথা প্রশংসনীয় নতুন কাজ উদ্দেশ্য করা হয়, তখন মুকাইয়াদ বা বিশেষিত করা হয়। সুতরাং, সেই প্রশংসনীয় বিদ্'আতটি রূপক ভাবে শরঈ হবে আর প্রকৃত ভাবে আভিধানিক হবে।[২]

(১৫) ইমাম আবদুর রহমান বিন শিহাবুদ্দীন ইবনে রজব আল-হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৭৯৫ হি.)

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী বাগদাদী স্বীয় 'জামিউল উলূমি ওয়াল-হিকাম' কিতাবে বিদ্'আতের প্রকারভেদ সহ বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন,

٢٩. وَالْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ: مَا أُحْدِثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا، وَإِنْ كَانَ بِدْعَةً لُغَةً،

১৯. বিদ্'আত দ্বারা সেই নতুন কাজ বা বিষয়কে বুঝায়, শরীয়তে যেটির এমন কোন ভিত্তি বিদ্যমান নাই যা সেটির পক্ষে আসে। কিন্তু যেসব বিষয়ের পক্ষে শরীয়তের ভিত্তি বিদ্যমান রয়েছে, শরীয়তের দৃষ্টিতে সেগুলো বিদ্'আত নয়। যদিও সেগুলো আভিধানিক অর্থে বিদ্'আত।[৩]

---

১. শাতাবী : আল ই'তিসাম, ২:১১৫।
২. যুরকাশী : আল মনসুর ফীল কাওয়ায়েদ, ১:২১৭।
৩. (ক) ইবনে রজব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১:২৫২।
(খ) মুহাম্মদ শামসুল হক : আওনিল মা'বূদ শরহে সুনানি আবী দাউদ, ১২:২৩৫।
(গ) আবদুর রহমান মোবারকপুরী : তোহফাতুল আহ্বাযী, ৭:৩৬৬।

নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'কেউ যদি আমার দীনে নতুন কোন কাজ বা বিষয়ের সূচনা করে, যা দীনের অন্তর্ভূক্ত নয়, তাহলে তা (সেই নতুন বিষয়টি) নিগৃহীত' এই হাদিসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ লিখছেন,

٣١. ﴿مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ﴾، فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا، وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الدِّينِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، فَهُوَ ضَلَالَةٌ، وَالدِّينُ بَرِيءٌ مِنْهُ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَسَائِلُ الِاعْتِقَادَاتِ، أَوِ الْأَعْمَالُ، أَوِ الْأَقْوَالُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ. وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ السَّلَفِ مِنَ اسْتِحْسَانِ بَعْضِ الْبِدَعِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْبِدَعِ اللُّغَوِيَّةِ، لَا الشَّرْعِيَّةِ.

২০. নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, 'কেউ যদি আমার দীনে নতুন কোন কাজ বা বিষয়ের সূচনা করে, যা দীনের অন্তর্ভূক্ত নয়, তাহলে তা (সেই নতুন বিষয়টি) নিগৃহীত'।[১] সুতরাং, কেউ যদি নতুন কিছুর সূচনা করে, তারপর সেটিকে দীনের সাথে সম্বন্ধিত করে, অথচ তা মূলতঃ দীনের পর্যায়ভূক্ত নয়, তাহলে সেটি একান্ত তার নিজস্ব হিসাবে ধরে নেওয়া হবে। এবং সেটি হবে গোমরাহি। সেই কাজটি থেকে দীন দায়হীন থাকবে। এতে মতবদাগত, কার্য সম্বন্ধীয়, উক্তিগত, প্রকাশ্য ও গোপন সকল ধরনের বিষয়ের গুরুত্ব সমান। তবে কিছু কিছু ভাল জিনিস যা সলফে-সালিহীনগণের উক্তিতে পাওয়া যায়, সেগুলো আভিধানিক অর্থে বিদ্'আত। সেগুলো শরীয়ত মতে বিদ্'আত নয়।[২]

---

১. (ক) মুসলিম : আস্ সহীহ্, ৩:১৩৪৩, কিতাবুল উকদ্বিয়া, বাবু নকদ্বিল আহকামিল বাতিলাহ, হাদিস : ১৭১৮।
(খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুকাদ্দামাতুল কিতাব, ১:৭, বাবু জা'দ্বিমী হাদিসে রসূলিল্লাহ, হাদিস : ১৪
(গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৬:২৭০, হাদিস : ২৬৩৭২।
(ঘ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ্, ১:২০৭, হাদিস : ২৬।
(ঙ) দারে কুতনী : আস্ সুনান, ৪:২২৪, হাদিস : ৭৮।
২. ইবনে রজব হাম্বলী : জা'মিউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃ. ২৫২।

আল্লামা ইবনে রজব 'বিদ্'আতে-হাসানাহ্'র তথা নন্দিত-বিদ্'আতের উদাহরণ পেশ করেতে গিয়ে লিখছেন,

٣٢. فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَخَرَجَ وَرَآهُمْ يُصَلُّونَ كَذَلِكَ فَقَالَ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ هَذِهِ بِدْعَةً، فَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ. وَرُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ، وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ، وَمُرَادُهُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَبْلَ هَذَا الْوَقْتِ، وَلَكِنَّ لَهُ أُصُولٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ يُرْجَعُ إِلَيْهَا، فَمِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى قِيَامِ رَمَضَانَ، وَيُرَغِّبُ فِيهِ، وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِهِ يَقُومُونَ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَاتٍ مُتَفَرِّقَةً وَوُحْدَانًا، وَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي رَمَضَانَ غَيْرَ لَيْلَةٍ، ثُمَّ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِمْ، فَيَعْجِزُوا عَنِ الْقِيَامِ بِهِ، وَهَذَا قَدْ أُمِنَ بَعْدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ بِأَصْحَابِهِ لَيَالِيَ الْأَفْرَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. وَمِنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِاتِّبَاعِ سُنَّةِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَهَذَا قَدْ صَارَ مِنْ سُنَّةِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، فَإِنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ. وَمِنْ ذَلِكَ: أَذَانُ الْجُمُعَةِ الْأَوَّلُ، زَادَهُ عُثْمَانُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَأَقَرَّهُ عَلِيٌّ، وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ بِدْعَةٌ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا أَرَادَ أَبُوهُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ. وَمِنْ ذَلِكَ جَمْعُ الْمُصْحَفِ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ، تَوَقَّفَ فِيهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: كَيْفَ تَفْعَلَانِ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ، فَوَافَقَ عَلَى جَمْعِهِ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِكِتَابَةِ الْوَحْيِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُكْتَبَ مُفَرَّقًا أَوْ مَجْمُوعًا، بَلْ جَمْعُهُ صَارَ أَصْلَحَ. وَكَذَلِكَ جَمْعُ عُثْمَانَ الْأُمَّةَ عَلَى

مُصْحَفٍ وَاحِدٍ وَإِعْدَامُهُ لِمَا خَالَفَهُ خَشْيَةَ تَفَرُّقِ الْأُمَّةِ، وَقَدِ اسْتَحْسَنَهُ عَلِيٌّ وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَيْنَ الْمَصْلَحَةِ. وَكَذَلِكَ قِتَالُ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ تَوَقَّفَ فِيهِ عُمَرُ وَغَيْرُهُ حَتَّى بَيَّنَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ أَصْلَهُ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرِيعَةِ، فَوَافَقَهُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ.

২১. আর 'বিদ্'আতে-হাসানাহ্'র তথা নন্দিত-বিদ্'আতের স্বীকৃতি স্বরূপ হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর উক্তি বিদ্যমান রয়েছে। তিনি যখন রমজানের নামাজের জন্য সবাইকে একই ইমামের পেছনে নিয়ে এলেন, তারপর তিনি যখন তাদেরকে সেই অনুযায়ী নামাজ পড়তে দেখলেন, তখন বলেছিলেন نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَـذِهِ 'এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত'।[১] উক্তিটি তিনি এভাবে বলেছেন বলেও বর্ণনা রয়েছে যে, إِنْ كَانَتْ هَذِهِ بِدْعَةً فَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ 'এটি যদি বিদ্'আতও হয়, তবু ভাল বিদ্'আতই'। হযরত ওবাই বিন কাআব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে বললেন, আমিও জানি, কিন্তু এটি উত্তম বিদ্'আত। উক্তিটি দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এই আমলটি পূর্বে কখনো বর্তমান রূপ নিয়ে ছিল না। কিন্তু এটির মূল শরীয়তে বিদ্যমান ছিল, যা এই কাজটির দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। তা হল, নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের নামাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। এবং সবাইকে সেটির দিকে আগ্রহান্বিত করতেন। এবং নবী-পাকের জমানায়ও লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন জামাতের রূপে এই নামাজটি পড়তেন। আবার একাকীও পড়তেন। নবী-করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামও স্বীয় সাহাবাদের নিয়ে রমজানে এক রাতের চেয়ে অধিক রাতে এই নামাজটি পড়েন। তারপর তিনি কোন কারণ বশত: সেটি বারণ করেন। কারণটি ছিল, তাঁর ভয় সৃষ্টি হয় যে, এই নামাজটি তাঁদের উপর ফরজ করে দেওয়া হবে। আর লোকেরা তা পারবে না। পরে তিনি সেটির পক্ষে সত্যায়নও করেন। আর এটিও বর্ণিত রয়েছে যে, নবী-পাক

[১]. (ক) মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী ক্বিয়ামি রমযান, , ১:১১৪, হাদিস : ২৫০।
(খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৩:১১৭, হাদিস : ৩২৬৯।
(গ) সুয়ূতী : তানভীরুল হাওয়ালেক শরহে মুয়াত্তায়ে মালেক, ১:১০৫, হাদিস : ২৫০।
(ঘ) ইবনে রবব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১:২৬৬।
(ঙ) যুরকানী : শরহে যুরকানী আলা মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ১:৩৪০।

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম (রমজানের) শেষের দশ দিনের রাতগুলোতে তাঁরই কতিপয় সাহাবায়ে-কেরামদের সাথে নিয়ে নামাজ পড়তেন। তারই ভিত্তিতে তিনি (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁরই সাহাবাদের সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এই কাজটি (রমজানের তারাবীহ্র জামাতের এই রূপটি) খোলাফায়ে-রাশেদীনের সুন্নাহ্ হিসাবে পরিগণিত হয়ে যায়। অনুরূপ লোকজন হযরত ওমর ফারূক, হযরত ওসমান গনী এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমের জমানাতেই এই ব্যাপারটিতে একমত পোষণ করেন।

অনুরূপ জুমার প্রথম আজান, হযরত ওসমান গনী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু যেটিকে মানুষজনের প্রয়োজনের তাগিদে বর্ধিত করেন। অত:পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুও সেটির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। লোকজনও সেই অনুযায়ী আমল করা আরম্ভ করে দেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি জুমার দ্বিতীয় আজান সম্পর্কে বলেন, সেটি বিদ্'আত। হয়ত তাঁর এই উক্তির উদ্দেশ্যও তা-ই হতে পারে, যা তাঁর পিতার রমজানের নামাজের ব্যাপারে ছিল।

তন্মধ্য থেকে পবিত্র কুরআনকে গ্রন্থাকারে সংকলন করা। এতে যায়দ বিন ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু নীরবতা অবলম্বন করেন। তিনি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমাকে বলেন, আপনারা এমন একটি কাজ কীভাবে করতে যাচ্ছেন, যে কাজটি স্বয়ং নবীই করেন নি? পরে তিনি জানতে পারেন যে, তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তারপর তিনি সেটিকে সংকলন করার কথায় একমত পোষণ করেন। নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর কারানকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কিংবা সংকলিত রূপে লিপিবদ্ধ করাতে কোনই পার্থক্য নাই। বরং সেটিকে সংকলিত রূপে লিপিবদ্ধ করা সর্বাধিক কল্যাণজনক। এভাবে হযরত ওসমান গনী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু গোটা মুসলিম উম্মাহ্কে সম্পূর্ণ কুরআন একটি কিতাবের আকারে উপহার দিলেন। আর তিনি সেই বাস্তবতায় পৌঁছাতে পেরেছেন, মানুষজন যার বিরোধী ছিল, আর যা উম্মাহ্র মাঝে বিভক্তি রচনা করেছিল। সেটিকে হযরত আলী এবং অপরাপর সাহাবাগণ সঠিক বলে মনে করেছিলেন। আর এই কাজটি ছিল কল্যাণধর্মী।

অনুরূপ যাকাত প্রদান না করা লোকদের ব্যাপারে (হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর) ফায়সালা। হযরত ওমর ও অন্যান্য সাহাবাগণ তাতে নীরব থাকেন। এমনকি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু শরীয়তের সেই মূলনীতিটিও ব্যাখ্যা করলেন, যা দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়। ফলে সবাই তাঁর ফায়সালায় একমত পোষণ করলেন।[১]

(১৬) আল্লামা শামসুদ্দীন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আল-কিরমানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৭৯৬ হি.) :

আল্লাম শামসুদ্দীন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ বিন আলী আল-কিরমানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ বিদ্'আত সম্পর্কে ধারণা দিতে এবং প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে স্বীয় 'আল-কাওয়াকিবুদ-দিরারী ফি শরহি সহীহিল-বোখারী' কিতাবে লিখছেন,

اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ وَهِيَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوْبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوْهَةٌ وَمُبَاحَةٌ وَحَدِيْثُ ﴿ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ﴾ مِنَ الْعَامِ الْمَخْصُوْصِ.

.... لِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهَا وَلَا كَانَتْ فِيْ زَمَنِ أَبِيْ بَكْرٍ وَرَغِبَ فِيْهَا بِقَوْلِهِ نِعْمَ لِيَدُلَّ عَلَى فَضْلِهَا وَلِئَلَّا يَمْنَعَ هَذَا اللَّقْبُ مِنْ فِعْلِهَا وَيُقَالُ نِعْمَ كَلِمَةٌ تَجْمَعُ الْمَحَاسِنَ كُلَّهَا وَبِئْسَ كَلِمَةٌ تَجْمَعُ الْمَسَاوِئَ كُلَّهَا وَقِيَامُ رَمَضَانَ فِيْ حَقِّ التَّسْمِيَةِ سُنَّةٌ غَيْرُ بِدْعَةٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اِقْتَدُوْا بِاللَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَوْلُهُ (يَنَامُوْنَ عَنْهَا) أَيْ فَارِغِيْنَ عَنْهَا أَيْ صَلَاةُ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْ آخِرِ اللَّيْلِ وَبَعْضُهُمْ عَكَسُوْا وَبَعْضُهُمْ فَصَلُوْا بَيْنَ مَنْ يَسْتَوْثِقُ بِالْاِنْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ وَغَيْرِهِ. فَإِنْ قُلْتَ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَيْسَتْ بِدْعَةً لِمَا ثَبَتَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا قُلْتُ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ كُلَّ لَيْلَةٍ أَوْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ.

২২. সেই কাজ বা বিষয়, পূর্বতন কোন উপমা ব্যতীত যেটির উপর আমল করা হয়, সেটিকে বিদ্'আত বলা হয়। বিদ্'আত পাঁচ প্রকার। যথা, বিদ্'আতে-

[১]. ইবনে রজব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ৩:২৫২।

ওয়াজিবা, বিদ্'আতে-মান্দূবা, বিদ্'আতে-মুহার্‌রামা, বিদ্'আতে-মাকরূহা এবং বিদ্'আতে-মুবাহা। আর كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ 'সকল বিদ্'আতই গোমরাহি'[১] হাদিসটি আম-মাখসূসের কায়িদাভূক্ত। যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই কাজ বা বিষয়টিকে সুন্নাত করেন নি, আর না হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর জমানায় হয়েছে, তাই সেটিকে বিদ্'আত বলা হয়েছে। আর نِعْمَ (কতই উত্তম) শব্দটি দ্বারা এই (উত্তম) কাজটির প্রতি আগ্রহান্বিত করা হয়েছে। যাতে করে শব্দটি ওই ধরনের কাজের ফজিলতের প্রতি ইঙ্গিত করে, যেন বিদ্'আত শব্দটির কারণে এমন ধরনের কাজ বা বিষয় করা থেকে নিষেধ না করা হয়। আর যখন কোন বিষয়ের সাথে এই نِعْمَ (কতই উত্তম) শব্দটি লাগিয়ে দেওয়া হয়, তখন তার অর্থ দাঁড়ায় যে, এই বিষয়টি সকল উত্তমকে সমন্বয় করে। আর রমজান মাসের নামাজ মূলতঃ সুন্নাতেরই নাম; বিদ্'আতের নয়। যথা, নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁরই একটি বাণীতে এরশাদ করেন, إِقْتَدُوْا بِاللَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا 'তোমরা আমার পরবর্তীতে আবু বকর ও ওমরকে অনুসরণ করবে'।[২] হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর উক্তি يَنَامُوْنَ عَنْهَا (তারা তা না পড়ে ঘুমিয়ে থাকেন)-এর উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা নামাজ থেকে বঞ্চিত থাকেন। অর্থাৎ তাঁরা সেই নামাজ থেকে বিরত থাকেন। অর্থাৎ ওয়াক্তের প্রথম দিকে নামাজ পড়া শেষের দিকে পড়ার চেয়ে উত্তম। আবার কেউ কেউ এর বিপরীতও বলেছেন। কেউ কেউ তবে ফারাকও করেছেন। তুমি যদি এই কথা বল যে, এই নামাজটি বিদ্'আত নয়, কারণ

[১]. (ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, ৪:২০০, কিতাবুস্ সুন্নাহ, বাবু কী লুযুমিস্ সুন্নাহ, হাদিস : ৪৬০৭।
(খ) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, ৫:৪৪, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জা-আ ফীল আখযি বিস্‌সুন্নাহ, হাদিস নং : ২৬৭৬।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুকাদ্দামাহ, বাবু ইত্তিবায়িস্ সুন্নাতি খোলাফায়ির রাশিদীন, ১:১৫, হাদিস নং : ৪২।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:১২৬।
(ঙ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ১:১৭৮, হাদিস : ৫।

[২]. (ক) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, কিতাবুল মানাক্বিব আন রাসূলিল্লাহি, বাবু মানাক্বিবি আবী বকর ওয়া ওমর, ৫:৬০৯, হাদিস : ৩৬৬২।
(খ) হাকেম : আল মুসতাদ্‌রাক, ৩:৭৯, হাদিস : ৪৪৫১।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফী ফযলি আসহাবি রাসূলিল্লাহ, ১:৩৭, হাদিস : ৯৭।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৫:৩৮২, হাদিস : ২৩২৯৩।

এটির পক্ষে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল সাক্ষী আছে, তাহলে আমি বলব, প্রতি রাতের প্রথম দিকে কিংবা সেই বৈশিষ্ট্য সহকারে কাজটি সম্পন্ন হওয়ার সাক্ষী নাই।[১]

(১৭) আল্লামা আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ বিন খাল্‌ফা আল-ওশ্‌তানী আল-মালেকী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৮২৮ হি.)

আল্লামা আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ বিন খাল্‌ফা ওশ্‌তানী মালেকী সহীহ্ মুসলিমের শরাহ্ 'ইকমালু ইকমালিল মু'লিম' কিতাবে مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً (যেই ব্যক্তি ইসলামে উত্তম কোন পন্থা প্রণয়ন করল) এই হাদিসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখছেন,

٣٤. اَلتَّعْبِيْرُ بِلَفْظِ السُّنَّةِ فِي الشَّرْعِ مَجَازٌ مِنْ مَجَازِ الْمُقَابَلَةِ كَقَوْلِ تَعَالَى ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (آل عمران، ٣:٥٤). وَيَدْخُلُ فِي السُّنَّةِ الْحَسَنَةِ الْبِدْعَةُ الْمُسْتَحْسَنَةُ كَقِيَامِ رَمَضَانَ وَالتَّحْضِيْرِ فِي الْمَنَارِ أَثَرَ فِرَاغِ الْأَذَانِ وَعِنْدَ أَبْوَابِ الْجَامِعِ وَعِنْدَ دُخُوْلِ الْإِمَامِ وَكَالتَّصْبِيْحِ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ كُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْإِعَانَةِ عَلَى الْعِبَادَةِ الَّتِيْ يَشْهَدُ الشَّرْعُ بِإِعْتِبَارِهَا وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُوْقِظَانِ النَّاسَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ وَاتَّفَقَ أَنَّ أَمَامَ الْجَامِعِ سَأَلَتْهُ إِمْرَأَةٌ أَنْ يَدْعُو لِابْنِهَا الْأَسِيْرِ وَكَانَ الْمُؤَذِّنُوْنَ حِيْنَئِذٍ يَحْضُرُوْنَ فِي الْمَنَارِ فَقَالَ لَهَا مَا أَصَابَ النَّاسُ فِي هَذَا يَعْنِي التَّحْضِيْرَ أَشَدُّ مِنْ أَمْرِ ابْنِكِ فَكَانَ الشَّيْخُ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُ لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِصَحِيْحٍ بَلِ التَّحْضِيْرِ مِنَ الْبِدَعِ الْمُسْتَحْسَنَةِ الَّتِيْ شَهِدَ الشَّرْعُ إِذْ لَمْ يُنْكِرُوْهُ كَقِيَامِ رَمَضَانَ وَالْإِجْتِمَاعِ عَلَى التِّلَاوَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِنْكَارِهِ إِلَّا كَوْنَهُ بِدْعَةً وَلَكِنَّهَا مُسْتَحْسِنَةٌ وَيَشْهَدُ لِاعْتِبَارِهَا الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فَإِنَّ الْأَذَانَ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُوْلِ الْوَقْتِ وَالْإِقَامَةِ بِحُضُوْرِ الصَّلَاةِ وَكَذَلِكَ التَّحْضِيْرُ هُوَ إِعْلَامٌ بِقُرْبِ حُضُوْرِ

[১]. আলকরমানী : আল কাওয়াকিবুদ দারারী ফী শরহে সহীহিল বুখারী, ৯:৫-১৫৪।

الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً) (قُلْتُ) هَذِهِ لَا يَشْتَرِطُ فِيهَا أَنْ يُنْوَي الْاِقْتِدَاءُ بِهِ بِدَلِيلِ حَدِيثِ ابْنِ آدَمَ الْقَاتِلِ لِأَخِيهِ أَنَّ عَلَيْهِ كِفْلًا مِنْ كُلِّ نَفْسٍ قُتِلَتْ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

২৩. এখানে 'সুন্নাহ্' শব্দটির ব্যাখ্যা এ রকম যে, যেই 'সুন্নাহ্' শব্দটি 'মন্দ'-এর সাথে প্রয়োগ হয়েছে। আর তা রূপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, যা কি-না রূপকের বিপরীত। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ [আলে-ইমরান, ৩: ৫৪]। আর অনুরূপ 'বিদ্'আতে-হাসানাহ্' মুস্তাহাব সুন্নাহ্রই পর্যায়ভূক্ত। যথা, রমজান মাসে নামাজ পড়া, আজানের জন্য মিনারা ও মসজিদের দরজায় যাওয়া, ইমাম সাহেবের আগমনে দাঁড়ানো এবং ফজরের নামাজের পর পরস্পর সালাম-বিনিময় করা। এসব কাজ এবং এ ধরনের অপরাপর কাজগুলো এবাদতের অন্যান্য কাজে সহায়তা করে। এবং শরীয়তও সেগুলোর স্বীকৃতি দেয়। এই কারণেই সাইয়েদুনা ওমর এবং সাইয়েদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা ফজর হওয়ার পর লোকজনকে নামাজের জন্য জাগিয়ে দিতেন। আর এই বিষয়টিতে একমত যে, তিউনিসিয়ার মহান ইমাম (শারিহ্ বলছেন) আমার ধারণা মতে তিনি ছিলেন শায়খ আল-বারজীনী। তিনি যখন জামে মসজিদের দিকে আগমন করলেন, তখন এক মহিলা তাঁর নিকট আবেদন করলেন, তিনি যেন তাঁর বন্দী ছেলের জন্য দোয়া করেন। সেই জমানায় মুয়াজ্জিন মিনারায় দাঁড়িয়ে আজান দিতেন। তখন তিনি বললেন, এই মাস্আলাটিতে লোকজন কতই বিস্ময়কর ভাব দেখায়। অর্থাৎ মিনারায় দাঁড়ানো আপনার ছেলের বিষয়টির চাইতেও অধিক বিস্ময়কর। শায়খ বিষয়টি অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, সেটি অস্বীকার করা সঠিক নয়। কেন না, নামাজরে জন্য আহ্বান করা মুস্তাহাব বিদ্'আতেরই পর্যায়ভূক্ত। গুরুত্ব ও প্রকাশ্য কল্যাণের ভিত্তিতে শরীয়ত সেটিকে জায়েয বলেছে। তিনি আরো বলেন, এতে যেহেতু কোন অস্বীকৃতি নাই, সেহেতু এই বিষয়টিতে শায়খগণের ঐকমত্য রয়েছে। যেমন, রমজানের নামাজ এবং তিলাওয়াতের জন্য একত্রিত হওয়া। নিঃসন্দেহেই এটিকে অস্বীকার করার কোন কারণ নাই। হ্যাঁ, তবে সেটি বিদ্'আত; কিন্তু তাও মুস্তাহাব বিদ্'আত। আর আজান ও ইকামতের গুরুত্বই হল সেটি বিদ্'আতে-হানাসানা হওয়ার পক্ষে সাক্ষী। কেন না, আজান হল নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার ঘোষণা। আর ইকামত হল নামাজে হাজির

হওয়ার ঘোষণা। অনুরূপ 'তাহ্যীর'ও হল নামাজের জন্য চলে আসার ঘোষণা। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً -এ 'বিদ্'আতে-সাইয়িআহ'র অনুসরণ শর্ত নয়।[১] যেমন, হযরত আদম আলাইহিস সালামের পুত্র কর্তৃক আপন ভাইকে হত্যা করা। সুতরাং, সেই হত্যাকারীর উপর তাবৎ হত্যাকারীর বোঝাও উঠবে, যেসব হত্যাকাণ্ড পরবর্তীতে সংঘটিত হবে। কেন না, সে ঐ ব্যক্তি, যে সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ড প্রবর্তন করেছিল।[২]

(১৮) ইমাম আবুল-ফযল আহ্মদ বিন আলী বিন মোহাম্মদ ইবনে হাজর আস্কালানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৮৫২ হি.)

আল্লামা ইবনে হাজর আস্কালানী স্বীয় বিখ্যাত কিতাব 'ফতহুল-বারী শরহে-সহীহিল-বোখারী'-তে বিদ্'আতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখছেন,

٣٥. وَالْبِدْعَةُ أَصْلُهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، وَتُطْلَقُ فِي الشَّرْعِ فِي مُقَابِلِ السُّنَّةِ فَتَكُونُ مَذْمُومَةً، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسِنٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ حَسَنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَقْبَحَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ وَقَدْ تَنْقَسِمُ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ.

২৪. বিদ্'আত মানে এমন নতুন কিছুর প্রবর্তন করা, যেটির উপমা পূর্বতন যুগে পাওয়া যায় না। আর যেই বিষয়টি শরীয়ত মতে সুন্নাহ্র পরিপন্থী হয়। সুতরাং, সেটি অপছন্দনীয় আমল। আর গবেষণা-সিদ্ধ ভাবে বিদ্'আতটি যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে তা 'হাসানাহ্' (নন্দিত)। পক্ষান্তরে সেই বিদ্'আতটি যদি শরীয়ত মতে অপছন্দনীয় হয়, তাহলে তা 'বিদ্'আতে-মুস্তাকবিহা' অর্থাৎ নিন্দনীয়-বিদ্'আত নামে অভিহিত হবে। এমন যদি না হয়, তাহলে সেটিও

---

১. (ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, ২:৭০৫, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুল হাস্সি আলাস্ সদকাহ, হাদিস : ১০১৭।
(খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, ৫:৫৫, ৫৬, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুত্ তাহ্রীযি আলাস্ সদকাহ, হাদিস : ২৫৫৪।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, ১:৭৪, মুকাদ্দামাহ, বাবু সাল্লা সুন্নাতান হাসানাতান আও সাইয়িআতান, হাদিস : ২০৩।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:৩৫৭-৩৫৯।
(ঙ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ৮:১০১, ১০২, হাদিস : ৩৩০৮।

২. দশতানী : ইকমালুল মুয়াল্লাম, ৭:১০৯।

মুবাহ-বিদ্'আতেরই পর্যায়ভূক্ত হবে। শরীয়ত মতে বিদ্'আতকে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করা হয় (যথা, ওয়াজিব, মানদূব, মুহার্‌রাম, মাকরূহ্ ও মুবাহ্)।[১]

(১৯) ইমাম আবু মোহাম্মদ বদরুদ্দীন মাহমূদ আল-আইনী আল-হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্ (ওফাত: ৮৫৫ হি.)

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বিদ্'আতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে 'ওমদাতুল কারী ফি শরহিল-বোখারী' কিতাবে লিখছেন,

٣٦. وَالْبِدْعَةُ فِي الأَصْلِ إِحْدَاثُ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ الْبِدْعَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ: إِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسِنٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبِحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبِحَةٌ.

২৫. মূলতঃ বিদ্'আত সেসব নতুন কাজ বা বিষয়ের প্রচলনকেই বুঝায়, যার প্রচলন নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানায় হয়নি। বিদ্'আত আবার দুই ধরনের। এই বিদ্'আত যদি শরীয়তের গ্রহণযোগ্য নন্দিত বিষয়াদির আওতায় চলে আসে, তাহলে সেটি হবে 'বিদ্'আতে-হাসানাহ্'। পক্ষান্তরে যদি শরীয়তের অগ্রহণযোগ্য নিন্দিত বিষয়াদির আওতায় চলে আসে, তাহলে সেটি 'বিদ্'আতে-মুস্তাকবিহা' বা নিন্দিত-বিদ্'আত।[২]

(২০) ইমাম মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান শমসুদ্দীন মাহমুদ আস-সাখাবী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৯০২ হি.)

আল্লামা শমসুদ্দীন সাখাবী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ আজানের পরে সালাত ও সালাম পাঠ করাকে 'বিদ্'আতে-হাসানাহ্' ঘোষণা দিতে গিয়ে স্বীয় 'আল-কওলুল-বদী ফিস-সালাতি আলাল-হাবীবিশ-শফী' কিতাবের ১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখছেন,

٣٧. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ هَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ أَوْ مَكْرُوْهٌ أَوْ بِدْعَةٌ أَوْ مَشْرُوْعٌ وَأُسْتُدِلَّ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ ﴾، وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ الصَّلاَةَ وَالسَّلاَمَ مِنْ أَجَلِّ الْقُرَبِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ تَوَارَدَتِ الْأَخْبَارُ عَلَى الْحَثِّ عَلَى ذَلِكَ مَعَ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ عَقِبَ

[১]. (ক) আসকালানী : ফতহুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী, ৪:২৫৩।
(খ) শাওকানী : নাইলুল আওতার, ৩:৬৩।
[২]. আইনী : উমদাতুল কারী শরহে সহীহুল বুখারী, ১১:১২৬।

الْأَذَانِ وَالثُّلُثِ الْأَخِيْرِ مِنَ اللَّيْلِ وَقُرْبِ الْفَجْرِ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ يُؤْجَرُ فَاعِلُهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ.

২৬. আজানের পরে সালাত ও সালাম পাঠ করা কি মুস্তাহাব, না মাকরূহ্, না বিদ্'আত, এই নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। বিষয়টি যে মুস্তাহাব সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ (তোমরা ভাল ভাল কাজ করবে) এই বাণীটি হতে দলিল গ্রহণ করা হয়েছে। আর এই বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, সালাত ও সালাম পাঠ করা হয় আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনেরই উদ্দেশ্যে। আর এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে অধিক সংখ্যক হাদিসও ওয়ারিদ হয়েছে। তাছাড়া আজানের পরে দোয়ায় ছেদ দেওয়া সহ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দোয়া করার ফজিলত সম্পর্কেও হাদিস রয়েছে। সহীহ্ কথা হল এটি বিদ্'আতে-হাসানাহ্। সুন্দর নিয়তের কারণে এর সম্পাদনকারী প্রতিদান পাবে।[১]

(২১) ইমাম জালালুদ্দীন আবদুর রহমান বিন আবু বকর আস-সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৯১১ হি.)

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ তাঁরই 'আল-হাদী লিল-ফাতাওয়া' কিতাবে আল্লামা নাওয়াওঈর বরাতে বিদ্'আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন,

٣٨. لِأَنَّ الْبِدْعَةَ لَمْ تَنْحَصِرْ فِي الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ، بَلْ قَدْ تَكُونُ أَيْضًا مُبَاحَةً وَمَنْدُوبَةً وَوَاجِبَةً، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ: الْبِدْعَةُ فِي الشَّرْعِ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى حَسَنَةٍ وَقَبِيحَةٍ، وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّيْنِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْقَوَاعِدِ: الْبِدْعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى وَاجِبَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ وَمَنْدُوبَةٍ وَمَكْرُوهَةٍ وَمُبَاحَةٍ، قَالَ: وَالطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ أَنْ نَعْرِضَ الْبِدْعَةَ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، أَوْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ، أَوِ النَّدْبِ فَمَنْدُوبَةٌ، أَوِ الْمَكْرُوهِ فَمَكْرُوهَةٌ، أَوِ الْمُبَاحِ فَمُبَاحَةٌ، وَذَكَرَ لِكُلٍّ

[১]. (ক) সাখাবী : আল কাওলুল বদী'ই ফীস্ সালাতি আলাল হাবীবিশ শাফী'ই, পৃ. ১৯৩।
(খ) সাখাবী : ফতহুল মুগীস শরহে আলফিয়াতিল হাদিস, ২:৩২৭।

قِسْمٍ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ أَمْثِلَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلِلْبِدَعِ الْمَنْدُوبَةِ أَمْثِلَةٌ: مِنْهَا إِحْدَاثُ الرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ وَكُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، وَمِنْهَا التَّرَاوِيحُ وَالْكَلَامُ فِي دَقَائِقِ التَّصَوُّفِ وَفِي الْجَدَلِ، وَمِنْهَا جَمْعُ الْمَحَافِلِ لِلاسْتِدْلَالِ فِي الْمَسَائِلِ إِنْ قُصِدَ بِذَلِكَ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى،

২৭. বিদ্'আত কেবল হারাম এবং মাকরূহ্তেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা মুবাহ্, মানদূব এবং ওয়াজিবও হয়ে থাকে। যেমন, ইমাম নাওয়াওঈ তাঁরই কিতাব 'তাহযীবুল-আসমা ওয়াল-লুগাতে' বলছেন, শরীয়তে বিদ্'আত সেই আমলকেই বলে, যা নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানায় হয় নি। বিদ্'আত আবার 'বিদ্'আতে-হাসানাহ্' এবং 'বিদ্'আতে-কবীহা' এই দুই শ্রেণিতেও বিভক্ত। শায়খ ইয্যুদ্দীন বিন আবদুস সালাম তাঁর 'আল-কাওয়ায়িদুল-আহ্কাম' কিতাবে লিখছেন, বিদ্'আতের প্রকারভেদ হয়ে থাকে ওয়াজিব, হারাম, মানদূব, মাকরূহ এবং মুবাহ্ ইত্যাদি বিবেচনায়। তিনি বলেন, সেটি ফারাক করার নিয়ম হল, আমরা বিদ্'আতকে শরীয়তের নীতিমালার সাথে তুলনা করে দেখব। বিদ্'আতটি যদি ওয়াজিবকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়, তাহলে তা ওয়াজিব। আর যদি হারাম সাব্যস্তকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়, তাহলে তা হারাম। যদি তা মুস্তাহাবকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়, তাহলে মুস্তাহাব। যদি কারাহতের (মাকরূহ সাব্যস্তকারী) নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়, তাহলে মাকরূহ্। আর যদি হয় মুবাহ্ সাব্যস্তকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত, তাহলে মুবাহ্। আর তিনি পাঁচ প্রকার বিদ্'আতেরই উদাহরণ পেশ করেছেন। যথা, মানদূব-বিদ্'আতের উদাহরণ দিয়েছেন সরাইখানা, মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা। আর সেসব ভাল ভাল কাজ যেগুলো পূর্বে ছিল না। যেমন, তারাবীহ্র নামাজ, তাসাওউফ বিষয়ে বিশদ জ্ঞান, রণকৌশল শিক্ষা ইত্যাদি। তন্মধ্যে শামিল রয়েছে আল্লাহ্র রেজমন্দি অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মাস্আলার দলিলাদি প্রকাশ করার জন্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।[১]

[১]. (ক) সুয়ূতী : আল হাভী লিল ফতোয়া, ১:১৯২।
(খ) সুয়ূতী : শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ, ১:৬।
(গ) সুয়ূতী : আত্ দীবাজ আল সহীহ মুসলিম ইবনে হজ্জাজ, ২:৪৪৫।

সাইয়েদুনা হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর উক্তি نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هَـذِهِ (এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত)টিকে কেন্দ্র করে তারাবীহ্র নামাজকে বিদ্'আতে-হাসানাহ্ সাব্যস্ত করতে গিয়ে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ লিখছেন,

٣٩. عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّرَاوِيحِ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ، فَسَمَّاهَا بِدْعَةً، يَعْنِي بِدْعَةً حَسَنَةً، وَذَلِكَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، حَيْثُ قَسَّمَ الْبِدْعَةَ إِلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ وَقَالَ: وَمِثَالُ الْمَنْدُوبَةِ صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ، ثُمَّ قَالَ: وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: الْمُحْدَثَاتُ فِي الْأُمُورِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَا أُحْدِثَ مِمَّا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهَذِهِ الْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ. وَالثَّانِي مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ، وَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ، وَقَدْ قَالَ عُمَرَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، يَعْنِي أَنَّهَا مُحْدَثَةٌ لَمْ تَكُنْ.

২৮. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু তারাবীহ্র নামাজের ব্যাপারে বলেছেন, "এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত"।[১] আর রাতের যেই অংশটিতে মানুষজন ঘুমিয়ে পড়ে, সেই অংশ থেকে এটি শ্রেষ্ঠ। সেটিকে তিনি বিদ্'আতই বলেছেন। অর্থাৎ বিদ্'আতে-হাসানাহ্। তা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই বিষয়টি নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানায় ছিল না। তাতে ইমাম শাফেঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ নস্ও পেশ করেছেন। ইমামগণও সেটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে স্থান দিয়েছেন। তন্মধ্য হতে একজন শায়খ ইয্যুদ্দীন বিন আবদুস সালামও রয়েছেন, যিনি বিদ্'আতকে পাঁচ

[১]. (ক) মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী ক্বিয়ামি রমযান, , ১:১১৪, হাদিস : ২৫০।
(খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৩:১১৭, হাদিস : ৩২৬৯।
(গ) সুয়ূতী : তানভীরুল হাওয়ালেক শরহে মুয়াত্তায়ে মালেক, ১:১০৫, হাদিস : ২৫০।
(ঘ) ইবনে রযব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকায, ১:২৬৬।
(ঙ) যুরকানী : শরহে যুরকানী আলা মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ১:৩৪০।

ভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি বলেন, মানদূব-বিদ্'আতের উদাহরণ হল তারাবীহ্র নামাজ। ইমাম নাওয়াওঈ তাঁর এই উক্তিটি 'তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত' কিতাবে স্থান দিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, ইমাম বায়হাকীও স্বীয় সনদ সহকারে বিষয়টি মানাকিবে-শাফেঈতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেঈ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে কোনো নতুন কাজ বিষয় দুই প্রকার। এক প্রকার হল যেগুলো কিতাব, সুন্নাহ্, সাহাবাগণের উক্তি এবং ইজমার পরিপন্থী। সেগুলোই হল বিদ্'আতে-দ্বালালাহ্ বা গোমরাহীপূর্ণ বিদ্'আত। অপর প্রকার হল যেগুলো কল্যাণধর্মী ও মঙ্গলজনক। এমনসব নতুন কাজ ও বিষয় অনিন্দনীয়। যেমন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু রমজান মাসে তারাবীহ্র নামাজের ব্যাপারে বলেছেন نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هَـــذِهِ (এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত)। অর্থাৎ এ এমন এক উত্তম বিদ্'আত, যা পূর্বে ছিল না।[১]

(২২) ইমাম আবুল-আব্বাস আহমদ বিন মোহাম্মদ শিহাবুদ্দীন আল কাস্তলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৯১১ হি.)

আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ কাস্তলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আন্হুর نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ (এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত) উক্তিটিকে কেন্দ্র করে বিদ্'আতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন,

٣٩. سَمَّاهَا بِدْعَةً لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسَنَّ لَهُمُ الْاِجْتِمَاعَ لَهَا وَلَا كَانَتْ فِيْ زَمَنِ الصِّدِّيْقِ وَلَا أَوَّلِ اللَّيْلِ وَلَا كُلَّ لَيْلَةٍ وَلَا هَذَا الْعَدَدُ. وَهِيَ خَمْسَةٌ وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوْبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوْهَةٌ وَمُبَاحَةٌ. وَحَدِيْثُ ﴿كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ﴾ مِنَ الْعَامِ الْمَخْصُوْصِ، وَقَدْ رَغِبَ فِيْهَا عُمَرُ بِقَوْلِهِ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَجْمَعُ الْمَحَاسِنَ كُلَّهَا كَمَا أَنَّ بِئْسَ تَجْمَعُ الْمَسَاوِئَ كُلَّهَا وَقِيَامُ رَمَضَانَ لَيْسَ بِدْعَةً لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿اِقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِيْ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ﴾ وَإِذَا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ مَعَ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ زَالَ عَنْهُ اِسْمُ الْبِدْعَةِ.

[১]. সুয়ূতী : আল হাভী লিল ফতোয়া, ১:৩৪৮।

২৯. نِعْمَـــتِ الْبِدْعَـــةِ هَـــذِهِ (এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত[১]) উক্তিটির মাধ্যমে তারাবীহ্র নামাজকে বিদ্'আত নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেন না, নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারাবীহ্র নামাজের জন্য লোকজন একত্র করাকে সুন্নাহ্ হিসাবে সাব্যস্ত করেন নি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর জমানায়ও তারাবীহ্র নামাজ এই নিয়মে পড়া হত না এবং (পাবন্দি সহকারে) রাতের প্রথম ভগে পড়ার প্রথাও ছিল না। আর এই নামাজটি স্বতন্ত্র নামাজ হিসাবে প্রতি রাতেও পড়া হত না। এই নামাজটির রাকাত-সংখ্যাও সুনির্ধারিত ছিল না। বিদ্'আত এই পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা, ওয়াজিব, মানদূব, হারাম, মাকরূহ্ ও মুবাহ্। আর হাদিস-শরীফে যে রয়েছে كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ (সকল বিদ্'আতই গোমরাহী[২]), এটি একটি সাধারণ বিধান। কিন্তু তা দ্বারা বিশেষ ধরনের বিদ্'আতই উদ্দেশ্য। সাইয়েদুনা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু তাঁর উক্তি نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هَـــذِهِ (এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত) দ্বারা সেই (উত্তম) বিদআতের প্রতিই উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর এই نِعْمَ (কতই যে উত্তম) শব্দটির আওতায় সর্বময় 'উত্তম'ই সমন্বিত। যেমনরূপ এর বিপরীতে بِئْسَ (কতই যে মন্দ) শব্দটির আওতায় সর্বময় 'নিকৃষ্ট'ই চলে আসে। আর রমজান মাসে তারাবীহ্র নামাজ পড়া বিদ্'আত নয়। কেন না, নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা আমার পরবর্তীতে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরকে অনুসরণ করবে।[৩] আর যেহেতু সমুদয় সাহাবা হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর সাথে

[১]. (ক) বুখারী : আস্ সহীহ, ২:৭০৭, কিতাবুস্ সালাতিত্ তারাবীহ, বাবু ফদ্বলি মান ক্বামা রমদ্বান, হাদিস নং : ১৯০৬।
(খ) মালেক : আল মুয়াত্তা, ১:১১৪, হাদিস : ২:২৫০।
(গ) ইবনে খোযাইমা : আস্ সহীহ, ২:১৫৫, হাদিস : ১১০০।

[২]. (ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, ৪:২০০, কিতাবুস্ সুন্নাহ, বাবু ফী লুযুমিস্ সুন্নাহ, হাদিস : ৪৬০৭।
(খ) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, ৫:৪৪, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জা-আ ফীল আখযি বিস্-সুন্নাহ, হাদিস : ২৬৭৬।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুকাদ্দামাহ, বাবু ইত্তিবায়ি সুন্নাতি খোলাফায়ির রাশিদীন, ১:১৫, হাদিস : ৪২।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:১২৬।

[৩]. (ক) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, কিতাবুল মানাক্বিবি আন রাসূলিল্লাহ, বাবু মানাক্বিবি আবী বকর ওয়া ওমর, ৫:৬০৯, হাদিস : ৩৬৬২।
(খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফী ফদ্বলি আসহাবি রাসূলিল্লাহ, ১:৩৭, হাদিস : ৯৭।
(গ) হাকেম : আল মুসতাদ্রাক, ৩:৭৯, হাদিস : ৪৪৫১।

রমজানের নামাজে একমত পোষণ করেন, সেহেতু ইসের মাধ্যমে রমজান মাসের নামাজকে বিদ্'আত বলার সুযোগ নি:শেষ হয়ে যায়।[১]

(২৩) ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালিহী আশ-শাফেঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৯৪২ হি.) :

ইমাম মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালিহী শাফেঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ তাঁরই 'সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ' কিতাবে আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকিহানীর أَنْ الْإِبْتِدَاعَ فِي الدِّيْنِ لَيْسَ مُبَاحًا (দীনের ক্ষেত্রে কোন বিদ্'আতই মুবাহ্ হতে পারে না) এই উক্তিটির শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করেছেন। সেই সাথে বিদ্'আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন,

٤١. لِأَنَّ الْبِدْعَةَ لَمْ تَنْحَصِرْ فِي الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ، بَلْ قَدْ تَكُونُ أَيْضًا مُبَاحَةً وَمَنْدُوبَةً وَوَاجِبَةً، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ: الْبِدْعَةُ فِي الشَّرْعِ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى حَسَنَةٍ وَقَبِيحَةٍ، وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْقَوَاعِدِ: الْبِدْعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى وَاجِبَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ وَمَنْدُوبَةٍ وَمَكْرُوهَةٍ وَمُبَاحَةٍ،

৩০. বিদ্'আত কেবল হারাম এবং মাকরূহ্র মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা মুবাহ্, মানদূব এবং ওয়াজিবও হয়ে থাকে। ইমাম নাওয়াওঈ তাঁরই 'তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল-লুগাত' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, বিদ্'আত শরীয়ত সেই আমলটিকেই বলে, যা নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানায় হয় নি। বিদ্'আতকে আবার 'হাসানাহ্' ও 'কবীহা'য় ভাগ করা হয়। শায়খ ইয্যুদ্দীন বিন আবদুস সালাম স্বীয় 'কাওয়ায়িদুল-আহ্কাম' কিতাবে লিখছেন, বিদ্'আত ওয়াজিব, হারাম, মানদূব, মাকরূহ এবং মুবাহ্ও হয়ে থাকে।[২]

(২৪) ইমাম আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আহমদ আল আশ্-শারানী (৯৭৩ হি.)

[১]. কস্তালানী : এরশাদুস্ সারী লিশরহে সহীহিল বুখারী, ৩:৪২৬

[২]. সালেহী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, ১:৩৭০।

ইমাম আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আহমদ আলী আশ্-শারানী 'আল-ইউওয়াকীতু ওয়াল-জাওয়াহিরু ফি বয়ানি আকায়িদিল-আকাবির' কিতাবে একটি ফতোয়ার জবাবে বিদ্'আতে-হাসানাহ্র শরয়ী বিধানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন,

٤٢. (فَإِنْ قُلْتَ): فَهَلْ يَلْحَقُ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ فِيْ وُجُوْبِ الْإِذْعَانِ لَهَا مَا ابْتَدَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ؟ (فَالْجَوَابُ): كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ فِيْ الْبَابِ الثَّانِيْ وَالسِّتِّيْنَ وَمِائَتَيْنِ: إِنَّهُ يَنْدُبُ الْإِذْعَانُ لَهُ وَلَا يَجِبُ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ (الحديد، ٥٧:٢٧) وَكَمَا أَشَارَ إِلَيْهَا قَوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً) فَقَدْ أَجَازَ لَنَا إِبْتِدَاعَ كُلِّ مَا كَانَ حَسَنًا وَجُعِلَ فِيْهِ الْأَجْرُ لِمَنْ إِبْتَدَعَهُ وَلِمَنْ عَمِلَ بِهِ مَا لَمْ يُشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ.

৩১. আপনি যদি এই আপত্তি করেন যে, বিদ্'আতে-হাসানাহ্র পর্যায়ভূক্ত যেসব নতুন বিষয় মুসলমানেরা উদ্ভাবন করেছেন, সেগুলো ওয়াজিব স্বীকার করায় কি সুন্নাতে-সহীহার (পার্যায়ের) সাথে মিলে যায় না? তার জবাব হল, সেই নতুন বিষয়টি অর্থাৎ বিদ্'আতে-হাসানাহ্টি স্বীকার করা মানদূব; ওয়াজিব নয়। যেমন, এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী রয়েছে وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ (তারা যে বৈরাগ্যকে নিজেদের পক্ষ থেকে বিদ্'আত বানিয়ে নিয়েছিল (আরম্ভ করেছিল), সেটি আমি তাদের উপর ফরজ করে দিই নি)[১]। আরো যেমন, এ বিষয়ে নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً (যেই ব্যক্তি উত্তম কোন সুন্নাহ্র (পন্থার) সূচনা করে)।[২] অতএব, যেসব কিছু উত্তম, সেগুলোর সূচনা করা আমাদের জন্য জায়েয। এবং এর বিপরীতে সূচনাকারী এবং সেই অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারীদের জন্য

[১]. আল কুরআন : সূরা হাদীদ, ৫৭:২৭।

[২]. (ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, ২:৭০৫, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুল হাস্সি আলাস্ সদকাহ, হাদিস : ১০১৭।
(খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, ৫:৫৫, ৫৬, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুত্ তাহরীযি আলাস্ সদকাহ, হাদিস : ২৫৫৪।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, ১:৭৪, মুকাদ্দামাহ, বাবু সাল্লা সুন্নাতান হাসানাতান আও সায়্যিয়াতান, হাদিস : ২০৩।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:৩৫৭-৩৫৯।
(ঙ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ৮:১০১, ১০২, হাদিস : ৩৩০৮।
(চ) দারেমী : আস্ সুনান, ১:১৪১, হাদিস : ৫১৪।

প্রতিদান রাখা হয়েছে। যে পর্যন্ত সেই উত্তম বস্তুটি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা কষ্টসাধ্য না হয়।[১]

(২৫) ইমাম আহমদ শিহাবুদ্দীন ইবনে-হাজর আল-মক্কী আল-হাইতমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ৯৭৪ হি.)

'আল-ফাতাওয়া-আল-হাদীসাহ্' কিতাবে ইমাম ইবনে-হাজর মক্কী কোন প্রশ্নকারীর জবাব দিতে গিয়ে লিখেছেন,

٤٣. وَقَوْلُ السَّائِلِ نَفَعَ اللهُ بِهِ: وَهَلِ الِاجْتِمَاعُ لِلْبِدَعِ الْمُبَاحَةِ جَائِزٌ؟ جَوَابُهُ: نَعَمْ جَائِزٌ. قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: الْبِدْعَةُ فِعْلُ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَنْقَسِمُ إِلَى خَمْسَةِ أَحْكَامٍ يَعْنِي الْوُجُوْبَ وَالنَّدْبَ الخ، وَطَرِيْقُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ فَأَيُّ حُكْمٍ دَخَلَتْ فِيْهِ فَهِيَ مِنْهُ، فَمِنَ الْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ تَعَلُّمُ النَّحْوِ الَّذِيْ يُفْهَمُ بِهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ، وَمِنَ الْبِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ مَذْهَبُ نَحْوَ الْقَدَرِيَّةِ، وَمِنَ الْبِدَعِ الْمَنْدُوْبَةِ إِحْدَاثُ نَحْوِ الْمَدَارِسِ وَالْاِجْتِمَاعِ لِصَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ، وَمِنَ الْبِدَعِ الْمُبَاحَةِ الْمُصَافَحَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَمِنَ الْبِدَعِ الْمَكْرُوْهَةِ زَخْرَفَةُ الْمَسَاجِدِ وَالْمَصَاحِفِ أَيْ بِغَيْرِ الذَّهَبِ وَإِلَّا فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ، وَفِي الْحَدِيْثِ (كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ) وَهُوَ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمُحَرَّمَةِ لَا غَيْرَ،

৩২. প্রশ্নকারী যে বলেছেন, (আল্লাহ্ তাঁকে সাফল্য দান করুন) মুবাহ্-বিদ্'আত কি সামাজিক ভাবে পালন করা জায়েয আছে? তার জবাব হল, হাঁ, জায়েয আছে। শায়খ ইয্যুদ্দীন বিন আবদুস্ সালাম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ বলছেন, বিদ্'আত এমনসব কাজকে বলে, যেগুলো নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানায় ছিল না। বিদ্'আতকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন, ওয়াজিব, মানদূব ... ইত্যাদি। বিদ্'আত পরিচয় করার পদ্ধতি হল, বিদ্'আতটিকে শরীয়তের মূলনীতির সাথে তুলনা করতে হবে। অতএব, বিদ্'আতটি শরীয়তের যেই মূলনীতির আওতাভূক্ত হবে, সেই মূলনীতিটি সেই বিদ্'আতটির উপর কার্যকর হবে।

[১]. শা'রানী : আল ইওয়াকিয়াত ওয়াল জাওয়াহির ফী বয়ানি আকায়িদিল আকাবির, ২:২৮৮।

মোট কথা, ওয়াজিব-বিদ্'আতের উদাহরণ হল 'এলমে-নাহ্'র শিক্ষা গ্রহণ করা। যা দ্বারা কুরআন-হাদিস শিক্ষায় সুবিধা হয়। হারাম-বিদ্'আতের উদাহরণ, হল নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করা। যেমন, কাদারিয়া। মানদূব-বিদ্'আতের উদাহরণ হল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং জামাত সহকারে তারাবীহ্র নামাজ আদায় করা। মুবাহ্-বিদ্'আতের উদাহরণ হল নামাজের পর মুসাফাহা করা। মাকরূহ্-বিদ্'আতের উদাহরণ হল মসজিদ ও কোরানের কপিতে কারুকাজ করা। অর্থাৎ স্বর্ণ ব্যবহার ব্যতিরেকে। অন্যথায় তা হারাম-বিদ্'আত হবে। আর হাদিস-শরীফে যে উল্লেখ রয়েছে كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ "সকল বিদ্'আতই গোমরাহী" এবং وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ "সকল গোমরাহীই জাহান্নামের যোগ্য"[১], তা দ্বারা হারাম-বিদ্'আতকেই বুঝানো হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কিছুই বুঝানো হয় নি।[২]

(২৬) শায়খ মোহাম্মদ শামসুদ্দীন আশ্-শারবীনী আল-খতীব (৯৭৭ হি.)

হিজরী দশম শতাব্দীর জগদ্বিখ্যাত শাফেয়ী আলেম শায়খ মোহাম্মদ শামসুদ্দীন আশ্-শারবীনী আল-খতীব তাঁরই 'মুগনিল-মুহতাজ ইলা মারিফাতি মা'আনি আলফাযিল-মিনহাজ' কিতাবে وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مُبْتَدِعٍ لَا نُكَفِّرُهُ -এর টীকায় শায়খ ইয্যুদ্দীন বিন আবদুস্ সালামের বরাত দিয়ে লিখছেন,

٤٤. الْبِدْعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى وَاجِبَةٍ، وَمُحَرَّمَةٍ، وَمَنْدُوبَةٍ، وَمَكْرُوهَةٍ، وَمُبَاحَةٍ. قَالَ وَالطَّرِيْقُ فِي ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ كَالِاشْتِغَالِ بِعِلْمِ النَّحْوِ أَوْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَمُحَرَّمَةٌ كَمَذْهَبِ الْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْمُجَسِّمَةِ وَالرَّافِضَةِ. قَالَ: وَالرَّدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنَ الْبِدَعِ

[১]. (ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, ৪:২০০, কিতাবুস্ সুন্নাহ, বাবু ফী লুযুমিস্ সুন্নাহ, হাদিস : ৪৬০৭।
(খ) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, ৫:৪৪, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জা-আ ফীল আখযি বিস্-সুন্নাহ, হাদিস : ২৬৭৬।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুকাদ্দামাহ, বাবু ইত্তিবায়ি সুন্নাতি খোলাফায়ির রাশিদীন, ১:১৫, হাদিস : ৪২।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:১২৬।
(ঙ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ১:১৭৮, হাদিস : ৫।

[২]. ইবনে হাজর মক্কী : আল ফাতওয়াল হাদীসিয়্যাহ, পৃ. ১৩০।

الْوَاجِبَةِ. أَيْ لِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الشَّرِيعَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ فِي قَوَاعِدِ الْمَنْدُوبِ فَمَنْدُوبَةٌ كَبِنَاءِ الرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ، وَكُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يَحْدُثْ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ كَصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ، أَوْ فِي قَوَاعِدِ الْمَكْرُوهِ فَمَكْرُوهٌ كَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَتَزْوِيقِ الْمَصَاحِفِ، أَوْ فِي قَوَاعِدِ الْمُبَاحِ فَمُبَاحَةٌ كَالْمُصَافَحَةِ عَقِبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالتَّوَسُّعِ فِي الْمَآكِلِ وَالْمَلَابِسِ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا فَهُوَ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ: وَالثَّانِي مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ فَهُوَ غَيْرُ مَذْمُومٍ.

৩৩. বিদ্'আত ওয়াজিব, হারাম, মানদূব, মাকরূহ্ এবং মুবাহ্ এই কয়টি প্রকারের হয়ে থাকে। তিনি বলেন, বিদ্'আত পরিচয়ের নিয়ম এই যে, বিদ্'আতটিকে শরীয়তের মূলনীতির সাথে তুলনা করে দেখতে হবে। তা যদি ওয়াজিবকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়ে থাকে, তাহলে বিদ্'আতটি হবে ওয়াজিব। যেমন, এলমে-নাহু শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করা। তা যদি হারাম সাব্যস্তকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়ে থাকে, তাহলে বিদ্'আতটি হবে হারাম। যেমন, কাদারিয়া, মর্জিয়া, মুজাস্সামা ও রাফেজী ধর্মমত। তিনি বলেন, এসব (বাতিল) ধর্মমতকে খণ্ডন করা ওয়াজিব-বিদ্'আতের পর্যায়ভূক্ত। কেন না, বিদ্'আতকারী ব্যক্তিটি শরীয়তে এমন কাজটিই করল, যা নবী-পাকের জমানায় ছিল না। তা যদি মুস্তাহাব সাব্যস্তকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়ে থাকে, তাহলে বিদ্'আতটি হবে মুস্তাহাব। যেমন, সরাইখানা ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং তারাবীহ্র নামাজ ইত্যাদি। তা যদি মাকরূহ্ সাব্যস্তকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়ে থাকে, তাহলে বিদ্'আতটি হবে মাকরূহ্। যেমন, মসজিদে কারুকাজ করা এবং কোরানের কপিকে সুচারু করা। তা যদি মুবাহ্ সাব্যস্তকারী নীতিমালার আওতাভূক্ত হয়ে থাকে, তাহলে বিদ্'আতটি হবে মুবাহ্। যেমন, ফজর ও আসর নামাজের পর পরস্পর মুসাফাহা করা, পানাহারে লাগামহীনতা অবলম্বন করা। ইমাম বায়হাকী স্বীয় সনদ সহকারে মানাকিবে-শাফেঈতেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে কোন নতুন আবিষ্কার দুই ধরনের। এক ধরনের হল যা কিতাব, সুন্নাহ্ ও ইজমায়ে-উম্মতের পরিপন্থী। সেটিই বিদ্'আতে-দ্বালালাহ্ বা গোমরাহীপূর্ণ বিদ্'আত। আরেক

ধরনের হল যা কল্যাণকর হিসাবে আবিষ্কার করা হয়েছে। তাই সেগুলো বিদ্'আতে-গাইরে-মাযমূমাহ্ বা অনিন্দনীয় বিদ্'আত।[১]

(২৭) ইমাম মোল্লা আলী ইবনে সুলতান মোহাম্মদ আল-কারী (ওফাত: ১০১৪হি)

ইমাম মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ স্বীয় 'মিরকাত শরহে-মিশকাত' কিতাবে বিদ্'আতের প্রকারভেদ সহ বিস্তারিত আলোচনা এভাবে উদ্ধার করেন,

٤٥. قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي آخِرِ كِتَابِ ﴿الْقَوَاعِدِ﴾: الْبِدْعَةُ إِمَّا وَاجِبَةٌ كَتَعَلُّمِ النَّحْوِ لِفَهْمِ كَلَامِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَكَتَدْوِينِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَالْكَلَامِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَإِمَّا مُحَرَّمَةٌ كَمَذْهَبِ الْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْمُجَسِّمَةِ، وَالرَّدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنَ الْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ لِأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ مِنْ هَذِهِ الْبِدَعِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَإِمَّا مَنْدُوبَةٌ كَإِحْدَاثِ الرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ، وَكُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، وَكَالتَّرَاوِيحِ أَيْ بِالْجَمَاعَةِ الْعَامَّةِ وَالْكَلَامُ فِي دَقَائِقِ الصُّوفِيَّةِ، وَإِمَّا مَكْرُوهَةٌ كَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَتَزْوِيقِ الْمَصَاحِفِ يَعْنِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَمُبَاحٌ، إِمَّا مُبَاحَةٌ كَالْمُصَافَحَةِ عَقِيبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ أَيْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا، وَإِلَّا فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَكْرُوهٌ، وَالتَّوَسُّعُ فِي لَذَائِذِ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ، وَالْمَسَاكِنِ، وَتَوْسِيعِ الْأَكْمَامِ،

৩৪. শায়খ ইয্যুদ্দীন ইবনে আবদুস্ সালাম 'আল-কাওয়ায়িদুল-বিদ্'আত' কিতাবের শেষের দিকে লিখেছেন, ওয়াজিব-বিদ্'আতের মধ্যে রয়েছে কুরআন-হাদিস বুঝার জন্য নাহু-শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করা, উসূলে-ফিক্হ প্রণয়ন করা এবং জারাহ-তাদীলের এলম অর্জন করা ইত্যাদি। হারাম-বিদ্'আতের মধ্যে রয়েছে নতুন ধর্মমত আবিষ্কার করা। যেমন, জবরিয়া, কদরিয়া, মর্জিয়া, মুজাস্সামা ইত্যাদি। আর এই ধর্মমতগুলো খণ্ডন করা ওয়াজিব-বিদ্'আতের পর্যায়ভূক্ত। কেন না, সেই বিদ্'আতের মাধ্যমে শরীয়তের হেফাজত করা ফরজে-কেফায়া। মানদূব-বিদ্'আতের মধ্যে রয়েছে সরাইখানা ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং এমন যে কোন সৎকাজের প্রচলন করা যা ইসলামের প্রথম যুগে ছিল না।

[১]. শারবীনী : মুগনীল মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মা'আনিয়া আলফাযিল মিনহাজ, ৪:৪৩৬।

যেমন, জামাত সহকারে তারাবীহ্‌র নামাজ পড়া এবং তাসাওউফ বিষয়ের দুর্বোধ্য সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা ইত্যাদি।

ইমাম শাফেঈর দৃষ্টিতে মাকরূহ্-বিদ্'আতের মধ্যে রয়েছে মসজিদ ও কোরানের কপিতে কারুকাজ করা। অথচ হানাফীদের দৃষ্টিতে তা মুবাহ্। আর ইমাম শাফেঈর দৃষ্টিতে মুবাহ্-বিদ্'আতের মধ্যে রয়েছে ফজর ও আসর নামাজের পর মুসাফাহা করা। অথচ হানাফীদের দৃষ্টিতে তা মাকরূহ্। অনুরূপ সুস্বাদু খাদ্যগ্রহণ, সুপেয় দ্রব্য গ্রহণ সহ বসতবাটী ও পরিধেয় বস্ত্রাদিতে বিলাসী হওয়াও মুবাহ্-বিদ্'আতের আওতাভূক্ত।[১]

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (সকল বিদ্'আতই গোমরাহী)-র ব্যাখ্যা

এক. ইমাম মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ১০১৪ হি.) كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (সকল বিদ্'আতই গোমরাহী) হাদিসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন,

٤٦. أَيْ: كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا﴾. وَجَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ الْقُرْآنَ، وَكَتَبَهُ زَيْدٌ فِي الْمُصْحَفِ، وَجُدِّدَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

৩৫. অর্থাৎ, নিন্দনীয় সকল বিদ্'আতই গোমরাহী। কেন না, নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যেই ব্যক্তি ইসলামে উত্তম কিছুর উদ্ভব করে, সেই ব্যক্তি সেই কাজটির এবং সেই কাজের অনুসারীদের সওয়াব অর্জন করবে।[২] আরো দেখুন, হযরত আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা পবিত্র কুরআন সংকলন করেছেন। হযরত যায়দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর হযরত ওসমান গনী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর জমানায় তা পুন:মুদ্রিত হয়।[৩]

---

[১]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাত শরহে মিশকাত, ১: ২১৬।

[২]. (ক) মুসলিম : আস্ সহীহ্, ২:৭০৫, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুল হাস্‌সি আলাস্ সদকাহ্, হাদিস : ১০১৭।
(খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, ৫:৫৫, ৫৬, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুত্ তাহরীযি আলাস্ সদকাহ্, হাদিস : ২৫৫৪।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, ১:৭৪, মুকাদ্দামাহ্, বাবু সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সায়্যিয়াতান, হাদিস : ২০৩।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:৩৫৭-৩৫৯।

[৩]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাত শরহে মিশকাত, ১: ২১৬।

দুই. ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (ওফাত: ৯৭৬ হি.) হাদিসটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

٤٧. وَفِي الْحَدِيثِ (كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ) وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُحَرَّمَةِ لَا غَيْرَ،

৩৬. হাদিস-শরীফে যে উল্লেখ রয়েছে 'সকল বিদ্'আত গোমরাহী আর সকল গোমরাহী জাহান্নামের যোগ্য[১]' সেই হাদিসটিতে 'বিদ্'আতে-মুহার্‌রামা' বা হারাম-বিদ্'আতের কথাই বলা হয়েছে; অন্য কোন ধরনের বিদ্'আতের কথা নয়।[২]

(২৮) শায়খ আবদুল হামিদ আশ্-শারওয়ানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্

শায়খ আবদুল হামিদ আশ্-শারওয়ানী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহ্ 'হাওয়াশিউশ্-শারওয়ানী' কিতাবে সবিস্তারে বিদ্'আত ও এর বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

٤٨. (قَوْلُهُ: لَا نُكَفِّرُهُ بِبِدْعَتِهِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا نُفَسِّقُهُ بِهَا (فَائِدَةٌ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْبِدْعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى وَاجِبَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ وَمَنْدُوبَةٍ وَمَكْرُوهَةٍ وَمُبَاحَةٍ قَالَ وَالطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَعْرِضَ الْبِدْعَةَ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ كَالِاشْتِغَالِ بِعِلْمِ النَّحْوِ أَوْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَمُحَرَّمَةٌ كَمَذْهَبِ الْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْمُجَسِّمَةِ وَالرَّافِضَةِ فَقَالَ وَالرَّدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنْ الْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الشَّرِيعَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ فِي

---

[১]. (ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, ৪:২০০, কিতাবুস্ সুন্নাহ্, বাবু কী লুযুমিস্ সুন্নাহ্, হাদিস : ৪৬০৭।
(খ) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ্, ৫:৪৪, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জা-আ ফীল আখযি বিস্-সুন্নাহ্, হাদিস : ২৬৭৬।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুকাদ্দামাহ্, বাবু ইত্তিবারি সুন্নাতি খোলাফায়ির রাশিদীন, ১:১৫, হাদিস : ৪২।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:১২৬।
(ঙ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ্, ১:১৭৮, হাদিস : ৫।
(চ) তাবরানী : মুসনাদুশ শামেয়ীন, ১:৪৪৬, হাদিস : ৭৮৬।
(ছ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৮:২৪৯, হাদিস : ৬২৪।

[২]. ইবনে হাজর মক্কী : আল-ফতওয়ায়াল হাদিসিয়্যাহ্, পৃ. ১৩০।

قَوَاعِدِ الْمَنْدُوبِ فَمَنْدُوبَةٌ كَبِنَاءِ الرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ وَكُلِّ إِحْسَانٍ لَمْ يُحْدَثْ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ كَصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ أَوْ فِي قَوَاعِدِ الْمَكْرُوهِ فَمَكْرُوهَةٌ كَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَتَزْوِيقِ الْمَصَاحِفِ أَوْ فِي قَوَاعِدِ الْمُبَاحِ فَمُبَاحَةٌ كَالْمُصَافَحَةِ عَقِبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالتَّوَسُّعِ فِي الْمَآكِلِ وَالْمَلَابِسِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ الْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا مَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا فَهُوَ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ وَالثَّانِي مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ فَهُوَ غَيْرُ مَذْمُومٍ.

৩৭. ব্যাখ্যাকারী আল্লামা আবদুল হামিদ শারওয়ানী বিদ'আতকারী ব্যক্তির ব্যাপারে গ্রন্থ-প্রণেতার উদ্ধৃতি لَا نُكَفِّرُهُ بِبِدْعَتِهِ এবং ইমাম যারাকশীর উক্তি وَلَا نُفَسِّقُهُ بِهَا -র বরাত দিয়ে বিদ'আতের শ্রেণি-বিভাগ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, ইয্যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম বলেছেন, বিদ'আত মোট পাঁচ প্রকার। যথা, ওয়াজিব, হারাম, মানদূব, মাকরূহ ও মুবাহ্। তিনি বলেন, এগুলো চেনার উপায় হল, বিদ'আতকে শরীয়তের বিধি-বিধানের সাথে তুলনা করে দেখতে হবে। যদি ওয়াজিবকারী বিধানের আওতাভূক্ত হয়, তাহলে তা ওয়াজিব-বিদ'আত। যেমন, এলমে-নাহু শিক্ষা গ্রহণ করা। যদি হারাম সাব্যস্তকারী বিধানের আওতাভূক্ত হয়, তাহলে তা হারাম-বিদ'আত। যেমন, কদরিয়া, মর্জিয়া, মুজাস্সামা ও রাফেজী ধর্মমত। তিনি বলেন, এসব বাতিল ধর্মমত খণ্ডনের উদ্যোগ গ্রহণ করা ওয়াজিব-বিদ'আতেরই পর্যায়ভূক্ত। কেননা, বিদ'আতকারী ব্যক্তি শরীয়তে এমন কিছুরই সূচনা করেছে, যা নবী-পাকের জমানায় ছিল না। যদি মুস্তাহাব সাব্যস্তকারী বিধানের আওতাভূক্ত হয়, তাহলে তা মুস্তাহাব-বিদ'আত। যেমন, সরাইখানা ও মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা। আর সেসব ভাল ও কল্যাণকর কিছুর সূচনা করা, যেগুলো পূর্বযুগে ছিল না। যেমন, তারাবীহ্র নামাজ ইত্যাদি। যদি মাকরূহ্ সাব্যস্তকারী বিধানের আওতাভূক্ত হয়, তাহলে তা মাকরূহ্-বিদ'আত। যেমন, আকর্ষণীয় রূপে মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করা এবং পবিত্র কোরানের কপিতে কারুকজ করা ইত্যাদি। যদি মুবাহ্ সাব্যস্তকারী বিধানের আওতাভূক্ত হয়, তাহলে তা মুবাহ্-বিদ'আত। যেমন, ফজর ও আসরের নামাজের পর পরস্পর মুসাফাহা করা, পানাহারে বিলাসিতা অবলম্বন করা। একই কথা ইমাম বায়হাকী তাঁর

মানাকিবে-শাফেঈতেও সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সকল নতুন কিছু দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। হয়ত তা কুরআন-সুন্নাহ্ এবং ইজমার পরিপন্থী হবে; সেটিই হল গোমরাহীপূর্ণ বিদ'আত। নয়ত তা হবে কল্যাণধর্মী ও মঙ্গলজনক; আর সেটিই পছন্দনীয় ও নন্দিত।[১]

(২৯) ইমাম মোহাম্মদ আবদুর রউফ যায়নুদ্দীন আল-মুনাবী আশ্-শাফেঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ১০৩১ হি.)

ইমাম মোহাম্মদ আবদুর রউফ আল-মুনাবী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ স্বীয় 'ফয়যুল-কদীর শরহুল-জামিয়িস-সগীর' কিতাবে বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন,

٤٩. اَلْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ هُنَا اِعْتِقَادُ مَذْهَبِ الْقَدْرِيَّةِ أَوِ الْجَبْرِيَّةِ أَوِ الْمُرْجِئَةِ أَوِ الْمُجَسِّمَةِ وَنَحْوِهِمْ فَإِنَّ الْبِدْعَةَ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ : مُحَرَّمَةٌ وَهِيَ هَذِهِ ، وَوَاجِبَةٌ وَهِيَ نَصْبُ أَدِلَّةِ الْمُتَكَلِّمِيْنَ لِلرَّدِّ عَلَى هَؤُلَاءِ وَتَعَلُّمُ النَّحْوِ الَّذِيْ بِهِ يُفْهَمُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَمَنْدُوْبَةٌ كَإِحْدَاثِ نَحْوِ رِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ وَكُلِّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ ، وَمَكْرُوْهَةٌ كَزَخْرَفَةِ مَسْجِدٍ وَتَزْوِيْقِ مُصْحَفٍ ، وَمُبَاحَةٌ كَالْمُصَافَحَةِ عَقِبَ صُبْحٍ وَعَصْرٍ وَتَوَسُّعٍ فِيْ لَذِيْذِ مَأْكَلٍ وَمَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ وَلُبْسِ طَيْلَسَانٍ وَتَوْسِيْعِ أَكْمَامٍ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيْبِهِ.

৩৮. বিদ'আত দ্বারা কদরিয়া, জবরিয়া, মর্জিয়া, মুজাস্সামাসহ বাতিল আকিদার অপরাপর ধর্মমতগুলোকেই বুঝায়। বিদ'আত নিশ্চয় পাঁচ প্রকার। যেমন, ওয়াজিব-বিদ'আত। তা হল, ওসব বাতিল আকিদার ধর্মমতকে খণ্ডনের জন্য ধর্মগুরুদের পক্ষ থেকে দলিলাদি পেশ করা, কুরআন-সুন্নাহ্ জানার জন্য এলমে-নাহু ইত্যাদি শেখা। এবং এই ধরনের অন্যসব বিদ্যা অর্জন করাও ওয়াজিব-বিদ'আতের মধ্যেই শামিল। আর যেমন, মুস্তাহাব-বিদ'আত। তা হল, সরাইখানা ও মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা এবং পূর্বযুগে ছিল না এমন কোন কল্যাণময় ও মঙ্গলজনক কাজের উদ্যোগ নেওয়া। আর যেমন, মাকরূহ্-বিদ'আত। তা হল, আকর্ষণীয় রূপে মসজিদ নির্মাণ করা এবং পবিত্র কোরানের

[১]. শারওয়ানী : হাওয়ায়ে শারওয়ানী : ১০:২৩৫।

পৃষ্ঠাগুলোতে কারুকাজ করা ইত্যাদি। আর যেমন, মুস্তাহাব-বিদ্'আত। তা হল, ফজর ও আসর নামাজের পর পরস্পর মুসাফাহা করা, পানাহার, পোষাক-আশাক, বসতবাটি ও সরঞ্জামাদিতে বিলাসিতা অবলম্বন করা এবং আস্তিন খোলা রাখা ইত্যাদি। ইমাম নাওয়াওয়ী কথাগুলো স্বীয় 'তাহযীব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১]

(৩০) শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (ওফাত: ১০৫২ হি.)

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ স্বীয় 'আশি'আতুল-লুম্'আত' কিতাবে বিদ্'আতের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন,

> ৩৯. কিছু বিদ্'আত এমনও রয়েছে, যেগুলো ওয়াজিব। যেমন, এলমে-নাহু ও ছরফ বিষয়ের শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা দান। কেননা, এগুলোর মাধ্যমেই কুরআন-হাদিস ইত্যাদি শিখতে সুবিধা হয়। অন্যথায় সম্ভবই হয় না। অনুরূপ কুরআন-হাদিসের গভীর জ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়াবলি শিক্ষা গ্রহণ করা, যেগুলো দ্বারা দীনকে রক্ষা করা বহুলাংশেই নির্ভর করে। আবার কিছু বিদ্'আত মুস্তাহসান ও মুস্তাহাবও রয়েছে। যেমন, সরাইখানা ও দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা। কোন কোন বিদ্'আত আবার কোন কোন ওলামাদের দৃষ্টিতে মাকরূহ্। যেমন, আকর্ষণীয় রূপে মসজিদ নির্মাণ করা এবং কুরআন-শরীফের কপিতে কারুকাজ করা। কিছু বিদ্'আত মুবাহ্। যেমন, প্রয়োজন মত মুখরোচক ও সুস্বাদু খাবার গ্রহণ করা এবং দামী পোষাক পরিধান করা। তবে শর্ত, হালাল হতে হবে। তদুপরি অবাধ্যতা, অহংকার, দম্ভ, ত্রাস ও প্রভাব বিস্তারের স্বার্থে হতে পারবে না। তাছাড়া এমনসব বস্তু বা বিষয় যা নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানায় ছিল না। যেমন, আটা চালার চালুনি ইত্যাদি। কিছু বিদ্'আত হারাম। যেমন, বেদ্আতীদের নিজস্ব মনগড়া নতুন মতবাদ, যেগুলো নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খোলাফায়ে-রাশেদীন এবং আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের তরিকার পরিপন্থী।[২]

[১]. মুনাবী : ফয়যুল কদীর শরহে জামিউস্ সগীর, ১:৩৯।

[২]. আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : আশিয়াতুল লুম'আত, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ, ১:১২৫

(৩১) আল্লামা আলাউদ্দীন মোহাম্মদ বিন আলী বিন মোহাম্মদ আল-হাছ্কাফী রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ১০৮৮ হি.)

আল্লামা আলাউদ্দীন মোহাম্মদ হাছ্ফাকীও বিদ্'আতকে 'হাসানাহ্' ও 'সাইয়িআহ্' এই দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। তাই আজানের পরে সালাম পাঠ করাকে বিদ্'আতে-হাসানাহ্ ঘোষণা করতে গিয়ে তিনি বলছেন,

> ٥١. التَّسْلِيمُ بَعْدَ الْأَذَانِ حَدَثَ فِي رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةَ سَبْعِمِائَةٍ وَإِحْدَى وَثَمَانِينَ فِي عِشَاءِ لَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ، ثُمَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ حَدَثَ فِي الْكُلِّ إِلَّا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ فِيهَا مَرَّتَيْنِ، وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ.

৪০. ৭৮১ হিজরী সনের রবিউস্-সানী মাসে সোমবার দিন এশার নামাজ থেকে আজানের পর সালাম পাঠ করার তরিকাটি আরম্ভ হয়। পরবর্তীতে জুমার দিন আজানের পর সালাম পাঠ করা হয়। সেই থেকে দশ বছর পর মাগরিব ব্যতীত সকল নামাজেই দুইবার করে সালাম পাঠ করা হতে থাকে। এই তরিকাটি হল 'বিদ্'আতে-হাসানাহ্'।[১]

(৩২) ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ বিন আবদুল বাকী আয্-যারকানী আল-মালেকী রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ১১২২ হি.)

ইমাম মোহাম্মদ আবদুল বাকী যারকানী রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ (এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত) এই হাদিসটির আওতায় বিদ্'আতের অর্থ ও শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন,

> ٥٢. سَمَّاهَا بِدْعَةً لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسَنَّ لَهُمِ الْاِجْتِمَاعَ لَهَا وَلَا كَانَتْ فِي زَمَنِ الصِّدِّيقِ وَهُوَ لُغَةً مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ، وَتُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى مُقَابِلِ السُّنَّةِ وَهِيَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ تَنْقَسِمُ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ. وَحَدِيثُ ﴿كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ﴾ مِنَ الْعَامِ الْمَخْصُوصِ، وَقَدْ رَغَّبَ فِيهَا عُمَرُ.

[১]. হাফকাকী : দুররে মুখতার আল হানিফির রদ, ১:৩৬২।

৪১. জামাত সহকারে তারাবীহ্‌র নামাজ পড়াকে এই কারণেই বিদ্'আত বলা হয়ে থাকে যে, নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নামাজটির জন্য জামাত করাকে সুন্নাহ্ হিসাবে ঘোষণা দেন নি। তদুপরি, আভিধানিক অর্থে সেসব বস্তু বা বিষয়কেই বিদ্'আত বলা হয়, যেগুলো পূর্বতন কোন উপমা ব্যতিরেকেই উদ্ভব হয়। আর বিদ্'আতে-সাইয়িআহ্ সুন্নাহ্‌র বিপরীতেই আসে। তা দ্বারা সেসব আমলকেই বুঝানো হয়, যেগুলো নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানায় ছিল না। তদুপরি, বিদ্'আত পাঁচ প্রকার হিসাবেই স্বীকৃত। كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ (প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত বস্তুই ভ্রষ্ট[১]) এই হাদিসটি আম-মাখসূস্। হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু সেটির (তারাবীহ্‌র নামাজের) প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।[২]

(৩৩) আল্লামা মুরতাজা হোসাইনী আয্-যোবায়দী আল-হানাফী (ওফাত: ১২০৫ হি.)

ভাষাবিদ হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ আল্লামা মুরতাজা যোবায়দী হানাফী স্বীয় ভূবন-বিখ্যাত 'তাজুল-আরূস্ মিন্ জাওয়াহিরিল-কামূস্' কিতাবে বিদ্'আতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ উদ্ধার করেছেন। তিনি লিখেছেন,

٥٣. وَقَالَ ابنُ السِّكِّيت: البِدْعَةُ: كُلُّ مُحْدَثَةٍ. وَفِي حَدِيثِ قِيَامِ رَمَضَانَ نِعْمَت البِدْعَةُ هذهِ وقالَ ابنُ الأَثِير: البِدْعَةُ بِدْعَتَانِ: بِدْعَةُ هُدىً، وبِدْعَةُ ضَلالٍ، فَمَا كانَ فِي خِلافِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ فَهُوَ فِي حَيِّزِ الذَّمِّ والإِنْكَارِ، وَمَا كَانَ وَاقِعاً تَحْتَ عُمُومِ مَا نَدَبَ اللهُ إِلَيْهِ، وحَضَّ عَلَيْه، أَوْ رَسُولُه، فَهُوَ فِي حَيِّزِ المَدْحِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثَالٌ مَوْجُودٌ كنَوعٍ مِن الجُودِ والسَّخَاءِ، وفِعْلِ المَعْرُوفِ، فَهُوَ من الأَفْعَالِ المَحْمُودَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ فِي خِلافِ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قد جَعَلَ لَهُ فِي ذلِكَ

[১]. (ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, ৪:২০০, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু কী লুযুমিস্ সুন্নাহ, হাদিস : ৪৬০৭।
(খ) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, ৫:৪৪, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জা-আ ফীল আখযি বিস্-সুন্নাহ, হাদিস : ২৬৭৬।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুকাদ্দামাহ, বাবু ইত্তিবায়ি সুন্নাতি খোলাফায়ির রাশিদীন, ১:১৫, হাদিস : ৪২।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:১২৬।
[২]. যুরকানী : শরহুল মুয়াত্তা, ১:২৩৮।

نَوَاباً، فقالَ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُها وأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. وَقَالَ فِي ضِدِّهِ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عليهِ وِزْرُهَا ووِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وذلِكَ إِذا كانَ فِي خِلافِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ ورَسُلُه، قَالَ: وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالَى عَنهُ: نِعْمَتِ البِدْعَةُ هذِه لَمَّا كَانَتْ من أَفْعَالِ الخَيْرِ، ودَاخِلَةً فِي حَيِّزِ المَدْحِ سَمَّاهَا بِدْعَةً ومَدَحَها، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّها لَهُمْ، وإِنَّما صَلاَّهَا لَيَالِيَ ثُمَّ تَرَكَها، ولَمْ يُحَافِظْ عَلَيْها، وَلَا جَمَعَ النَّاسَ لَهَا، وَلَا كَانَتْ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وإِنَّمَا عُمَرُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهَا ونَدَبَهُمْ إِلَيْهَا، فَبِهذَا سَمَّاهَا بِدْعَةً، وَهِي على الحَقِيقَةِ سُنَّةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم: عَلَيْكُمْ بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي. وقَوْلُه صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم: اقْتَدُوا باللَّذِين مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ عُمَرَ. وعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يُحْمَلُ الحَدِيثُ الآخَرُ: كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ إِنَّمَا يُرِيدُ مَا خَالَفَ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ ولَمْ يُوَافِقِ السُّنَّةَ،

৪২. ইবনে-সিক্কীত বলেছেন, নতুন বস্তু বা বিষয় মানেই বিদ্'আত। যেমন, রমজানের জামাতকে কেন্দ্র করে نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ (এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত[১])– এই হাদিসটি। ইবনে-আছীর রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ বলেছেন, বিদ্'আত দুই প্রকার। যথা, বিদ্'আতে-হুদা (হেদায়তপূর্ণ বিদ্'আত) এবং বিদ্'আতে-দ্বালাল (গোমরাহীপূর্ণ বিদ্'আত)। যেই কর্ম আল্লাহ্‌র বিধানের বিপরীত, তা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে যেই কর্ম এমন কোন সাধারণ বিধানের শাখা হয়, যেটিকে আল্লাহ্ মুস্তাহাব ঘোষণা দিয়েছেন, কিংবা যেটির প্রতি স্বয়ং আল্লাহ্ কিংবা তদীয় রসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্বুদ্ধ করেছেন, সেই কাজটি প্রশংসনীয়। আবার যেসব কর্ম পূর্বতন যুগগুলোতে বিদ্যমান না থাকে, যেমন দান-দক্ষিণার বিভিন্ন ধরনসহ অপরাপর সৎকর্মাদি, সেগুলো যদি কল্যাণময় ও মঙ্গলজনক কর্ম হয়ে থাকে, তবে সেগুলো সৎকর্ম

[১]. (ক) মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী ক্বিয়ামি রমযান, ১:১১৪, হাদিস : ২৫০।
(খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৩:১১৭, হাদিস : ৩২৬৯।
(গ) সুয়ূতী : তানভীরুল হাওয়ালেক শরহে মুয়াত্তায়ে মালেক, ১:১০৫, হাদিস : ২৫০।
(ঘ) ইবনে রযব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১:২৬৬।
(ঙ) যুরকানী : শরহে যুরকানী আলা মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ১:৩৪০।

হিসাবেই গণ্য। শর্ত যে, সেগুলো শরীয়তের পরিপন্থী হতে পারবে না। কারণ, নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব কাজের জন্য সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন, যেই ব্যক্তি ভাল কোন কাজের সূচনা করে, সে নিজের কাজের প্রতিদানও পাবে এবং যেসব মানুষ সেই কাজটি করবে তাদের কর্মের প্রতিদানও পাবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি মন্দ কোন কাজের সূচনা করে, তার ব্যাপারে এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি মন্দ কোন কাজের সূচনা করে, সে নিজের কাজটির আপদও ভোগ করবে এবং যেসব মানুষ সেই কাজটি করবে তাদের কর্মের আপদও ভোগ করবে।[১] আর তা তখনই হবে, যখন কাজটি আল্লাহ্ ও তদীয় রসুলের বিধানের পরিপন্থী হবে। অনুরূপ (অর্থাৎ বিদ্'আতে-হাসানাহ্) সাইয়েদুনা ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর বাণী نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هٰذِهِ (এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত)। সুতরাং, কোন কাজ যদি মঙ্গলজনক ও কল্যাণজনক হয় এবং প্রশংসনীয় কাজের পর্যায়ভূক্ত হয়, তখন সেটিকে (আভিধানিক অর্থে) বিদ্'আত বলা হবে। কিন্তু সেটিকে ভাল ও উত্তম কাজ বলা হবে। কেননা, নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই আমলটিকে (জামাত সহকারে তারাবীহ্র নামাজ পড়াকে) সাহাবাদের জন্য সুন্নাহ্ হিসাবে ঘোষণা দেন নি। কয়েক রাত পড়েন। পরে (জামাত সহকারে পড়া) বাদ দিয়ে দেন। এরপর তিনি তা লাগাতারও করেন নি। লোকজনকেও উদ্বুদ্ধ করেন নি। এমনকি হযরত সিদ্দীকে-আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর জমানায়ও নামাজটি জামাত সহকারে পড়া হয় নি। তারপর এসে হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর জামানায় তিনি নামাজটির জন্য লোকদেরকে একত্রিত করলেন। সবাইকে তিনি নামাজটির প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। তাই তাঁর এই কাজটিকে বিদ্'আত বলা হল। অথচ তাঁর কাজটি নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী– عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ (তোমাদের জন্য আমার সুন্নাহ্ পালন করা আবশ্যক। আমার পরবর্তীতে খোলাফায়ে-

[১]. (ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, ২:৭০৫, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুল হাস্সি আলাস্ সদকাহ, হাদিস : ১০১৭।
(খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, ৫:৫৫, ৫৬, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুত্ তাহরীযি আলাস্ সদকাহ, হাদিস : ২৫৫৪।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, ১:৭৪, মুকাদ্দামাহ, বাবু সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সায়্যিয়াতান, হাদিস : ২০৩।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:৩৫৭-৩৫৯।
(ঙ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ২:৩৫০, হাদিস : ৯৮০০।
(চ) বায়হাকী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৪:১৭৫, হাদিস : ৭৫৩১।

রাশেদীনগণের সুন্নাহ্[১]) এবং اِقْتَدُوْا بِاللَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ (আমার পরবর্তীতে তোমরা আবু বকর ও ওমর এই দুইজনের অনুসরণ করবে[২])-র পরিপ্রেক্ষিতে মূলতঃই সুন্নাহ্। অতএব, এই ব্যাখ্যার আলোকে كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (সকল বিদ্'আতই গোমরাহী) হাদিসটিকে শরীয়তের নীতিমালার পরিপন্থী এবং সুন্নাহ্র প্রতিকূল হিসাবে গণ্য করা হবে।[৩]

(৩৪) আল্লামা সাইয়েদ মোহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন আশ্-শামী (১২৫২ হি.)

আল্লামা সাইয়েদ মোহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন শামী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ স্বীয় 'রদ্দুল-মুহতার দুর্রুল-মুখতার' কিতাবে صَاحِبُ بِدْعَةٍ 'ছাহিবু-বিদ্'আত' বাক্যাংশটির মর্ম ও অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বিদ্'আতের কতিপয় শ্রেণিবিভাগ ব্যক্ত করতঃ বলছেন,

٥٤. (قَوْلُهُ أَيْ صَاحِبُ بِدْعَةٍ) أَيْ مُحَرَّمَةٍ، وَإِلَّا فَقَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً، كَنَصْبِ الْأَدِلَّةِ لِلرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ، وَتَعَلُّمِ النَّحْوِ الْمُفْهِمِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْدُوبَةً كَإِحْدَاثِ نَحْوِ رِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ وَكُلِّ إِحْسَانٍ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، وَمَكْرُوهَةً كَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ. وَمُبَاحَةً كَالتَّوَسُّعِ بِلَذِيذِ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالثِّيَابِ كَمَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْمُنَاوِيِّ عَنْ تَهْذِيبِ النَّوَوِيِّ، وَبِمِثْلِهِ فِي الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ لِلْبِرْكِلِيِّ.

৪৩. তাঁর উক্তি দ্বারা অর্থাৎ 'ছাহিবু-বিদ্'আত' দ্বারা হারাম-বিদ্'আতই উদ্দেশ্য। আর তা-ই যদি উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে ওয়াজিব-বিদ্'আতই উদ্দেশ্য। যেমন, গোমরাহ্ ফির্কাগুলোর খণ্ডনে দলিল কায়েম করা এবং এলমে-

[১]. (ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, ৪:২০০, কিতাবুস্ সুন্নাহ, বাবু ফী লুযুমিস্ সুন্নাহ, হাদিস : ৪৬০৭।
(খ) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, ৫:৪৪, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জা-আ ফীল আখযি বিস্-সুন্নাহ, হাদিস : ২৬৭৬।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুকাদ্দামাহ, বাবু ইত্তিবারি সুন্নাতি খোলাফায়ির রাশিদীন, ১:১৫, হাদিস : ৪২।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:১২৬।
(ঙ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ১:১৭৮, হাদিস : ৫।
[২]. (ক) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, কিতাবুল মানাক্বিব আন রাসূলিল্লাহ, বাবু মানাক্বিব আবী বকর ওয়া ওমর, ৫:৬০৯, হাদিস : ৩৬৬২।
(খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফী ফাযলি আসহাবি রাসূলিল্লাহ, ১:৩৭, হাদিস : ৯৭।
(গ) হাকেম : আল মুসতাদ্রাক, ৩:৭৯, হাদিস : ৪৪৫১।
[৩]. মুরতাযা যোবাইদী : তাজুল উরুশ মিন জাওয়াহিরিল কামূস, ১১:৯।

নাহ্ শিক্ষা গ্রহণ করা, যা কিতাব ও সুন্নাহ্র জ্ঞান অর্জনের পথে এক প্রকার বাধ্যতামূলক। অনুরূপ তা বিদ্'আতে-মানদূবা হবে। যেমন, সীমান্ত এলাকা প্রহরা দেওয়া, মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা, এমনসব ভাল ভাল কাজ ইত্যাদির সূচনা করা, যেগুলো পূর্বযুগে ছিল না। অনুরূপ মসজিদকে আকর্ষণীয় রূপে নির্মাণ করা বিদ্'আতে-মাকরূহ্। অনুরূপ রসনা-বিলাসী খাবার ও পানীয়সহ পোষাক-আশাকে বিলাসিতা অবলম্বন করা মুবাহ্-বিদ্'আত। ইমাম মুনাবীর 'জামিউস্-সগীর', ইমাম নাওয়াওয়ীর 'তাহ্যীব' এবং ইমাম বরকলীর 'আত্-তরীকতুল-মোহাম্মদিয়া'তেও এভাবেই ব্যক্ত রয়েছে।[১]

(৩৫) শায়খ মোহাম্মদ বিন আলী বিন মোহাম্মদ আশ্-শাওকানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ (ওফাত: ১২৫৫ হি.)

ইয়ামেনের সুপ্রসিদ্ধ গাইরে-মুকাল্লিদ আলেম শায়খ শাওকানী ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর বাণী نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هَـذِهِ (এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত)-এর টীকায় 'ফতহুল-বারী' কিতাবের বরাত দিয়ে বিদ্'আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন,

٥٥. الْبِدْعَةُ أَصْلُهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، وَتُطْلَقُ فِي الشَّرْعِ عَلَى مُقَابَلَةِ السُّنَّةِ فَتَكُونُ مَذْمُومَةً، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسَنٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ حَسَنَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَقْبَحَةٌ، وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ، وَقَدْ تَنْقَسِمُ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ.

৪৪. আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেসব কাজকে বিদ্'আত বলে যেসব কাজের পূর্বেকার কোন উপমা না থাকে। আর পরিভাষায়, সুন্নাহ্র বিপরীতে বিদ্'আত আসে। তাই বিদ্'আত নিন্দনীয়। আসল কথা এই যে, বিদ্'আত যদি এমন কোন মূলনীতির আওতাভূক্ত থাকে, যা শরীয়ত মতে মুস্তাহসান, তাহলে সেই বিদ্'আতটি হাসানাহ্ হবে। আর যদি এমন কোন মূলনীতির আওতাভূক্ত থাকে, যা শরীয়ত মতে নিন্দনীয়, তাহলে সেই বিদ্'আতটি সাইয়িআহ্ হবে; অথবা হবে মুবাহ্-বিদ্'আত। নি:সন্দেহে পাঁচ প্রকারের বিদ্'আত রয়েছে।[২]

(৩৬) আল্লামা শিহাবুদ্দীন সাইয়েদ মাহমূদ আলূসী (ওফাত: ১২৭০ হি.)

[১]. ইবনে আবেদীন শামী : রুদ্দুল মুহতার আল দুররে মুখতার, ১:৪১৪।
[২]. শাওকানী : নাইলুল আওতার শরহে মুন্তাক্বিল আখবার, ৩:৬৩।

আবুল ফজল শিহাবুদ্দীন সাইয়েদ মুহমূদ আলূসী বাগদাদী স্বীয় তাফসীর-গ্রন্থ 'রূহুল-মাআনী ফি তাফসীরিল-কুরআনিল-আযীমি ওয়াস্-সাব'ইল-মাছানী'-তে আল্লামা নাওয়াওয়ীর বরাতে বিদ্'আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

٥٦. وَتَفْصِيلُ الْكَلَامِ فِي الْبِدْعَةِ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ مُحْيِي الدِّيْنِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ قَالَ الْعُلَمَاءُ : اَلْبِدْعَةُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوْبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوْهَةٌ وَمُبَاحَةٌ فَمِنَ الْوَاجِبَةِ تَعَلُّمُ أَدِلَّةِ الْمُتَكَلِّمِيْنَ لِلرَّدِّ عَلَى الْمُلَاحَدَةِ وَالْمُبْتَدِعِيْنَ وَشِبْهُ ذَلِكَ وَمِنَ الْمَنْدُوْبَةِ تَصْنِيْفُ كُتُبِ الْعِلْمِ وَبِنَاءِ الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطُ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَمِنَ الْمُبَاحَةِ التَّبَسُّطُ فِي أَلْوَانِ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوْهُ ظَاهِرَانِ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمَخْصُوْصِ.

وَقَالَ صَاحِبُ جَامِعِ الْأُصُوْلِ : اَلْإِبْتِدَاعُ مِنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ إِنْ كَانَ فِي خِلَافِ مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ فِي حَيِّزِ الذَّمِّ وَالْإِنْكَارِ وَإِنْ كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُمُوْمِ مَا نَدَبَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ أَوْ رَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثَالُهُ مَوْجُوْدًا كَنَوْعٍ مِنَ الْجُوْدِ وَالسَّخَاءِ وَفِعْلِ الْمَعْرُوْفِ وَيَعْضُدُ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ : نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ.

৪৫. ইমাম মুহিউদ্দীন আন্-নাওয়াওয়ী তাঁরই কিতাব 'শরহে-সহীহ্-মুসলিম'-এ বিদ্'আতের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া অন্যান্য ওলামারাও বলেছেন, বিদ্'আত পাঁচ প্রকার। যথা, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরূহ্ ও মুবাহ্। ওয়াজিব-বিদ্'আত যেমন, নাস্তিক, বিদ্'আতীসহ তদনুরূপ অপরাপর গর্হিত মতবাদের বিপরীতে সহীহ্-শুদ্ধ আকিদার এলম হাছিল করা। মুস্তাহাব-বিদ্'আত যেমন, দীনি এলমের কিতাবাদি প্রণয়ন করা, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, সরাইখানা দেওয়াসহ তদনুরূপ মঙ্গলজনক উদ্যোগ গ্রহণ করা ইত্যাদি। মুবাহ্-বিদ্'আত যেমন, রকমারি খাবার ও তদনুরূপ দ্রব্যাদির আধিক্য ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে হারাম ও মাকরূহ্-বিদ্'আত উভয়টিই প্রকাশমান। সুতরাং, বুঝা গেল যে, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ (সকল বিদ্'আতই গোমরাহী[১]) দ্বারা উদ্দেশ্য আম থেকে খাস্। তাছাড়া শরীয়তের মূলনীতি নির্ধারক বলছেন, বিদ্'আত কয়েক প্রকারের রয়েছে। যেসব কাজ আল্লাহ্ ও রসুলের বিধানের বিপরীত, সেগুলো নিন্দনীয় ও গর্হিত। যেসব কাজ এমন কোন সাধারণ বিধানের আওতাভূক্ত, যেগুলো আল্লাহ্ মুস্তাহাব ঘোষণা করেছেন এবং রসুল যেগুলোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন, সেসব কাজ প্রশংসনীয় ও নন্দিত। যদিও সেসব কাজের পূর্বতন কোন উপমা নাও থাকে। যেমন দান-দক্ষিণার বিভিন্ন ধরন ও অন্যান্য সৎ কর্ম ইত্যাদি। তারাবীহ্র নামাজের জামাত সম্পর্কে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর বাণী 'এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত' দ্বারা এর পক্ষে সহায়তা পাওয়া যায়।[২]

(৩৭) মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (১২৯৭ হি.)

মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ সহীহ্ বোখারীর হাশিয়ায় বিদ্'আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন,

٥٧. اَلْبِدْعَةُ أَصْلُهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ وَيُطْلَقُ فِي الشَّرْعِ فِي مُقَابَلَةِ السُّنَّةِ فَتَكُوْنُ مَذْمُوْمَةً وَالتَّحْقِيْقُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسِنٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ حَسَنَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبِحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَقْبَحَةٌ وَإِلاَّ فَهِيَ مِنْ قَسْمِ الْمُبَاحِ وَقَدْ تَنْقَسِمُ إِلَى أَحْكَامِ خَمْسَةٍ قَالَهُ فِي الْفَتْحِ أَيْ وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوْبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوْهَةٌ وَمُبَاحَةٌ كَذَا فِي الْكِرْمَانِيْ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْمُوَطَّا لَا بَأْسَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ تَطَوُّعًا وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَا رَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ قَبِيْحًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيْحٌ. وَفِي الْفَتْحِ قَالَ ابْنُ

[১]. (ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, ৪:২০০, কিতাবুস্ সুন্নাহ, বাবু কী লুযুমিস্ সুন্নাহ, হাদিস : ৪৬০৭।
(খ) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, ৫:৪৪, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জা-আ ফীল আখযি বিস্-সুন্নাহ, হাদিস : ২৬৭৬।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুকাদ্দামাহ, বাবু ইত্তিবায়ি সুন্নাতি খোলাফায়ির রাশিদীন, ১:১৫, হাদিস : ৪২।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:১২৬।
(ঙ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৬:৬৭, হাদিস : ৭৫১৬।
(চ) হাকেম : আল মুসতাদ্রাক, ১:১৭৪, হাদিস : ৩২৯।

[২]. আলুসী : রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস্ সাবয়ে মাসানী, ১৪:১৯২।

التِّيْنِ وَغَيْرُهُ اِسْتَنْبَطَ عُمَرُ ذَلِكَ مِنْ تَقْرِيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى مَعَهُ فِي تِلْكَ اللَّيَالِيْ وَإِنْ كَانَ كَرِهَ ذَلِكَ لَهُمْ فَإِنَّمَا كَرِهَهُ خَشْيَةً أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي إِيْرَادِ الْبُخَارِيْ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ عَقِبَ حَدِيْثِ عُمَرَ فَلَمَّا مَاتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَلَ الْاَمْنُ مِنْ ذَلِكَ.

৪৬. বিদ্'আত মানে সেই আমল, যা পূর্বতন কোন উপমা ব্যতিরেকে করা হয়। সাধারণত: শরীয়তে সেটিকে সুন্নাহ্র বিপরীত হিসাবে ধরা হয়। তাই, সেই অবস্থায় এটি নিন্দনীয় হয়। কিন্তু মূল কথা এই যে, এটি যদি শরীয়তের উত্তম উত্তম বিষয়াবলির আওতায় চলে আসে, তাহলে সেটিকে 'বিদ্'আতে-হাসানাহ্' বলা হবে। পক্ষান্তরে এটি যদি শরীয়তের মন্দসব বিষয়াবলির আওতায় চলে আসে, তাহলে সেটিকে 'বিদ্'আতে-মুস্তাকবিহা' (নিন্দনীয় বিদ্'আত) হিসাবে ধরা হবে। তবে এটি যদি উভয়টির আওতায় না আসে, তাহলে সেটিকে মুবাহ্-বিদ্'আতে গণ্য করা হবে। আর বিদ্'আত নি:সন্দেহে পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত। ফতহুল-বারী প্রণেতা যেমন বলেছেন, বিদ্'আতের পাঁচটি প্রকার হল ওয়াজিব, মানদূব, হারাম, মাকরূহ্ ও মুবাহ্। শরহে-কিরমানীতেও এ রকমই ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম মোহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ মুয়াত্তায় উল্লেখ করেছেন, রমজান মাসে নফল নামাজ পড়াতে কোনই বাধা নাই। নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে কাজটি মুসলমানদের দৃষ্টিতে ভাল ও উত্তম হিসাবে গণ্য, সেটি আল্লাহ্র দৃষ্টিতেও ভাল ও উত্তম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে কাজটি মুসলমানদের দৃষ্টিতে মন্দ ও খারাপ, সেটি আল্লাহ্র দৃষ্টিতেও মন্দ ও খারাপ।[১] ফতহুল-বারী কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, ইবনুল-মতীনসহ অপরাপর আলেমগণ বলেছেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মতিসূচক হাদিস থেকে একই ধরনের ইস্তেম্বাত করতে গিয়ে বলেছেন, কেহ কেহ তাঁর (নবী-পাকের) সাথে সেসব রাতে নামাজ পড়েছেন। আর যদি তাতে

[১]. (ক) বায্যার : আল মুসনাদ, ৫:২১৩, হাদিস : ১৮১৬।
(খ) তায়ালুসী : আল মুসনাদ, ১:৩৩, হাদিস : ২৪৬।
(গ) তাবরানী : আল মু'জামুল কবীর, ৯:১১২, হাদিস : ৮৫৮৩।
(ঘ) ইবনে রজব : জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম, ১:২৫৪।
(ঙ) বায়হাকী : আল ই'তিকাদ, ১:৩২২।

তাঁদের জন্য কারাহত (মাকরূহ্ হওন) ছিল, তাহলে তা এই ভয়েই ছিল যে, পাছে সেই নামাজটি তাদের উপর ফরজ হয়ে যায়। এটিই সেই রহস্যই ছিল, যা ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ্ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর হাদিস বাদেও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হার হাদিস থেকেও উদ্দেশ্য নিয়েছেন। নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পরেই সেই (নামাজটির ফরজ হওয়ার) ভয় কেটে যায়।[১]

(৩৮) নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (ওফাত: ১৩০৭ হি.)

গাইরে-মুকাল্লিদ হিসাবে প্রসিদ্ধ আলেম নাওয়াব সিদ্দীক হাসান ভূপালী পরিষ্কার ভাবে লিখেছেন, সকল নতুন কাজকেই 'বিদ্'আত' বলে অপবাদ লেপন করবেন না। বরং বিদ্'আত কেবল সেসব কাজকেই বলা যাবে, যা দ্বারা কোন সুন্নাহ্কে পরিহার করা হয়। আর যেসব নতুন কাজ শরীয়তের কোন বিধানের পরিপন্থী নয়, সেগুলো বিদ্'আত নয়। সেগুলো বরং মুবাহ্ ও জায়েয। শায়খ ওয়াহীদুজ্জামান তাঁরই কিতাব 'হাদিয়াতুল-মাহ্দী'র ১১৭ পৃষ্ঠায় বিদ্'আত সম্পর্কে আল্লামা ভূপালীর এই উক্তিটি উদ্ধার করেন,

٥٨. اَلْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ الْمُحَرَّمَةُ هِيَ الَّتِيْ تَرْفَعُ السُّنَّةَ مِثْلَهَا وَالَّتِيْ لَا تَرْفَعُ شَيْئًا مِنْهَا فَلَيْسَتْ هِيَ مِنَ الْبِدْعَةِ بَلْ هِيَ مُبَاحُ الْاَصْلِ.

৪৭. সেসব কাজই হারাম ও গোমরাহীর বিদ্'আত, যা দ্বারা সেই ধরনের কোন সুন্নত বাদ পড়ে যায়। পক্ষান্তরে যেই বিদ্'আত দ্বারা কোন সুন্নতই বাদ পড়ে না, সেটি বিদ্'আত নয়। তা বরং মূলতঃ মুবাহ্।[২]

(৩৯) মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান (ওফাত: ১৩২৭ হি.)

প্রসিদ্ধ গাইরে-মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান বিদ্'আতরে প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন,

٥٩. إِمَّا الْبِدْعَةُ اللُّغَوِيَّةُ فَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مُبَاحَةٍ وَمَكْرُوْهَةٍ وَحَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ اللهِ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنَ الْبِدْعَةِ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ كَالْأَخْذِ بِالنَّوَاجِذِ لَمَّا حَثَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ

[১]. চাহরামপুরী : হাশিয়ায়ে বুখারী, ১:২৬৯।
[২]. ওহিদুজ্জামান : হিদাইয়াতুল মাহাদী, পৃ. ১১৭।

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ كَالتَّرَاوِيْحِ وَمِنْهَا مُبَاحَةٌ كَعَادَاتِ النَّاسِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ وَهِيَ هَيْئَةٌ قُلْتُ تَدْخُلُ فِي الْبِدْعَاتِ الْمُبَاحَةِ إِسْتِعْمَالُ الْوَرْدِ وَالرَّيَاحِيْنَ وَالْأَزْهَارِ لِلْعَرُوْسِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ مَنَعَ عَنْهَا لِأَجْلِ التَّشَبُّهِ بِالْهُنُوْدِ الْكُفَّارِ قُلْنَا إِذَا لَمْ يَنْوِ التَّشَبُّهُ أَوْجَرْيَ الْأَمْرِ الْمَرْسُوْمِ بَيْنَ الْكُفَّارِ فِي جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ فَلَا يَضُرُّ التَّشَبُّهُ كَكَثِيْرٍ مِنَ الْأَقْبِيَةِ وَالْأَلْبِسَةِ الَّتِيْ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْكُفَّارِ ثُمَّ شَاعَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَدْ لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً رُوْمِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ وَقَسْمُ الْأَقْبِيَةِ الَّتِيْ جَاءَتْ مِنْ بِلَادِ الْكُفَّارِ عَلَى أَصْحَابِهِ وَمِنْهَا مَا هِيَ تَرْكُ الْمَسْنُوْنِ وَتَحْرِيْفُ الْمَشْرُوْعِ وَهِيَ الضَّلَالَةُ وَقَالَ السَّيِّدُ الْبِدْعَةِ الضَّلَالَةُ الْمُحَرَّمَةُ هِيَ الَّتِيْ تَرْفَعُ السُّنَّةَ مِثْلَهَا وَالَّتِيْ لَا تَرْفَعُ شَيْئًا مِنْهَا فَلَيْسَتْ هِيَ مِنَ الْبِدْعَةِ بَلْ هِيَ مُبَاحُ الْأَصْلِ.

৪৮. আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্'আতকে কয়েক প্রকারে বিভক্ত করা যায়। যথা, মুবাহ্, মাকরূহ্, হাসানাহ্, সাইয়িআহ্। আমাদের সতীর্থদের মধ্য থেকে শায়খ ওয়ালীউল্লাহ্ বলেছেন, এসব বিদ্'আত থেকে বিদ্'আতে-হাসানাহ্গুলোকে দাঁতে কামড়ে তুলে নিতে হবে। কেন না, নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলোকে ওয়াজিব ঘোষণা না দিয়েই সেগুলোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন, তরাবীহ্। মুবাহ্ স্বরূপ আরো রয়েছে পানাহার ও পোষাক-আশাকে বাধাহীনতা। যা জীবনাচারের পক্ষে সহজতরও বটে। আমি বলব, বর-বধূর জন্য ফুল ও ফুল-কলির ব্যবহার (যেমন, হার ও মুকুট)ও মুবাহ্-বিদ্'আতেরই পর্যায়ভূক্ত। কেউ কেউ হিন্দুদের রীতি-নীতির সাথে সাদৃশ্যের কারণে সেগুলো বারণ করে থাকেন। আমি বলব, সাদৃশ্যের উদ্দেশ্য না রেখে কিংবা অস্বীকৃতি ব্যতিরেকে কফিরদের যেসব রীতি-নীতি মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গেছে, সেগুলোতে সাদৃশ্য থাকলেও কোন অসুবিধা নাই। যেমন, কোবাসহ এমনসব পোষাক যেগুলো কাফিরদের নিকট থেকে এসেছে আর মুসলমানদের মাঝে প্রচলন হয়ে গেছে। নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সংকীর্ণ আস্তিন-বিশিষ্ট রুমী জুব্বা পরিধান

করেছেন। আর কাফিরদের পক্ষ থেকে যেসব কোবা এসেছিল, সেগুলো তিনি সাহাবাদের মাঝে বিলি-বণ্টন করে দিয়েছিলেন। আরেক ধরনের বিদ্'আত হল সেই বিদ্'আত, যা দ্বারা কোন সুন্নাহ্ বাদ পড়ে যায় এবং শরীয়তের বিধানে পরিবর্তন আসে, সেই বিদ্'আতটিই গোমরাহীপূর্ণ (সাইয়িআহ্) বিদ্'আত। নাওয়াব সিদ্দীক হাসান ভূপালী বলেছেন, সেসব কাজই হারাম ও গোমরাহীর বিদ্'আত, যা দ্বারা সেই ধরনের কোন সুন্নত বাদ পড়ে যায়। পক্ষান্তরে যেই বিদ্'আত দ্বারা কোন সুন্নতই বাদ পড়ে না, সেটি বিদ্'আত নয়। তা বরং মূলতঃ মুবাহ্।[১]

(৪০) মাওলানা আবদুর রহমান মোবারকপুরী (১৩৫৩ হি.)

মাওলানা আবদুর রহমান মোবারকপুরী আভিধানিক বিদ্'আত ও শরীয়ত-ভিত্তিক বিদ্'আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে 'তোহ্ফাতুল-আহ্ওয়াযী' কিতাবে লিখছেন,

٥٩. بِقَوْلِ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَالْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ مَا أُحْدِثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيْعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَاِمَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا وَإِنْ كَانَ بِدْعَةً لُغَةً فَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ مِنْ جَوَامِعِ الْكِلَمِ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ شَيْئٌ وَهُوَ أَصْلٌ عَظِيْمٌ مِنْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ وَاِمَّا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ السَّلَفِ مِنْ اِسْتِحْسَانِ بَعْضِ الْبِدَعِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْبِدَعِ اللُّغَوِيَّةِ لَا الشَّرْعِيَّةِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي التَّرَاوِيْحِ (نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ) وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ الْجَمْعَةُ الْأَوَّلُ زَادَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَأَقَرَّهُ عَلِيٌّ وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ هُوَ بِدْعَةٌ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا أَرَادَ أَبُوْهُ فِي التَّرَاوِيْحِ.

৪৯. নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (প্রত্যেক বিদ্'আতই গোমরাহী[২])-তে বিদ্'আত দ্বারা সেসব নতুন

[১]. ওহিদুজ্জামান : হিদাইয়াতুল মাহাদী, পৃ. ১১৭।

[২]. (ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, ৪:২০০, কিতাবুস্ সুন্নাহ, বাবু ফী লুযুমিস্ সুন্নাহ, হাদিস : ৪৬০৭।
(খ) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, ৫:৪৪, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জা-আ ফীল আখযি বিস্-সুন্নাহ, হাদিস : ২৬৭৬।

কিছুকেই বুঝানো হয়েছে, শরীয়তে যেগুলোর কোনই ভিত্তি নাই। পক্ষান্তরে যেসব কিছুর ভিত্তি শরীয়তে বিদ্যমান রয়েছে, শরীয়ত মতে সেগুলোকে বিদ্'আত বলা যাবে না; যদিও আভিধানিক অর্থে বিদ্'আত হয়ে থাকে। কেন না, নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (প্রত্যেক বিদ্'আতই গোমরাহী) বাণীটি একটি সমন্বয়কারী পরম বাণী। এই বাণীটি থেকে কিছুই বাদ পড়ে না। বাণীটি দীনেরই বুনিয়াদী মূলনীতি। আর সম্মানিত সলফগণের উক্তিতে কোন কোন বিদ্'আতকে যে 'হাসানাহ্' তথা উত্তম বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তা আভিধানিক অর্থেই দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে তারাবীহ্র নামাজ-সম্পর্কিত হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু র نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ (এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত[১]) এই বাণীটিও রয়েছে। আর তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনিই বলেছেন, إِنْ كَانَتْ هَذِهِ بِدْعَةً فَنِعْمَتِ الْبِدْعَةِ (এটি যদি বিদ্'আতও হয়, তবু তা কতই যে উত্তম বিদ্'আত)। জুমার প্রথম আজানটিও এই ধরনেরই, যা হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু গণমানুষের স্বার্থে প্রয়োজনের তাগিদে প্রচলন করেছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুও সেই নিয়মটি বহাল রাখেন। বিশ্বের তাবৎ মুসলমান তা আজও অব্যাহত রেখেছেন। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এটি বিদ্'আত। তিনিও হয়ত একই অর্থেই বিদ্'আত শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যেই অর্থে তাঁরই আব্বাজান (হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) তারাবীহ্র নামাজের ব্যাপারে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন (যে, তারাবীহ্র নামাজ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ (খুবই উত্তম বিদ্'আত)।[২]

(৪১) মাওলানা শব্বীর আহমদ ওসমানী (ওফাত: ১৩৬৯ হি.)

(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুকাদ্দামাহ, বাবু ইত্তিবারি সুন্নাতি খোলাফায়ির রাশিদীন, ১:১৫, হাদিস : ৪২।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:১২৬।

[১]. (ক) মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী ক্বিয়ামি রমযান, , ১:১১৪, হাদিস : ২৫০।
(খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৩:১১৭, হাদিস : ৩২৬৯।
(গ) সুয়ূতী : তানভীরুল হাওয়ালেক শরহে মুয়াত্তায়ে মালেক, ১:১০৫, হাদিস : ২৫০।
(ঘ) ইবনে রযব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১:২৬৬।
(ঙ) যুরকানী : শরহে যুরকানী আলা মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ১:৩৪০।

[২]. মোবারকপুরী : জামিউত্ তিরমিযী মা'আ শরহে তোহফাতুল আহ্বী, ৩:৩৭৮।

মাওলানা শব্বীর আহমদ ওসমানী 'ফতহুল-মুলহিম শরহু সহীহ্-মুসলিম' কিতাবে كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ (সকল বিদ্'আতই গোমরাহী) এই হাদিসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিদ্'আতের প্রকারভেদ বর্ণনায় লিখছেন,

٦١. قَالَ عَلِيُّ الْقَارِيُّ قَالَ فِي الْأَزْهَارِ أَيْ كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ (مَنْ سَنَّ الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا) وَجَمَعَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ الْقُرْآنَ وَكَتَبَهُ زَيْدٌ فِي الْمُصْحَفِ وَجُدِّدَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ النَّوَوِيُّ اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ وَفِي الشَّرْعِ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ عَامٌّ مَخْصُوْصٌ.

৫০. মোল্লা আলী কারী 'আল-আযহারে' লিখছেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ (সকল বিদ্'আতই গোমরাহী) মানে كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٍ (সকল সাইয়িআহ্ বিদ্'আতই গোমরাহী)। এই কথার পক্ষে নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণীটিই প্রমাণ যে, তিনি ইরশাদ করেন, مَنْ سَنَّ الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا (যেই ব্যক্তি ইসলামে কল্যাণজনক নতুন কিছুর উদ্ভব করে, তার জন্য সেটির প্রতিদান রয়েছে। আর তাদের প্রতিদানও সে পাবে যারা সেই কাজটি করে)।[১] যেমন, হযরত আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌মা কুরআন সংকলন করেছেন। হযরত যায়দ বিন ছাবেত সেটিকে গ্রন্থাকারে লিখেছেন। আর হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর জমানায় তা পুনঃ সংস্করণ হয়। ইমাম নাওয়াওয়ী বলেন, সেসব কাজকে বিদ্'আত বলা হয়, যেসব কাজে পূর্বতন কোন উপমা থাকে না। শরীয়তের পরিভাষায় সেসব নতুন কাজকে বিদ্'আত বলে, যেগুলো নবী-পাক

[১]. (ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, ২:৭০৫, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুল হাস্‌সি আলাস্ সদকাহ, হাদিস : ১০১৭।
(খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, ৫:৫৫, ৫৬, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুত্ তাহরীযি আলাস্ সদকাহ, হাদিস : ২৫৫৪।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, ১:৭৪, মুকাদ্দামাহ, বাবু সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সায়্যিয়াতান, হাদিস : ২০৩।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:৩৫৭-৩৫৯।
(ঙ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, ৮:১০১, ১০২, হাদিস : ৩৩০৮।

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানায় ছিল না।[১] আর হাদিসটি আম-মাখসূস।[২]

ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের বিদ্'আতের এই শ্রেণি-বিভাগ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, বিদ্'আত যদি শরীয়তের কল্যাণধর্মী কাজের আওতায় চলে আসে, তাহলে তা বিদ্'আতে-হাসানাহ্। আর যদি গর্হিত কর্মের আওতায় চলে আসে (অর্থাৎ সেটির বিপরীতে শরীয়তের প্রমাণ থাকে), তাহলে বিদ্'আতে-সাইয়িআহ্। আর যদি এই দুইটির কোনটির আওতায় না আসে, তাহলে তা মুবাহ্।

(৪২) মাওলানা মোহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলবী (ওফাত: ১৪০২)

মাওলানা মোহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলবী 'আওজাযুল-মাসালিক ইলা মুয়াত্তা মালেক' কিতাবে نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ (এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত) উক্তিটির মর্মার্থ এবং বিদ্'আতের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন,

٦٢. وَالْبِدْعَةُ الْمَمْنُوْعَةُ تَكُوْنُ خِلَافَ السُّنَّةِ، وَهَذَا تَصْرِيْحٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ بِالْجَمَاعَةِ الْكُبْرَى، لِأَنَّ الْبِدْعَةَ مَا إِبْتَدَأَ بِفِعْلِهَا الْمُبْتَدِعُ وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ غَيْرُهُ، وَأَرَادَ بِالْبِدْعَةِ: إِجْتِمَاعَهُمْ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ لَا أَصْلَ التَّرَاوِيْحِ أَوِ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَلِكَ يُصَلُّوْنَ أَوْزَاعًا لِنَفْسِهِ وَمَعَ الرَّهْطِ.

৫১. নিষিদ্ধ বিদ্'আত সুন্নাতের পরিপন্থী হয়ে থাকে। কেন না, (হযরত সাইয়েদুনা ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) সর্বপ্রথম ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তারাবীহ্‌র নামাজ জামাতে পড়ার জন্য সবাইকে এক ইমামের পেছনে সমবেত করে দেন। কারণ, বিদ্'আত তো সেটিই হয়, যা কোন বেদ্আতী-ব্যক্তি প্রণয়ন করে, যা ইতোপূর্বে অন্য কেউ প্রণয়ন না করে। অতএব, হাদিসটিতে 'বিদ্'আত' দ্বারা এক ইমামের পেছনে সবাইকে সমবেত করাই

[১]. (ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, ৪:২০০, কিতাবুস্ সুন্নাহ, বাবু কী লুযুমিস্ সুন্নাহ, হাদিস : ৪৬০৭।
(খ) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, ৫:৪৪, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জা-আ ফীল আখযি বিস্-সুন্নাহ, হাদিস : ২৬৭৬।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুকাদ্দামাহ, বাবু ইত্তিবারি সুন্নাতি খোলাফায়ির রাশিদীন, ১:১৫, হাদিস : ৪২।
(ঘ) তাবরানী : আল মু'জামুল কবীর, ১৮:২৪৯, হাদিস : ৬২৪।
[২]. উসমানী : ফতহুল মুলহিম শরহে সহীহিল মুসলিম, ২:৪০৬।

উদ্দেশ্য। কেবল তারাবীহ্ কিংবা তারাবীহ্র জামাত উদ্দেশ্য নয়। কেন না, সাহাবাগণ পূর্বে আলাদা আলাদা ভাবে কিংবা দলে দলে নামাজটি পড়তেন।[১]

(৪৩) শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ্ বিন বায (১৪২১ হি.)

বেশি দেরির কথা নয়, সৌদি সরকারের প্রসিদ্ধ মুফতী শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ্ বিন বায সৌদি সরকারের 'ইফতা, দাওয়াত ও ইরশাদ' বিভাগের ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত তাঁর 'ফাতাওয়া-আল-লুজনাতুদ-দায়িমাতে লিল-বুহূছিল-ইলমিয়্যাহ্ ওয়াল-ইফতা'-ফতোয়ায় 'বিদ'আতে-হাসানাহ্' ও 'বিদ'আতে-সাইয়িআহ্'র শ্রেণিভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

٦٣. أَوَّلًا: قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ الْبِدْعَةَ إِلَى بِدْعَةٍ دِينِيَّةٍ وَبِدْعَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ، فَالْبِدْعَةُ فِي الدِّينِ هِيَ: إِحْدَاثُ عِبَادَةٍ لَمْ يَشْرَعْهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَهِيَ الَّتِي تُرَادُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذُكِرَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ.

وَأَمَّا الدُّنْيَوِيَّةُ: فَمَا غَلَبَ فِيهَا جَانِبُ الْمَصْلَحَةِ عَلَى جَانِبِ الْمَفْسَدَةِ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ مَمْنُوعَةٌ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: مَا أُحْدِثَ مِنْ أَنْوَاعِ السِّلَاحِ وَالْمَرَاكِبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

ثَانِيًا: اَلطَّائِرَاتُ وَمُكَبِّرَاتُ الصَّوْتِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْعَادِيَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ الْمُبْتَدَعَةِ وَلَيْسَ فِيهَا مَحْذُورٌ شَرْعِيٌّ فَاسْتِعْمَالُهَا لَا مَحْذُورَ فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ظُلْمٌ لِأَحَدٍ وَلَا نَصْرٌ لِبِدْعَةٍ أَوْ مُنْكَرٍ، وَلَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي الْأَحَادِيثِ الْمُحَذِّرَةِ مِنَ الْبِدَعِ.

ثَالِثًا: طَبْعُ الْقُرْآنِ وَكِتَابَتُهُ مِنْ وَسَائِلِ حِفْظِهِ وَتَعَلُّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَالْوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ الْغَايَاتِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مَشْرُوعًا وَلَيْسَ مِنَ الْبِدَعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا؛ لِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ ضَمِنَ حِفْظَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَهَذَا مِنْ وَسَائِلِ حِفْظِهِ.

৫২. ওলামায়ে-কেরামগণ বিদ'আতকে 'দীনি' ও 'দুনিয়াবী' এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। দীনি-বিদ'আত এমনসব এবাদতের প্রচলনকেই বুঝায়,

[১]. কাসলানী : আওয়াজুল মাসালেক ইলা মুয়াত্তায়ে মালেক, ২:২৯৭।

যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা বিধিবদ্ধ করেন নি। আর উল্লিখিত হাদিসটি দ্বারা এই শ্রেণির বিদ'আতের কথাই বুঝানো হয়েছে। অনুরূপ অন্যসব হাদিস দ্বারাও এই বিদ'আতকেই বুঝায়। দুনিয়াবী-বিদ'আত সেই বিদ'আতকেই বুঝায়, যাতে কল্যাণকর দিকটি অনিষ্টকর দিকটির চেয়ে জোরালো হয়। আর তা জায়েয। অন্যথায় (কল্যাণকর দিক অনিষ্টকর দিকের চেয়ে জোরালো না হয়ে থাকলে) গর্হিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার, বাহন এবং এই ধরনের আরো কিছু তৈরি করা। অনুরূপ পবিত্র কুরআন-শরীফ ছাপানো, কুরআন হেফজ করাসহ শিখণ-প্রশিক্ষণের বিভিন্ন মাধ্যম ইত্যাদি। সুতরাং এসব কিছু বিধিসম্মত ও শরীয়ত-সিদ্ধ। এগুলো গর্হিত বিদ'আতের পর্যায়ভূক্ত নয়। কেন না, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন সংরক্ষণের জামিনদার হয়েছেন। আর এসব মাধ্যম সংরক্ষণেরই অন্তর্ভূক্ত।[১]

অপর প্রশ্নের জবাবে ইবনে বায বিদ'আতে-দীনিয়া (ধর্মীয়-বিদ'আত) ও বিদ'আতে-আদিয়ার (স্বভাবজাত বিদ'আতের) প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

٦٤. اَلْبِدْعَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى: بِدْعَةٍ دِينِيَّةٍ، وَبِدْعَةٍ عَادِيَّةٍ، فَالْعَادِيَّةُ مِثْلُ: كُلُّ مَا جَدَّ مِنَ الصَّنَاعَاتِ وَالْاِخْتِرَاعَاتِ، وَالْأَصْلُ فِيهَا: اَلْجَوَازُ إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى مَنْعِهِ.

أَمَّا الْبِدْعَةُ الدِّينِيَّةُ فَهِيَ: كُلُّ مَا أُحْدِثَ فِي الدِّينِ مُضَاهَاةً لِتَشْرِيعِ اللهِ؛

৫৩. বিদ'আতকে ধর্মীয়-বিদ'আত এবং স্বভাবজাত বিদ'আত এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। স্বভাবজাত বিদ'আত বলতে সেসব নতুন বস্তুকে বুঝায়, যেগুলো হয় আবিষ্কার করা হয়েছে, নয়ত বুনা হয়েছে। মূলতঃ সেগুলো জায়েয হওয়ার পক্ষে বিধান রয়েছে। তবে সেগুলো ব্যতীত, যেগুলো না-জায়েয হওয়া নিয়ে শরীয়তের দলিল বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে ধর্মীয়-বিদ'আত বলতে সেসব নতুন আবিষ্কৃত বস্তুকে বুঝায়, যেগুলো ধর্মের স্বার্থে প্রবর্তন করা হয়, কিন্তু আল্লাহ্র শরীয়তের অনুরূপ (সেগুলো না-জায়েয)।[২]

[১]. ইবনে বায : ফতোয়াল জাল্লাত, ২:৩২৫।
[২]. ইবনে বায : ফতোয়াল জাল্লাত, ২:৩২৯।

বিদ্'আতের আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করার পর বিদ্'আতে-খাইর (ভাল-বিদ্'আত) ও বিদ্'আতে-শর (মন্দ-বিদ্'আত)-এর সবিস্তার আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে বায বলছেন,

٦٥. اَلْبِدْعَةُ: هِيَ كُلُّ مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، ثُمَّ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَامَلَاتِ وَشُؤُوْنِ الدُّنْيَا، كَاخْتِرَاعِ آلَاتِ النَّقْلِ مِنْ طَائِرَاتٍ وَسَيَّارَاتٍ وَقَاطِرَاتٍ، وَأَجْهِزَةِ الْكَهْرَبَاءِ، وَأَدَوَاتِ الطَّهِيِّ، وَالْمُكَيِّفَاتِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ لِلتَّدْفِئَةِ وَالتَّبْرِيْدِ وَآلَاتِ الْحَرْبِ مِنْ قَنَابِلَ وَغَوَّاصَاتٍ وَدَبَّابَاتٍ ... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي دُنْيَاهُمْ فَهَذِهِ فِي نَفْسِهَا لَا حَرَجَ فِيْهَا وَلَا إِثْمَ فِي اخْتِرَاعِهَا، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَقْصَدِ مِنَ اخْتِرَاعِهَا وَمَا تُسْتَعْمَلُ فِيْهِ فَإِنْ قُصِدَ بِهَا خَيْرٌ وَاسْتُعِيْنَ بِهَا فِيْهِ فَهِيَ خَيْرٌ، وَإِنْ قُصِدَ بِهَا شَرٌّ مِنْ تَخْرِيْبٍ وَتَدْمِيْرٍ وَإِفْسَادٍ فِي الْأَرْضِ وَاسْتُعِيْنَ بِهَا فِي ذَلِكَ فَهِيَ شَرٌّ وَبَلَاءٌ.

৫৪. যেসব কিছু পূর্বতন কোন উপমা ব্যতিরেকে আবিষ্কার করা হয়, সেগুলোকে বিদ্'আত বলা হয়। তন্মধ্য হতে যেসব বস্তু প্রয়োজনীয় মাধ্যম হিসাবে এবং দুনিয়াবী কাজে-কর্মে ব্যবহৃত হয়, যেমন, বাহন ও পরিবহনের মাধ্যম স্বরূপ জলযান, উড়োজাহাজ, গাড়ি, রেলওয়ে ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, প্রকৌশলের বিভিন্ন বিভিন্ন হাতিয়ার, গ্রীষ্ম ও শীত নিয়ন্ত্রণে এয়ার-কন্ডিশন ইত্যাদি। অনুরূপ যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি। যেমন এটম বোম, সাবমেরিন, ডুবোজাহাজ, ট্যাঙ্কসহ ইত্যাকার অন্যসব বস্তু, যেগুলোকে মানব-জীবনের হিতকর মাধ্যম হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এগুলো এমন কতগুলো জিনিস, যেগুলো আবিষ্কারের পেছনে মূলতঃ কোন গুনাহ্ও নাই, কোন অপরাধও নাই। কিন্তু এসব বস্তু আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে বলা যায়। যথা, এগুলোর আবিষ্কারের পেছনে যদি ভাল কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, মানব-কল্যাণ ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে তো সেগুলো দ্বারা কল্যাণজনক কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে সেগুলো তো কল্যাণকরই বটে। পক্ষান্তরে সেগুলো আবিষ্কারের পেছনে যদি পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার মন্দ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, তাহলে

তো সেগুলো দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করা মানে ধ্বংস আর বিনাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেগুলো তো তখন এক ধরনের অশনি ও আপদই বটে।[১]

(৪৪) মোহাম্মদ বিন আলবী আল-মালেকী আল-মক্কী (১৪২৫ হি.)

মক্কা-শরীফের জগদ্বিখ্যাত আলেমে-দীন শায়খ সাইয়েদ মোহাম্মদ বিন আলবী আল-মালেকী আল-হাসানী বিদ্'আতকে হাসানাহ ও সাইয়িআহ্ এই দুই প্রকারে শ্রেণিভাগ করা আবশ্যিক হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি তাঁর 'মাফাহীমু ইয়াজিবু আঁই ইয়ুসাহ্হিহা' কিতাবে বিদ্'আত সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করতে গিয়ে লিখছেন,

٥٦. أَنَّ رُوْحَ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ تُوْجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُمَيِّزَ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْبِدْعَةِ وَأَنْ نَقُوْلَ : إِنَّ مِنْهَا الْبِدْعَةَ الْحَسَنَةَ وَمِنْهَا الْبِدْعَةُ السَّيِّئَةُ. وَهَذَا مَا يَقْتَضِيْهِ الْعَقْلُ النَّيِّرُ وَالنَّظَرُ الثَّاقِبُ.

وَهَذَا مَا حَقَّقَهُ عُلَمَاءُ الْأُصُوْلِ مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَالْإِمَامِ الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالنَّوَوِيِّ وَالسُّيُوْطِيِّ وَالْمَحَلِّيِّ وَابْنِ حَجَرٍ.

وَمِنْ أَمْثَلَةِ ذَلِكَ هَذَا الْحَدِيْثُ: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ – فَلَا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ: أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْبِدْعَةُ السَّيِّئَةُ الَّتِيْ تَدْخُلُ تَحْتَ أَصْلٍ شَرْعِيٍّ.

وَهَذَا التَّقْيِيْدُ وَارِدٌ فِيْ غَيْرِ هَذَا الْحَدِيْثِ كَحَدِيْثِ: (لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ). فَهَذَا الْحَدِيْثُ مَعَ أَنَّهُ يُفِيْدُ الْحَصْرَ فِيْ نَفْيِ صَلَاةِ جَارَ الْمَسْجِدَ إِلَّا أَنَّ عُمُوْمَاتِ الْأَحَادِيْثِ تُفِيْدُ تَقْيِيْدَهُ بِأَنَّ لَا صَلَاةَ كَامِلَةَ وَ كَحَدِيْثِ: (لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ) قَالُوْا: أَيْ صَلَاةَ كَامِلَةَ وَكَحَدِيْثِ : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) قَالُوْا: أَيْ إِيْمَانًا كَامِلًا

[১]. ইবনে বায : ফতোয়াল জাল্লাত, ২:৩২১।

وَهُوَ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ هُنَا هُوَ الشَّارِعُ الْحَكِيْمُ، فَلِسَانُهُ هُوَ لِسَانُ الشَّرْعِ، فَلَا بُدَّ مِنْ فَهْمِ كَلَامِهِ عَلَى الْمِيْزَانِ الشَّرْعِيِّ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ، وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْبِدْعَةَ فِي الْأَصْلِ هِيَ : كُلُّ مَا أُحْدِثَ وَأُخْتُرِعَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ فَلَا يَغِيْبُ عَنْ ذِهْنِكَ أَنَّ الزِّيَادَةَ أَوِ الْإِخْتِرَاعَ الْمَذْمُوْمَ هُنَا هُوَ الزِّيَادَةُ فِيْ أَمْرِ الدِّيْنِ لِيَصِيْرَ مِنْ أَمْرِ الدِّيْنِ. وَالزِّيَادَةُ فِي الشَّرِيْعَةِ لِيَأْخُذَ صِبْغَةَ الشَّرِيْعَةِ، فَيَصِيْرُ شَرِيْعَةً مُتَّبَعَةً مَنْسُوبَةً لِصَاحِبِ الشَّرِيْعَةِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِيْ حَذَّرَ مِنْهُ سَيِّدُنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) فَالْحَدُّ الْفَاصِلُ فِي الْمَوْضُوْعِ هُوَ قَوْلُهُ: (فِي أَمْرِنَا هَذَا).

وَلِذَلِكَ فَإِنَّ تَقْسِيْمَ الْبِدْعَةِ إِلَى حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ فِيْ مَفْهُوْمِنَا لَيْسَ إِلَّا لِلْبِدْعَةِ اللُّغَوِيَّةِ الَّتِيْ هِيَ مُجَرَّدُ الْإِخْتِرَاعِ وَالْإِحْدَاثِ، وَلَا نَشُكُّ جَمِيْعًا فِيْ أَنَّ الْبِدْعَةَ بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ لَيْسَتْ إِلَّا ضَلَالَةً وَفِتْنَةً مَذْمُوْمَةً مَرْدُوْدَةً مَبْغُوْضَةً، وَلَوْ فَهِمَ أُوْلَئِكَ الْمُنْكِرُوْنَ هَذَا الْمَعْنَى لَظَهَرَ لَهُمْ أَنَّ مَحَلَّ الْإِجْتِمَاعِ قَرِيْبٌ مَوْطِنُ النِّزَاعِ بَعِيْدٌ.

وَزِيَادَةٌ فِي التَّقْرِيْبِ بَيْنَ الْأَفْهَامِ أَرَى أَنَّ مُنْكِرِيْ التَّقْسِيْمِ إِنَّمَا يُنْكِرُوْنَ تَقْسِيْمَ الْبِدْعَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِدَلِيْلِ تَقْسِيْمِهِمِ الْبِدْعَةَ إِلَى دِيْنِيَّةٍ وَدُنْيَوِيَّةٍ، وَإِعْتِبَارِهُمْ ذَلِكَ ضَرُوْرَةً.

وَأَنَّ الْقَائِلِيْنَ بِالتَّقْسِيْمِ إِلَى حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْبِدْعَةِ اللُّغَوِيَّةِ لِأَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الدِّيْنِ وَالشَّرِيْعَةِ ضَلَالَةٌ وَسَيِّئَةٌ كَبِيْرَةٌ، وَلَا شَكَّ فِيْ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَالْخِلَافُ شَكْلِيٌّ، غَيْرَ أَنِّيْ أَرَى أَنَّ إِخْوَانَنَا الْمُنْكِرِيْنَ لِتَقْسِيْمِ الْبِدْعَةِ إِلَى حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ، وَالْقَائِلِيْنَ بِتَقْسِيْمِهَا إِلَى دِيْنِيَّةٍ وَدُنْيَوِيَّةٍ لَمْ يُخَالِفْهُمُ الْحَظُّ فِيْ دِقَّةِ التَّعْبِيْرِ.

وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمَّا حَكَمُوْا بِأَنَّ الْبِدْعَةَ الدِّيْنِيَّةَ ضَلَالَةٌ، وَهَذَا حَقٌّ. وَحَكَمُوْا بِأَنَّ الْبِدْعَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ لَا شَيْءَ فِيْهَا قَدْ أَسَاؤُا الْحُكْمَ لِأَنَّهُمْ بِهَذَا قَدْ حَكَمُوْا عَلَى كُلِّ بِدْعَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ

بِالْإِبَاحَةِ، وَفِيْ هَذَا خَطَرٌ عَظِيْمٌ، وَتَقَعُ بِهِ فِتْنَةٌ وَمُصِيْبَةٌ، وَلَا بُدَّ حِيْنَئِذٍ مِنْ تَفْصِيْلٍ وَاجِبٍ وَضَرُوْرِيٍّ لِلْقَضِيَّةِ، وَهُوَ أَنْ يَقُوْلُوْا: إِنَّ هَذَا الْبِدْعَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ مِنْهَا مَا هُوَ خَيْرٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرٌّ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ الْمُشَاهَدُ الَّذِيْ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا أَعْمَى جَاهِلٌ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَيَكْفِي فِيْ تَحْقِيْقِ هَذَا الْمَعْنَى بِدِقَّةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: بِأَنَّ الْبِدْعَةَ تَنْقَسِمُ إِلَى حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ، وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا اللُّغَوِيَّةُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهِيَ الَّتِيْ عَبَّرَ عَنْهَا الْمُنْكِرُوْنَ بِالدُّنْيَوِيَّةِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ فِيْ غَايَةِ الدِّقَّةِ وَالْإِحْتِيَاطِ، وَهُوَ يُنَادِي عَلَى كُلِّ جَدِيْدٍ بِالْإِنْضِبَاطِ وَالْإِنْصِيَاعِ لِحُكْمِ الشَّرْعِ وَقَوَاعِدِ الدِّيْنِ، وَيُلْزِمُ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَعْرِضُوْا كُلَّ مَا جَدَّ لَهُمْ وَأَحْدَثَ مِنْ أُمُوْرِهِمِ الدُّنْيَوِيَّةِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ عَلَى الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِيُرَى حُكْمُ الْإِسْلَامِ فِيْهَا مَهْمَا كَانَتْ تِلْكَ الْبِدْعَةُ، وَهَذِهِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالتَّقْسِيْمِ الرَّائِعِ الْمُعْتَبَرِ عَنْ أَئِمَّةِ الْأُصُوْلِ.

৫৫. ইসলামী-শরীয়তের শিক্ষা আমাদের উপর অপরিহার্য করে দিয়েছে যে, আমরা যেন বিদ্'আতের মধ্যে পার্থক্য করি। আমরা যেন বলি যে, কিছু কিছু বিদ্'আত হাসানাহ্, আর কিছু বিদ্'আত সাইয়িআহ্। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আর সত্যবোধন সেটিই বলে। উসূল-শাস্ত্রের পূর্বতন ওলামাগণ এই কথাটি সাব্যস্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম ইয্যুদ্দীন বিন আবদুস সালাম, আল্লামা নাওয়াওয়ী, আল্লামা সুয়ূতী, মহল্লী, ইবনে-হাজর প্রমূখের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই কথাটির পক্ষে একটি উদাহরণ হল كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (সকল বিদ্'আতই গোমরাহী) এই হাদিসটি। অতএব, এই কথা বলতেই হবে যে, তা দ্বারা বিদ্'আতে-সাইয়িআহ্ই উদ্দেশ্য, যা শরীয়তের বিধানের অন্তর্ভূক্ত নয়। এই 'কায়দ'টি (বিশেষকরণটি) সহ অপরাপর কায়দগুলো হাদিসাদিতেও যথেষ্ট প্রয়োগ হয়েছে। যথা لَا صَلَوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ (মসজিদের প্রতিবেশীর জন্য মসজিদ ব্যতীত কোন নামাজ নাই[১])_ এই হাদিসটি।

[১]. (ক) আবদুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, ১:৪৯৭, হাদিস : ১৯১৫।
(খ) আবূলী : মুসনাদুর রবী'ই, ১:১০৮, হাদিস : ২৫৬।

وَيَكْثُرُ سَوَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ لَمْ يَفْهَمُوْا مَقَاصِدَ الشَّرِيْعَةِ، وَلَمْ يَذُوْقُوْا رُوْحَ الدِّيْنِ الْإِسْلَامِيْ.

ثُمَّ لَا يَلْبَثُ إِلَّا يَسِيْرًا حَتَّي يَضْطَرَّ إِلَي إِيْجَادِ مَخْرَجٍ يَحِلُّ لَهُ الْمَشَاكِلُ الَّتِيْ تَصَادَمَهُ، وَيُفَسِّرُ لَهُ الْوَاقِعَ الَّذِيْ يَعِيْشُهُ، إِنَّهُ يَضُرُّ إِلَي اللُّجُوْءِ إِلَي إِخْتِرَاعِ وَسِيْلَةٍ أُخْرَي، لَوْلَاهَا لَمَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَأْكُلَ وَلَا يَشْرَبَ وَلَا يَسْكُنَ، بَلْ وَلَا يَلْبِسُ وَلَا يَتَنَفَّسُ وَلَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يَتَعَامَلُ مَعَ نَفْسِهِ وَلَا أَهْلِهِ وَلَا إِخْوَانِهِ وَلَا مُجْتَمِعِهِ، هَذِهِ الْوَسِيْلَةُ هِيَ أَنْ يَقُوْلَ بِاللَّفْظِ الصَّرِيْحِ: إِنَّ الْبِدْعَةَ تَنْقَسِمُ إِلَي بِدْعَةٍ دِيْنِيَّةٍ وَدُنْيَوِيَّةٍ، يَا سُبْحَانَ اللهِ لَقَدْ أَجَازَ هَذَا الْمُتَلَاعِبُ لِنَفْسِهِ أَنْ يَخْتَرِعَ هَذَا التَّقْسِيْمَ أَوْ عَلَي الْأَقَلِّ أَنْ يَخْتَرِعَ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ هَذَا الْمَعْنَي كَانَ مَوْجُوْدًا مُنْذُ عَهْدِ النُّبُوَّةِ لَكِنَّ هَذَا التَّسْمِيَةَ دِيْنِيَّةٌ وَدُنْيَوِيَّةٌ لَمْ تَكُنْ مَوْجُوْدَةً قَطْعًا فِيْ عَهْدِ التَّشْرِيْعِ النَّبَوِيِّ فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا التَّقْسِيْمُ؟ وَمِنْ أَيْنَ جَاءَتْ هَذِهِ التَّسْمِيَةُ الْمُبْتَدَعَةُ؟ فَمَنْ قَالَ : إِنَّ تَقْسِيْمَ الْبِدْعَةِ إِلَي حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ لَمْ يَأْتِ مِنَ الشَّارِعِ نَقُوْلُ لَهُ: وَكَذَا تَقْسِيْمُ الْبِدْعَةِ إِلَي دِيْنِيَّةٍ غَيْرُ مَقْبُوْلَةٍ، وَدُنْيَوِيَّةٍ مَقْبُوْلَةٌ هُوَ عَيْنُ الْإِبْتِدَاعِ وَالْإِخْتِرَاعِ.

فَالشَّارِعُ يَقُوْلُ: ﴿كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ﴾ هَكَذَا بِالْإِطْلَاقِ وَهَذَا يَقُوْلُ: لَا. لَا لَيْسَتْ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ بِالْإِطْلَاقِ، بَلْ إِنَّ الْبِدْعَةَ تَنْقَسِمُ إِلَي قِسْمَيْنِ: دِيْنِيَّةٍ وَهِيَ الضَّلَالَةُ، وَدُنْيَوِيَّةٍ وَهِيَ الَّتِيْ لَا شَيْءَ فِيْهَا.

وَلِذَا لَا بُدَّ أَنْ نُوَضِّحَ هُنَا مَسْأَلَةً مُهِمَّةً وَبِهَا يَنْجَلِي كَثِيْرٌ مِنَ الْإِشْكَالِ، وَيَزُوْلُ اللَّبْسُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَكَحَدِيْثِ : (وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيْلَ: مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ).

وَكَحَدِيْثِ : (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ) (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ) (وَعَاقٌ لِوَالِدَيْهِ).

فَالْعُلَمَاءُ قَالُوْا: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ دُخُوْلًا أَوَّلِيًّا أَوْ لَا يَدْخُلُ إِذَا كَانَ مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ الْفِعْلِ.

اَلْحَاصِلُ أَنَّهُمْ لَمْ يَجْرُوْهُ عَلَي ظَاهِرِهِ وَإِنَّمَا أَوَّلُوْهُ بِأَنْوَاعِ التَّأْوِيْلِ.

وَحَدِيْثُ الْبِدْعَةِ هَذَا مِنْ هَذَا الْبَابِ فَعُمُوْمَاتُ الْأَحَادِيْثِ وَأَحْوَالُ الصَّحَابَةِ تُفِيْدُ أَنَّ الْمَقْصُوْدَ بِهِ الْبِدْعَةُ السَّيِّئَةُ الَّتِيْ لَا تَنْدَرِجُ تَحْتَ أَصْلٍ كُلِّيٍّ.

وَفِي الْحَدِيْثِ: (مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

وَفِي الْحَدِيْثِ: (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ).

وَيَقُوْلُ عُمَرُ فِيْ صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ : نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ.

يَنْتَقِدُ بَعْضُهُمْ تَقْسِيْمَ الْبِدْعَةِ إِلَي حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ، وَيُنْكِرُ عَلَي مَنْ يَقُوْلُ ذَلِكَ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ، بَلْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْمِيْهِ بِالْفِسْقِ وَالضَّلَالِ، وَذَلِكَ لِمُخَالَفَةِ صَرِيْحِ قَوْلِ الرَّسُوْلِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ﴾ وَهَذَا اللَّفْظُ صَرِيْحٌ فِي الْعُمُوْمِ وَصَرِيْحٌ فِيْ وَصْفِ الْبِدْعَةِ بِالضَّلَالَةِ. وَمِنْ هُنَا تَرَاهُ يَقُوْلُ: فَهَلْ يَصِحُّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُشَرِّعِ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ: أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ بِأَنْ مُجْتَهِدٌ أَوْ فَقِيْهٌ مَهْمَا كَانَتْ رُتْبَتُهُ فَيَقُوْلُ: لَا. لَا. لَيْسَتْ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، بَلْ بَعْضُهَا ضَلَالَةٌ وَبَعْضُهَا حَسَنَةٌ وَبَعْضُهَا سَيِّئَةٌ، وَبِهَذَا الْمَدْخَلِ يَغْتَرُّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَيَصِيْحُ مَعَ الصَّالِحِيْنَ وَيُنْكِرُ مَعَ الْمُنْكِرِيْنَ

হাদিসটিতে 'হাছর' সহকারে (বিশেষকরণ সহকারে) মসজিদের প্রতিবেশীর নামাজ 'হবে না' বলা হয়েছে। কিন্তু অনেক অনেক হাদিসের 'উমূম' (সাধারণ প্রয়োগ) দ্বারা এই কায়দটি (বিশেষকরণটি) সেই সাথে সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ لَـا صَـلَوةَ كَامِلَـةً (কোন পরিপূর্ণ নামাজ)। এ দ্বারা বুঝায় 'পূর্ণাঙ্গ হবে না'। 'নামাজই হবে না' বুঝায় না। হাদিস-শরীফে আরো রয়েছে لَا صَلَوةَ بِحَضْـرَةِ طَعَـامٍ (খাবার নিয়ে আসা হলে নামাজ নাই[১])। ওলামায়ে-কেরামগণ বলেছেন, এতেও 'পূণাঙ্গ' হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। এটিরও অর্থ হবে لَا صَـلَوةَ كَامِلَةً (পূর্ণাঙ্গ নামাজ হবে না)। তৃতীয় হাদিস হল لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِـبُّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِـبُّ لِنَفْسِـهِ (তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যে নিজের জন্য যা ভালবাসে, তার অপর ভাইয়ের জন্যও তা ভালবাসে না[২])। এই হাদিসটির ব্যাপারেও ওলামায়ে-কেরামগণ বলেছেন, এখানেও উদ্দেশ্য হবে لَا يُـؤْمِنُ إِيْمَانًـا كَامِلًـا (পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হবে না)। এখানেও পূর্ণাঙ্গ হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। চতুর্থ রেওয়ায়ত وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يُأْمِنْ جَارَهُ بَوَائِقِهِ (আল্লাহ্‌র কসম, সে ঈমানদার নয়, আল্লাহ্‌র কসম, সে ঈমানদার নয়, আল্লাহ্‌র কসম, সে ঈমানদার নয়। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ, কে? তিনি বললেন, যার কাছে তার প্রতিবেশী নিরাপত্তা না পায়[৩])। এই হাদিসটিতেও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার

(গ) হাকেম : আল মুসতাদ্‌রাক, ১:৩৭৩, হাদিস : ৮৯৮।
(ঘ) তাহাবী : শরহে মা'আনিয়াল আসার, ১:৩৯৪।

১. (ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, কিতাবুল মাসাজীদ, বাবু কারাহিয়্যাতিস্ সালাত, ১:৩৯৩, হাদিস : ৫৬০।
(খ) ইবনে খুযাইমা : আস্ সহীহ, ২:৬৬, হাদিস : ৯৩৩।
(গ) বায়হাকী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৩:৭৩, হাদিস : ৪৮১৬।
(ঘ) আসকালানী : তাহযীবুত্ তাহযীব, ৬:৬।

২. (ক) বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুল ইমান, বাবু মিনাল ঈমানি, ১:১৪, হাদিস : ১৩।
(খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, কিতাবুল ইমান, বাবুদ্ দলীল আল আন্না মিন খিসালিল ঈমান, ১:৬৮, হাদিস : ৪৫।
(গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, কিতাবুল ইমান, বাবু আলামাতিল ইমান, ৮:১৫৫, হাদিস : ৫০১৬।
(ঘ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফীল ঈমান, ১:২৬, হাদিস : ৬৬।

৩. (ক) বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুল আদাব, বাবু ইসমি মান লা ইউমানু জারাহু, ৫:২২৪০, হাদিস : ৫৬৭০।
(খ) হাকেম : আল মুসতাদ্‌রাক, ১:৫৩, হাদিস : ২১।

হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। পঞ্চম হাদিস لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ... وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَـاطِعُ رَحِـمٍ... وَعَـاقٌ لِوَالِدَيْـهِ (চুগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না।[১] আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না।[২] মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে যাবে না[৩])। ওলামায়ে-কেরামগণ বলেছেন, হাদিসটির মর্মার্থ لَا يَدْخُلُ دُخُوْلًا أَوَّلِيًا (প্রথম প্রথম যাবে না)। অর্থাৎ প্রথম প্রথম জান্নাতে যাওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। এরূপ অর্থও হতে পারে যে, একেবারেই যেতে যারবে না, যদি সে কাজগুলোকে হালাল মনে করে থাকে।

মোদ্দা কথা এই যে, ওলামায়ে-কেরামগণ এই হাদিসগুলোকে সেগুলোর বাহ্যিক রূপে রেখেই আমল করেন না। তাঁরা হাদিসগুলোর কোন না কোন রূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেই তারপর আমল করেন। এদিকে كُـلُّ بِدْعَـةٍ ضَـلَالَةٌ (সকল বিদ্'আতই গোমরাহী) ধরনের হাদিসগুলোও একই শ্রেণিভূক্ত। হাদিসগুলোর সাধারণ হওন এবং সাহাবায়ে-কেরামগণের আমল দ্বারা এই উপকারটি পাওয়া যায় যে, সেসব বিদ্'আত দ্বারা 'বিদ্'আতে-সাইয়িআহ্'ই উদ্দেশ্য, যেগুলো কোন সামগ্রিক কিছুর আওতায় নয়। আরেক হাদিসে তো এভাব এরশাদ হয়েছে مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَـةِ وَلَـا يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهَا شَيْءٌ (যেই ব্যক্তি ইসলামে কোন নেক কাজের সূচনা করবে, সে তার কাজটিরও প্রতিদান পাবে, এবং পরবর্তীতে কেয়ামত পর্যন্ত সেই অনুযায়ী

(গ) হাইছুমী : মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, ৮:১৬৯।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ২:৩৩৬, হাদিস : ৮৪১৩।

১. (ক) বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুল আদাব, বাবু মা ইয়াকরাহু মিনান নমীমাহ, ৫:২২৫০, হাদিস : ৫৭০৯।
(খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, কিতাবুল ইমান, বাবু বয়ানি গলযি তাহরীমিন নমীমাহ, ১:১০১, হাদিস : ১০৫।
(গ) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, কিতাবুল বিরর ওয়াস্ সিলাহ, ৪:৩৭৫, হাদিস : ২০২৬।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৫:৩২৮, হাদিস : ২৩২৯৫।

২. (ক) আবদুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, ৭:৪৫৪, হাদিস : ১৩৮৫৯।
(খ) তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, ৩:১৯, হাদিস : ২৩৩৫।
(গ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৬:১৯১, হাদিস : ৭৮৭৩।
(ঘ) হাইছুমী : মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ, ৫:৭৫।

৩. (ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, ২:৭০৫, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুল হাস্‌সি আলাস্ সদকাহ, হাদিস : ১০১৭।
(খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, ৫:৫৫, ৫৬, কিতাবুয্ যাকাত, বাবুত্ তাহরিযী আলাস্ সদকাহ, হাদিস : ২৫৫৪।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, ১:৭৪, মুকাদ্দামাহ, বাবু সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সাইয়িয়াতান, হাদিস : ২০৩।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:৩৫৭-৩৫৯।

আমলকারীদের আমলেরও প্রতিদান পাবে। আর সেই আমলকারীদের প্রতিদানে কোনরূপ ঘাটতি হবে না)।[১]

অপর হাদিসে রয়েছে عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ (তোমাদের উপর আমার সুন্নাত অপরিহার্য আর আমার খোলাফায়ে-রাশেদীনগণের সুন্নাত)।

এদিকে তারাবীহ্‌র নামাজ সম্পর্কে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলছেন, نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هٰذِهِ (এ কতই যে উত্তম বিদ্'আত)।[২]

কেউ কেউ বিদ্'আতকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করার অর্থাৎ 'নিন্দিত' ও 'নন্দিত' এই দুই প্রকারে ভাগ করার সমালোচনা করে থাকে। যারা এই কথা বলে, তাদেরকে বহুভাবে খণ্ডন করার চেষ্টা করে থাকে। তাদের কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা এঁদেরকে ফাসিক ও গোমরাহ বলার ঔধ্যত্বও দেখায়। তারা এ কারণেই খণ্ডন করে যে, এই শ্রেণিবিভাগ দ্বারা নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকাশ্য বাণী كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (সকল বিদ্'আতই গোমরাহী[৩])র বিরোধিতা হয়। তাদের দাবী হল, বাণীটি যেহেতু প্রকাশ্য রূপে 'সকল বিদ্'আত'কেই শামিল করে এবং প্রকাশ্য রূপে 'গোমরাহী' বুঝায়, সেহেতু আপনি তাদেরকে এই কথা বলতে শুনবেন যে, শরীয়ত-প্রণেতা ও আল্লাহ্‌র রসুলের এই বাণী 'সকল বিদ্'আতই গোমরাহী'র পরেও কি কোন মুজতাহিদ, কোন ফকীহ, কিংবা সে যে-ই হোক না কেন এই কথা বলতে পারে

---

১. (ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, ৪:২০০, কিতাবুস্ সুন্নাহ, বাবু ফী লুযুমিস্ সুন্নাহ, হাদিস : ৪৬০৭।
(খ) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, ৫:৪৪, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জা-আ ফীল আখযি বিস্-সুন্নাহ, হাদিস : ২৬৭৬।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুকাদ্দামাহ, বাবু ইত্তিবায়ি সুন্নাতি খোলাফায়ির রাশিদীন, ১:১৫, হাদিস : ৪২।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:১২৬।

২. (ক) মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী ক্বিয়ামি রমযান, , ১:১১৪, হাদিস : ২৫০।
(খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৩:১১৭, হাদিস : ৩২৬৯।
(গ) সুয়ূতী : তানভীরুল হাওয়ালেক শরহে মুয়াত্তায়ে মালেক, ১:১০৫, হাদিস : ২৫০।
(ঘ) ইবনে রযব হাম্বলী : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১:২৬৬।
(ঙ) যুরকানী : শরহে যুরকানী আলা মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ১:৩৪০।

৩. (ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, ৪:২০০, কিতাবুস্ সুন্নাহ, বাবু ফী লুযুমিস্ সুন্নাহ, হাদিস : ৪৬০৭।
(খ) তিরমিযী : আল জামিউস্ সহীহ, ৫:৪৪, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জা-আ ফীল আখযি বিস্-সুন্নাহ, হাদিস : ২৬৭৬।
(গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, মুকাদ্দামাহ, বাবু ইত্তিবায়ি সুন্নাতি খোলাফায়ির রাশিদীন, ১:১৫, হাদিস : ৪২।
(ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪:১২৬।

যে, 'না, না, সকল বিদ্'আত গোমরাহী নয়, বরং কিছু কিছু বিদ্'আতই গোমরাহী'? কিছু কিছু ভাল, আর কিছু কিছু মন্দ?

এই ধরনের আপত্তির কারণে অনেকেই প্রতারণার শিকার হন। তারাও আপত্তিকারীদের সাথে চেঁচামেচি করে উঠেন। অস্বীকারকারীদের সাথে তারাও সুর মিলান। এভাবে তাদের দল ভারী হতে থাকে, যারা শরীয়তের উদ্দেশ্য বুঝে নি, দীন-ইসলামের রূহের স্বাদও গ্রহণ করে নি।

অত:পর কিছু দিন যেতে না যেতেই এই আপত্তিকারীরা এমন বে-কায়দায় পড়ে যায় যে, তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই তাদের জন্য দুষ্কর হয়ে ওঠে। তাদের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকাই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। বাধ্য হয়ে তারা এমনসব কৌশলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়ে যায়, যা ছাড়া তাদের থাকা-খাওয়া, পোষাক-আশাক এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। যা ছাড়া তারা না পারে ব্যক্তিগত ঘরোয়া কাজকর্ম সামাল দিতে, না পারে ভাই-বেরাদর, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে উঠাবসা করতে। তাদের সেই কৌশলটি এই যে, তারা এখন প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়, বিদ্'আত দুই ধরনের; ধর্মীয় ও পার্থিব।

বড়ই আশ্চর্যের কথা! তারা কীভাবে নিজেদের স্বার্থে বিদ্'আতের এই প্রকারভেদ সৃষ্টি করে? এই নামই বা কীভাবে সৃষ্টি করে? যদি স্বীকারও করে নেওয়া যায় যে, এসবকিছু নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানায় ছিল, তবু তো তাদের দেওয়া বিদ্'আতের এই ধর্মীয় ও পার্থিব নামের প্রকারভেদ নবী-পাকের জমানায় অবশ্যই ছিল না। এখন এই প্রকারভেদ এল কোত্থেকে? এই নব-আবিষ্কার ও বিদ্'আতীন নাম কীভাবে জনম নিল?

অতএব, যারা এই কথা বলে যে, বিদ্'আতকে 'হাসানাহ্' ও 'সাইয়িআহ্' নামে শ্রেণিভূক্ত করা শরীয়ত-প্রণেতা নবী-পাক থেকে পাওয়া যায় না, তাই তা ভুল। তাদের জবাবে আমাদের কথা হল, তা হলে বিদ্'আতকে নিন্দনীয় ও ধর্মীয় কিংবা নন্দনীয় ও পার্থিব এই দুই ভাগে ভাগ করাও তো নব-আবিষ্কার ও বিদ্'আতই হয়ে যায়। কারণ, শরীয়ত-প্রণেতা নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো সাধারণ ভাবেই এরশাদ করেছেন كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (সকল বিদ্'আতই গোমরাহী)! তারা তাহলে কীভাবে বলে, 'না, না, বিদ্'আত সাধারণত: গোমরাহী নয়; বরং বিদ্'আত দুই প্রকার, ধর্মীয় ও পার্থিব। ধর্মীয় বিদ্'আত গোমরাহী আর পার্থিব বিদ্'আত গোমরাহী নয়!'

তাই প্রয়োজন দেখা দিল, আমরা যেন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস্‌আলা তলে ধরি, যেটির আলোকে বহুবিধ সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং বহুবিধ সন্দেহ নিরসন হয়ে যায়।

সেই গুরুত্বপূর্ণ মাস্‌আলাটি এই যে, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (সকল বিদ্'আতই গোমরাহী) উক্তিটি স্বয়ং শরীয়তের প্রণেতা নবী-পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই। তাঁর উক্তি মানে শরীয়তেরই ফরমান। তাই একান্ত অপরিহার্য যে, তাঁর ফরমানকে তাঁরই আনীত শরীয়তের মানদণ্ডে বিচার করা। আর এই কথা যখন প্রতিভাত হয়ে যায় যে, বিদ্'আত মূলত: যে কোন নব-আবিষ্কার ও নব-সৃষ্ট বস্তুকেই বলা হয়, সেহেতু আপনাদের মনে এই বিষয়টিও থাকতে হবে যে, সেই বাড়াবাড়ি কিংবা নব-আবিষ্কারই নিষিদ্ধ যেই বাড়াবাড়ি দীনের ব্যাপারে করা হয়, দীনি বিষয় হিসাবে সাব্যস্ত করার জন্য করা হয় এবং শরীয়তে নতুন রূপ প্রদান করার জন্য করা হয়। যাতে করে সেই বিষয়টি শরীয়তের অনুসরণীয় বিষয় হয়ে শরীয়ত-প্রণেতার দিকে সম্পর্কিত হয়। আর এই সেই বস্তু যা থেকে আমাদের আকা আল্লাহ্‌র রসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাণীর মাধ্যমে আমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (যেই ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে এমন কিছু আবিষ্কার করে, যা এর অন্তর্ভূক্ত নয়, সে গর্হিত)।[১]

তাই এই বিষয়টিতে ফারাককারী উক্তি হল তাঁর فِيْ أَمْرِنَا هَـذَا (আমাদের এই দীনে) উক্তিটি। আর সেই করণেই আমাদের দৃষ্টিতে বিদ্'আতের প্রকারভেদ হাসানাহ ও সাইয়িআহ্ করা একমাত্র আভিধানিক অর্থেই (আর আভিধানিক বিদ্'আত মানেই নব-আবিষ্কার ও নব-সৃষ্টি)। আমরা নি:সন্দেহে বিদ্'আতের পারিভাষিক অর্থের দিক থেকে আপত্তিকারীদের সাথে একমত। কারণ, সেই বিদ্'আত গোমরাহী ও ফিতনা, যা নিন্দিত, গর্হিত এবং খুবই অপছন্দনীয়। এই বাস্তবতা যদি আপত্তিকারীরা বুঝতে পারতেন, তাহলে তাদের কাছেও আপনা-

[১]. (ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, ৩:১৩৪৩, কিতাবুল উকদ্বিয়াহ, বাবু নকদ্বিল আহকামিল বাতিলাহ, হাদিস : ১৭১৮।
(খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, আল মুকাদ্দামাহ, ১:৭, বাবু তা'যিমী হাদিসী রসূলিল্লাহ, হাদিস : ১৪।
(গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৬:২৭০, হাদিস : ২৬৩৭২।

আপনি পরিষ্কার হয়ে যেত যে, আমাদের ও তাদের মাঝে প্রায় ঐক্যমত্যই রয়েছে। খামাকা ঝগড়া-বিবাদ করার কিছুই নাই।

আমি আরো একটি কথা নিয়ে ভাবি, যা দ্বারা উভয় প্রকারের চিন্তা-চেতনাকে এক বলে মনে করা যায়। তা হল, যারা বিদ্'আতের প্রকারভেদের বিরোধী, তারা কেবল বিদ্'আতে-শরঈয়ার প্রকারভেদকেই অস্বীকার করে। কেন না, তারা নিজেরাই বিদ্'আতকে দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন; পার্থিব ও ধর্মীয়। তাদের বিভক্তিকরণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া তাদের জন্যই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বিদ্'আতকে হাসানাহ ও সাইয়িআহ্ হিসাবে প্রকারভেদ করেন, তাঁরা আভিধানিক অর্থেই করে থাকেন। কেন না, তারা তো এই কথাও বলেন যে, দীন ও শরীয়তে বাড়াবাড়ি করা গোমরাহী এবং কবীরা-গুনাহ্। আর এই বিষয়টি তাদের কাছে সন্দেহাতীত ভাবেই সাব্যস্ত। সুতরাং, এটি একটি রূপক মতানৈক্য মাত্র (মৌলিক নয়)।

আমার মনে হয়, আমার যেসব ভাই বিদ্'আতের প্রকারভেদ হাসানাহ্ ও সাইয়িআহ্ করার বিরোধী, অথচ ধর্মীয় ও পার্থিব করার পক্ষপাতী, তাদের সেই বিষয়টি তেমন কোন সূক্ষ্ম-দর্শন ও সাবধানতার পরিচায়ক নয়। কেন না, তারা যখন ধর্মীয়-বিদ্'আতকে গোমরাহী বলেছেন (আর এই কথা সত্যও বটে), অথচ পার্থিব-বিদ্'আতের উপর এই বিধান আরোপ করেছেন যে, তাতে কোন বাধা নাই, তাহলে তাদের এই মতামতটি ভাল কোন মতামত নয়। কেননা, এভাবে হলেও তো তারা পার্থিব যে কোন বিদ্'আতকে মুবাহ্ই বলে ফেললেন। অথচ এখানেও তো বিরাট আশঙ্কা থেকে যায়। এর মাধ্যমে তো বড় ধরনের ফিতনা ও আপদ সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং এজন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, এই উক্তিটির সাথে এই ব্যাখ্যাও যেন তারা বলে দেন যে, পার্থিব-বিদ্'আতেও অনেক বিষয় ভাল এবং অনেক বিষয় মন্দ রয়েছে। এমন অনেক অন্ধ ও অজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছে, যারা পার্থিব বিষয়াদির মন্দ দিকটি দেখে না। তাই বিষয়টি খোলাসা করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য রয়েছে।

পক্ষান্তরে যারা বিদ্'আতকে হাসানাহ্ ও সাইয়িআহ্-য় বিভক্ত করেন, আর এই বিষয়টি সুস্থির যে, তা দ্বারা তারা আভিধানিক-বিদ্'আতই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, যথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (আর সেই প্রকারভেদের বিরোধীরা সেটিকে পার্থিব-বিদ্'আত হিসাবে ধরে নেন), তাঁরা বিষয়টির মর্মার্থ খুবই সূক্ষ্মভাবে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁদের সেই উক্তি অত্যন্ত সূক্ষ্ম-

দর্শন এবং সাবধানতার পরিচয় বহন করে। তাদের এই উক্তি সকল নব-আবিষ্কৃত বস্তুকে শরীয়তের বিধি-বিধান ও দীনি-নিয়ম-নীতির অনুকূলে রেখেছেন। আর সকল মুসলমানদের উপর এটি অপরিহার্য করে রেখেছে যে, তারা যখনই কোন বিদ্'আত দেখতে পাবেন কিংবা যখনই কোন নব-আবিষ্কৃত বস্তু ব্যবহার করতে হবে, সাধারণতঃ পার্থিব বিষয়ে, বিশেষ করে শরীয়তের বিষয়ে, তখন তারা সেই ব্যাপারে শরীয়তের ফায়সালা জেনে নেবেন। আর এই বোধটি যখনই সৃষ্টি হবে, তখন বিদ্'আতকে উসূল-শাস্ত্রের ইমামগণের উক্তি অনুযায়ী অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিভক্ত করা হবে।[১]

সমাপ্ত

www.sahihaqeedah.com

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

PDF by Masum Billah Sunny

[১]. আলূসী মালেকী : মাফাহীমু ইয়াজিবু আন্নাত্ তাসাহহা, পৃ. ১০২-১০৬।

লেখক পরিচিতি

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল. এল. বি পাস করেন। ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'ইসলামে শাস্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব, ওলীদের আদর্শ পুরুষ সাইয়িদুনা তাহের আলাউদ্দীন আল-কাদেরী আল-বাগদাদী(রহ) এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশিদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী, মাওলানা আহমদ সাঈদ কাযেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলূভী আল-মালেকী আল মক্কী রহ. এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদে আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মেডেল।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল. এল. বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা, ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির সদস্য, তাহরীক-ই মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলনের সহ সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল, পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংঘটন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপিঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি, লাহোর।

উর্দু, আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত চার'শর উপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে। মানবকল্যাণের কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তাধারা ও সামাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International Whos Who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনস্টিটিউট'(ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচে' বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া, পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা, 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটি'র চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স- উপাধিতে ভূষিতে করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল বায়ুগ্রাফিক্যাল সেন্টার অব কেম্ব্রিজ- (IBC) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the Year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্ব- এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who -পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত কার হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।